হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী (মা.আ.)

আসান নাহু

সহজ নাহু শিক্ষা

আসান নাহু
(সহজ নাহু শিক্ষা)

মূল
হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী (মা. আ.)
উস্তায : দারুল উলূম দেওবন্দ, উই.পি

তরজমা
মাওলানা যায়েদ সালীমুল্লাহ

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
চকবাজার, ঢাকা-১২১১

আসান নাহু

মূল ঃ হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ পালনপুরী (মা আ)
তরজমা ঃ মাওলানা যায়েদ সালিমুল্লাহ

প্রকাশক ঃ
মাওলানা মাহবুবুল হাসান
নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
নাদিয়া ভবন, ৫৯ চকবাজার ঢাকা-১২১১
ফোন : ৭৩১০১৫৩, ০১৮৭০৯৪৯১১
পাঠক বন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন : ৭১৭৫৮০২

প্রকাশকাল ঃ
রবিউল আউয়াল, ১৪২৭ হিজরী

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

কম্পোজ ঃ রেনেসাঁ গ্রাফিক্স
সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ

মুদ্রণ : নাদিয়াতুল কুরআন প্রিন্টার্স
লালবাগ, ঢাকা
ফোন : ৭১৭৫০৮২

অনুবাদকের কথা

احمد الله حمد الشاكرين واصلى واسلم على سيد الامين
وعلى سائر الانبياء والمرسلين وعلى آلهم واصحابهم
اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين . اما بعد!

দয়াময় আল্লাহর অশেষ কৃপার যথাযথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাধ্য কোন মানবের পক্ষেই সম্ভব নয়। তিনি অতি মহান, মহা কৌশলী। তাঁর কৌশল বোঝার সাধ্য কারো নেই। তাঁর কর্মকৌশল দেখে কেউ অবাক না হয়ে পারে না।

কৈশোরের একটি স্মৃতিকে ভিত্তি করে আমার এই বক্ষমান গ্রন্থটির অনুবাদ। যখন আমি নাহ্‌মীর জামাতের ছাত্র। তখন বয়সও ছিল কম। ছাত্র হিসেবেও দুর্বল। নাহ্‌মীর কিতাবের জন্যই একদিন আমাকে উস্তাযের পিটুনী খেয়ে মাদরাসা ত্যাগ করতে হয়েছিল। কিন্তু মহাকৌশলী আল্লাহর অপার মহিমায় সেই নাহ্‌মীর কিতাব পড়ানোর গুরু দায়িত্ব এক সময় আমার স্কন্ধে অর্পিত হয়। অনেক ভেবে-চিন্তে মূল নাহ্‌মীর কিতাবটি শুরু করার পূর্বে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন, ইসলামী শিক্ষা জগতের অন্যতম বিদ্যাপিঠ দারুল উলূম দেওবন্দের সুযোগ্য মুফতি ও মুহাদ্দিস মাওলানা সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দাঃ বাঃ) কর্তৃক রচিত 'আসান নাহ্' কিতাবখানার প্রথম খন্ড ছাত্রদেরকে পড়ালাম। এতে তাদের বিশেষ উপকার হয়েছে বলে বুঝতে পারলাম। এরপর মূল কিতাব অর্থাৎ নাহ্‌মীর তাদের জন্য একেবারে সহজ হয়ে যায়। বুঝতেই পারছেন-যেমন বইয়ের নাম, তেমন ব্যক্তির লেখা। একবার পাঠ করলেই যে কোন সুবিবেচক উস্তায/ছাত্র বলবেন, প্রাথমিক নাহু বিষয়ে এই কিতাবটির দৃষ্টান্ত বিরল।

আমি লেখকের হায়াতে তাইয়্যেবা কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা সরকারী/বেসরকারী সকল মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন এবং এই ক্ষুদ্র মেহনতকে ওসীলা করে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের ফায়সালা করুন।

অবশেষে যাঁকে স্মরণ না করলেই নয়, যিনি আমার কলমিয়্যতের অন্যতম রাহ্‌বার, যাঁর হস্ত ছোঁয়ায় অনুবাদটি মাটি থেকে সোনায় পরিণত হয়েছে। তিনি হলেন নবীণ প্রজন্মের উজ্জল প্রদীপ, বহু গ্রন্থপ্রণেতা, অনুবাদক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক হাফেয মাওলানা শাববীর আহ্‌মাদ শিবলী (দাঃ বাঃ)। দয়াময় আল্লাহ্ তাঁকে উভয় কূলে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

বিনয়াবনত

অনুবাদক

الإهداء

اتشرف باهداء هذا الجهد المتواضع الى اساتذتى الى النحو

(١) مولانا امجد حسين المحترم لادهورجر

(٦) مولانا انور الحق المحترم ناظم التعليم جاترابارى

(٣) مولانا عبد المنان المحترم جاترابارى

(٤) مولانا انعام الحسن المحترم شنديبى

(٥) مولانا احمد عيسى المحترم جاترابارى

(٦) مولانا مجيب الرحمن المحترم جاترابارى

(٧) مولانا احمد حسين المحترم جاترابارى

আসান নাহু
প্রথম খন্ড

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

উপক্রমণিকা

আম্মা বা'দ! যখন আমি আমার আহমদকে (আল্লাহ্‌পাক তাকে নিরাপদ রাখুন) হযরত মাওলানা মুশ্‌তাক আহ্‌মদ চরথাওয়ালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর প্রসিদ্ধ কিতাব 'ইলমুন্নাহু' পড়ানো আরম্ভ করি, তখন প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ করতেই আমার অনুভব হল যে, ছেলে এই বিষয়বস্তুগুলো বরদাশ্‌ত করতে পারছে না, কেননা উর্দুতে লিখিত নাহুর কিতাবাদিতে সাধারণতঃ ক্রমবিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি, অথচ এই বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী।

আমি মাওলানা হাফেয আব্দুর রহমান সাহেব অমৃতসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর 'কিতাবুন্নাহু'ও দেখেছি, তা আরোও কঠিন মনে হল। এজন্য আমি নিজের ছেলের প্রয়োজনে 'আসান নাহু' প্রথম খন্ড সংকলন করি, যাতে ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী তাকে বিষয়ের তা'লীম দেয়া যায়। এই পুস্তিকায় এই বিষয়ের খেয়াল রাখা হয়েছে যেন বাচ্চাদের মস্তিস্কে একবারেই অনেক বেশী বোঝা না পড়ে যায় এবং তাদের 'ফন্নে নাহু' খুব বেশী মুশকিল দৃষ্টিগোচর না হয়। সুতরাং প্রত্যেক পর্বে শুধু প্রাথমিক জরুরী কথাগুলো এই পুস্তিকায় নেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট আলোচনা দ্বিতীয় খন্ডের জন্য উঠিয়ে রেখেছি। এখানে এই কথাও আরয করা হচ্ছে যে, বাচ্চাদেরকে ইলমে নাহুর কিতাব আরবী যবান শুরু করতেই জলদি শুরু না করানো চাই। আরবীর তা'লীম আল-কিরায়াত (প্রুফরিগর) থেকে শুরু করা চাই। যেমন মিনহাজুল আরাবিয়্যাহ প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড। তারপর কাছাছুন্নাবীয়্যীন প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড পড়ানো চাই। অত:পর যখন বাচ্চাদের আরবীর সামান্য জ্ঞান হয়ে যাবে, তখন আসান নাহু প্রথম খন্ড আরম্ভ করানো চাই। এতে মোট তেত্রিশটি সবক রয়েছে। এইপুস্তিকাটি বেশীর থেকে বেশী দুই মাসের মধ্যে সম্পন্ন হতে হবে।

আসাতিযায়ে কেরামের উচিৎ যে, তাদেরকে খুব মুখস্থ করাবেন এবং প্রয়োজন পরিমাণেই বুঝাবেন। হাশিয়াসমূহ উস্তাদবৃন্দের জন্য লেখা হয়েছে। যখন এই অংশ খুব ভালভাবে মযবুত হয়ে যাবে, তখন দ্বিতীয় অংশ আরম্ভ করাবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা এই পুস্তিকা দ্বারা সব বাচ্চাদিগকে উপকৃত করুন।

ওয়াস্‌সালাম

সাঈদ আহ্‌মদ আফাল্লাহু আনহু পালনপুরী

খাদেম, দারুল উলুম দেওবন্দ

১৮ রবিউছ ছানী ১৪১৭ হিজরী

সূচীপত্র

সূচিপত্র

✓ بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম সবক

ইলমে নাহুর সংজ্ঞা ঃ ইল্‌মে নাহু ঐ ইলমকে বলে যদ্বারা কালিমাসমূহকে মিলানোর পন্থা জানা হয় এবং প্রত্যেক কালিমার শেষ হরফের ই'রাব জানা হয়।

ফায়দা ঃ এই ইল্‌মের ফায়দা হল এই যে, এর দ্বারা আরবী ভাষা বলা ও লেখার ক্ষেত্রে ভুল করা থেকে মানুষ হেফাযতে থাকে।

لَفْظ **(লফয)ঃ** যে কোন কথাই মানুষের মুখ থেকে বের হয়, তাকে লফয, বলে। لفظ দুই প্রকার– موضوع ও مہمل -

লফযে মাওযূ' ঃ অর্থবোধক লফয। যেমন ঃ قَلَمٌ (কলম), লফযে মুহ্‌মাল ঃ অর্থহীন লফয। যেমন ঃ دَيْز (زَيْد এর উল্টা), লফযে মাওযূ' দুই প্রকার, মুফরাদ ও মুরাক্কাব।

مُفْرَد **(মুফরাদ) ঃ** ঐ একাকী লফয, যা একটি অর্থ বর্ণনা করে। যেমন ঃ قَلَمٌ (একটি কলম)।

كَلِمَه **(কালিমা) ঃ** মুফরাদকে কালিমাও বলা হয়। কালিমা তিন প্রকার- اسم (ইস্‌ম) فعل (ফে'ল) حرف (হরফ)।

اسم **(ইস্‌ম) ঃ** ঐ কালিমা কে বলে, যার অর্থ অন্য কোন কালিমাকে মিলানো ব্যতীতই বুঝে আসে এবং তার মাঝে তিন যমানার[১] কোন এক যমানা পাওয়া যাবে না। যেমন ঃ قَلَمٌ (একটি কলম) كِتَابٌ (একটি কিতাব)।

فعل **(ফে'ল) ঃ** ঐ কালিমাকে বলে, যার অর্থ অন্য কোন কালিমা মিলানো ব্যতীত বুঝে আসে এবং তার মাঝে তিন যামানার কোন এক যামানা পাওয়া যায়। যেমন ঃ كَتَبَ (সে একজন পুরুষ অতীতকালে লেখেছে) يَكْتُبُ (সে একজন পুরুষ বর্তমানে লেখছে বা ভবিষ্যতে লেখবে)

حرف **(হরফ) ঃ** ঐ কালিমা কে বলে, যার অর্থ অন্য কোন কালিমা মিলানো ব্যতীত বুঝে আসে না। যেমন ঃ مِنْ (থেকে) فِىْ (মধ্যে) اِلٰى (পর্যন্ত) عَلٰى (উপর)। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সকল হরফের সাথে কোন ইস্‌ম অথবা ফে'ল না মিলানো হবে, ততক্ষণ কোন ফায়েদা অর্জিত হবে না।

টিকা

১. যমানা তিনটি ماضى (অতীতকাল) حال (বর্তমান) مستقبل (ভবিষ্যত)।

দ্বিতীয় সবক

اسمএর কয়েকটি আলামত এইরূপঃ (১) তার শুরুতে ال হওয়া। যেমনঃ اَلرَّجُلُ (২) এর উপর হরফে জ্বর আসবে। যেমনঃ فِى الْمَسْجِدِ (৩) এর উপর তানবীন আসবে। যেমন ঃ رَجُلٌ ঃ (৪) তা মুযাফ হবে। যেমন ঃ قَلَمُ قَاسِمٍ (৫) তা মুসনাদ ইলাইহি[১] হবে যেমন ঃ اَلْكِتَابُ جَدِيْدٌ

فعل এর কয়েকটি আলামত ঃ (১-৩) এর উপর قَدْ سِين سَوْفَ আসবে। যেমন ঃ قَدْ نَصَرَ (অবশ্যই সে সাহায্য করেছে)। سَيَنْصُرُ (এখনই সে সাহায্য করবে)। سَوْفَ يَنْصُرُ (অচিরেই সে সাহায্য করবে)।

(৪) তার উপর জযমদাতা হরফ আসবে। যেমনঃ لَمْ يَنْصُرْ (সে সাহায্য করেনি)।

(৫) তার সাথে ضمير مرفوع متصل আসবে। যেমন ঃ كَتَبُوْا (তারা লেখেছে)

حرف এর আলামত হল এই যে, তার মধ্যে اسم ও فعل এর কোন আলামত না পাওয়া যাওয়া।

اسم তিন প্রকার ঃ جامد- مصدر- مشتق

جامد (জামিদ) ঃ ঐ ইসম কে বলে, যা নিজে কারো থেকে উদ্গত হয়নি, আর না তার থেকেও কোন কালিমা উদ্গত হয়। যেমন ঃ فَرَسٌ - رَجُلٌ

مصدر (মাছদার) ঃ ঐ اسم কে বলে, যা নিজে অন্য কারো থেকে উৎপন্ন হয়নি; কিন্তু তার থেকে অন্যান্য লফযসমূহ সৃষ্টি হয়। যেমন ঃ نَصْرٌ - ضَرْبٌ

مشتق (মুশতাক) ঃ ঐ ইসমকে বলে, যা মাছদার থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তা[২] পাঁচ প্রকার ঃ اسم فاعل (ইসমে ফায়েল) اسم مفعول (ইসমে মাফউল) اسم آلہ (ইসমে আলাহ) اسم ظرف (ইসমে যরফ) اسم تفضيل (ইসমে তাফযীল)।

যেমনঃ عَالِمٌ (জ্ঞানী ব্যক্তি) مَعْلُوْمٌ (জ্ঞাত বিষয়) مِفْتَاحٌ (চাবি) مَسْجِدٌ (নামাযের স্থান) اَكْبَرُ (সবচেয়ে বড়)।

টিকা

১. مسند اليه ঐ ইসমকে বলে, যার দিকে কোন বিষয়কে সম্পর্কিত করা হয়েছে, যেমন কিতাবের দিকে নতুন হওয়া কে সম্পর্কিত করা হয়েছে। সুতরাং الكتاب। মুসনাদ ইলাইহি হয়েছে।

২. এগুলো হচ্ছে বেশী প্রসিদ্ধ ইস্‌মে মুশতাক।

তৃতীয় সবক

مرکب (মুরাক্কাব) ঃ ঐ কথাকে বলে, যা দুই অথবা তার চেয়ে বেশী কালিমা মিলিত হয়ে গঠিত হয়। মুরাক্কাব দুই প্রকার। مرکب مفید (মুরাক্কাবে মুফীদ)। مرکب غیر مفید (মুরাক্কাবে গাইরে মুফীদ)

মুরাক্কাবে মুফীদ ঃ ঐ কথাকে বলে, যদ্দারা শ্রোতার কোন ঘটনার সংবাদ অথবা কোন কিছুর 'চাওয়া-পাওয়া' জানা হয়।

যেমন ঃ حَسَنٌ حَاضِرٌ (হাসান উপস্থিত আছে) اِئْتِ بِالْمَاءِ (পানি নিয়ে আস)। প্রথম বাক্য দ্বারা শ্রোতার হাসানের উপস্থিতির অবগতি এবং দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা পানির আগ্রহ জানা হচ্ছে।

ফায়েদা ঃ মুরাক্কাবে মুফীদকে جمله (জুমলাহ) এবং کلام (কালাম)ও বলা হয়।

মুরাক্কাবে গাইরে মুফীদ ঃ ঐ কথাকে বলে, যদ্দারা শ্রোতার কোন সংবাদ অথবা অন্বেষণ অবগতি লাভ হয় না। যেমন ঃ قَلَمُ سَعِيدٍ (সাঈদের কলম)।

جمله (বাক্য) দু'ধরনের ঃ جمله خبریه (জুমলায়ে খবরিয়্যাহ), جمله انشائیه (জুমলায়ে ইনশাইয়্যাহ)।

জুমালায়ে খবরিয়্যাহ ঃ ঐ জুমালাকে বলে, যার বর্ণনাকারীকে সত্যবাদী অথবা মিথ্যাবাদী বলা যায়। এই জুমলা দুই প্রকার ঃ جمله اسمیه (জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ) جمله فعلیه (জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ)।

জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ ঃ ঐ জুমলাকে বলে, যার প্রথম অংশ ইস্‌ম হয় এবং দ্বিতীয় অংশ চাই ইস্‌ম হোক অথবা ফে'ল। যেমন ঃ زَيْدٌ قَائِمٌ (যায়েদ দাঁড়ানো) زَيْدٌ قَامَ (যায়েদ দাঁড়িয়েছে)।

জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ ঃ ঐ জুমলাকে বলে, যার প্রথম অংশ ফে'ল হয়। যেমন ঃ قَامَ زَيْدٌ (যায়েদ দাঁড়িয়েছে)।

জুমলায়ে ইনশাইয়্যাহ ঃ ঐ জুমলাকে বলে, যার কথককে সত্যবাদী অথবা মিথ্যাবাদী বলা যায় না। যেমন ঃ اِئْتِ بِالْمَاءِ (পানি নিয়ে আস)।

মুরাক্কাবে গাইরে মুফীদ কয়েক প্রকার রয়েছে। তন্মধ্যে দু'টি হল এই ঃ

(১) مرکب اضافی (মুরাক্কাবে ইযাফী)ঃ যার প্রথম অংশ مضاف (মুযাফ) এবং দ্বিতীয় অংশ مضاف الیه (মুযাফ ইলাইহি) হয়। যেমন ঃ كِتَابُ قَاسِمٍ (কাসেমের কিতাব)।

(২) مرکب توصیفی (মুরাক্কাবে তাওছিফী)ঃ যার প্রথম অংশ موصوف (মাওছূফ) এবং দ্বিতীয় অংশ صفت (ছিফত) হয়। যেমন ঃ ثَوْبٌ جَمِيلٌ (সুন্দর কাপড়)।

চতুর্থ সবক

সংখ্যার দিক থেকে اسم তিন প্রকার ঃ واحد (ওয়াহেদ) تثنیہ (তাছনিয়াহ) جمع (জমা) বাংলাতে একে বলে, এক বচন, দ্বিবচন, বহুবচন।

واحد (এক বচন) ঃ ঐاسمকে বলে, যা একের উপর ইঙ্গিত করে। যেমনঃ رَجُلٌ (একজন পুরুষ)।

تثنیہ (দ্বি বচন) ঃ ঐاسمকে বলে, যা দু'য়ের উপর ইশারা করে। যেমনঃ رَجُلاَنِ (দু'জন পুরুষ)।

جمع (বহুবচন)ঃ ঐاسمকে বলে, যা দু'য়ের অধিকের উপর ইশারা করে। যেমনঃ رِجَالٌ (অনেক পুরুষ)।

تثنیہ বানানোর কায়েদা ঃ واحد এর শেষে حالت رفعی[১]তে একটি الف যোগ করা হবে, যার পূর্বের হরফে দিতে হবে فتح (ফাতাহ) অর্থাৎ- যবর চিহ্ন। আর উক্ত الفএর পরে একটি نون مکسور(নুনে মাকসুর) অর্থাৎ যের বিশিষ্ট নুন যুক্ত করতে হবে। আর حالت نصبی ও حالت جری তে واحد এর শেষে একটি ی সাকিন যোগ করা হবে, যার পূর্বের হরফে দিতে হবে "যবর"। আর یএর পরে একটি যের বিশিষ্ট নুন সংযুক্ত করতে হবে।

যেমন ঃ رَجُلٌ ঃ থেকে رَجُلاَنِ এবং رَجُلَيْنِ -

جمع (বহু বচন) দুই প্রকার ঃ جمع مکسر (জময়ে মুকাসসার) جمع سالم (জময়ে সালেম)।

جمع مکسر ঐ جمعকে বলে, যার মধ্যে واحدএর ওযন বাকী থাকে না। এই جمعওয়াহেদের মাঝে পরিবর্তন করার দ্বারা গঠিত হয়। যেমন ঃ رَجُلٌ এর জমা رِجَالٌ -

جمع سالم ঐ جمعকে বলে, যার মধ্যে واحدএর ওযন বাকী থাকে। তা আবার দুই প্রকার ঃ جمع مذکر سالم (জমা মুযাক্কার সালেম) جمع مؤنث سالم(জমা'মুয়ান্নাছে সালেম)।

جمع مذکر سالم বানানোর কায়েদা ঃ واحدএর শেষে حالت رفعی তে একটি واو বাড়াতে হবে, যার পূর্বের হরফে দিতে হবে ضمہ (যম্মাহ) অর্থাৎ পেশ এবং উক্ত واوএর পরে একটি نون مفتوح(নুনে মাফতুহ) অর্থাৎ যবর বিশিষ্ট নুন যোগ করতে হবে। আর حالت نصبی ও حالت جری তে واحد এর শেষে একটি ی সাকিন বাড়াতে হবে,

---

টিকা

১. حالت رفعی , نصبی ও جری এর বর্ণনা পরে আসবে।

যার পূর্বের হরফে দিতে হবে 'যের' এবং ى এর পরে একটি যবর বিশিষ্ট নুন বাড়াতে হবে। যেমনঃ مُسْلِمٌ এর জমা مُسْلِمُوْنَ এবং مُسْلِمِيْنَ -

جمع مؤنث سالم বানানোর কায়েদা ঃ واحد এর শেষে একটি الف ও তার পর একটি লম্বা ت বাড়াতে হবে। যেমন ঃ مُسْلِمَةٌ থেকে مُسْلِمَاتٌ -

নোট ঃ جمع বানানোর সময় واحد থেকে মুয়ান্নাছের আলামত গোল ة কে বিলুপ্ত করে দিতে হবে।

পঞ্চম সবক

جنس (জিনস্) তথা জাত হিসেবে اسم দুই প্রকার ঃ مذكر ও مؤنث -

مذكر (পুরুষ জাত)ঃ ঐ اسم কে বলে, যাতে مؤنث হওয়ার কোন আলামত না পাওয়া যায়। যেমন ঃ رَجُلٌ فَرَسٌ كِتَابٌ।

مؤنث (স্ত্রী জাত)ঃ ঐ اسم কে বলে যাতে مؤنث এর কোন চিহ্ন পাওয়া যায়। যেমন ঃ طَلْحَةٌ -

مؤنث হওয়ার নিদর্শন তিনটি ঃ (১) গোল ة -যেমন ঃ طَلْحَةٌ قَلَنْسُوَةٌ
(২) الف مقصوره[১] (আলিফে মাকছুরাহ) অর্থাৎ খাট আলিফ। যেমন ঃ صُغْرٰى كُبْرٰى
(৩) الف ممدوده[২] (আলিফে মামদুদাহ) অর্থাৎ-লম্বা আলিফ। যেমন ঃ بَيْضَاء حَمْرَاء
আর আলামত পাওয়া যাওয়ার ভিত্তিতে মুয়ান্নাছ দুই প্রকারঃ مؤنث قياسى (মুয়ান্নাছে কিয়াসী) مؤنث سماعى (মুয়ান্নাছে সামায়ী)।

মুয়ান্নাছে কিয়াসী ঃ যাতে مؤنث হওয়ার নিদর্শন প্রকাশ্য ভাবে বিদ্যমান থাকে। যেমন ঃ طَلحة بَيضاء حَمراء

মুয়ান্নাছে সামায়ী ঃ যাতে বাহ্যিক ভাবে مؤنث এর কোন চিহ্ন থাকে না; কিন্তু আরবী ভাষা-ভাষীরা একে مؤنث হিসেবে মানে। যেমন ঃ اَرْضٌ شَمْسٌ

কতগুলো মুয়ান্নাছে সামায়ী হচ্ছে এই ঃ

(১) ঐ সকল مؤنث যা মহিলাদের নাম হয়। যেমন ঃ مَرْيَمُ زَيْنَبُ

(২) ঐ সকল اسم যা মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট। যেমন ঃ اُمٌّ اُخْتٌ

(৩) ঐ সকল اسم যা কোন শহর কিংবা গোত্রের নাম হয়। যেমন ঃ شَامٌ مِصر قُرَيش

টিকা

১. الف مقصوره ঐ আলিফকে বলে, যাকে লম্বা করে টেনে পড়া হয় না।
২. الف ممدوده ঐ আলিফকে বলে, যাকে লম্বা করে টেনে পড়া হয়।

(৪) মানুষের যেসব অঙ্গ জোড়া-জোড়া, তা বুঝানোর জন্য যে اسم ব্যবহার করা হয়। যেমন : يَدٌ عَيْنٌ ইত্যাদি (কিন্তু حَاجِبٌ مِرْفَقٌ صُدْغٌ ও خَدٌّ মুয়ান্নাছ নয়)।

ষষ্ঠ সবক

নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট-এর ভিত্তিতে اسم দুই প্রকার :

معرفه (মা'রেফাহ্) نكره (নাকেরাহ্)।

معرفه (মা'রেফাহ) : ঐ اسم কে বলে, যা কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে বুঝায়, এই মা'রেফা হচ্ছে সাতটি বিষয় :

(১) ضمير তথা সর্বনামসমূহ। যেমন : اَنَا اَنْتَ هُوَ ইত্যাদি।

(২) علم নামসমূহ। যেমন : زَيْدٌ دِبْلِي ইত্যাদি।

(৩) اسم اشاره (ইস্‌মে ইশারাহ) : তথা ইঙ্গিতসূচক শব্দাবলী। যেমন : هٰذَا ذَالِكَ ইত্যাদি।

(৪) اسم موصول (ইস্‌মে মাওছুল) : তথা সম্বন্ধবাচক সর্বনামসমূহ। যেমন : اَلَّذِيْ اَلَّتِيْ ইত্যাদি।

(৫) معرف باللام অর্থাৎ ঐ নাকেরাহ ইস্‌ম, যাকে ال দ্বারা মা'রেফা বানানো হয়েছে। যেমন : اَلرَّجُلُ -

(৬) প্রত্যেক ঐ اسم যা উপরে উল্লেখিত পাঁচ প্রকারের কোন একটির দিকে مضاف (সম্পর্কিত) হয়। যেমন : كِتَابُهٗ, قَلَمُ سَعِيْدٍ , كِتَابُ هٰذَا , كُرَّاسَةُ الَّذِيْ عِنْدَكَ, قَمِيْصُ الرَّجُلِ[১]

(৭) معرفه بالنداء অর্থাৎ যা আহবানের কারণে নির্দিষ্ট হয়েছে। যেমন : يَارَجُلُ

نكره ঐ اسم কে বলে, যা অনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর ইঙ্গিত করে। যেমন : فَرَسٌ (কোন এক ঘোড়া)।

নোট : معرفه এর সাত প্রকার ছাড়া বাকী সমস্ত اسم নাকেরাহ।

টিকা

১. উল্লেখিত উদাহরণগুলো তারতীবের সাথে দেয়া হয়েছে। প্রথম উদাহরণে কিতাবের ইযাফত হয়েছে যমীরের দিকে, দ্বিতীয় উদাহরণে কলমের ইযাফত রয়েছে নামের দিকে, তৃতীয় উদাহরণে কিতাবের উযাফত হয়েছে ইস্‌মে ইশারার দিকে, চতুর্থ উদাহরণে খাতার ইযাফত হয়েছে ইস্‌মে মাউছুলের দিকে ছেলাহ-এর সাথে, এবং শেষ উদাহরণে কামীছের ইযাফত হয়েছে মুয়াররাফ বিল্লাম-এর দিকে।

সপ্তম সবক

শেষ হরফের পরিবর্তনের দৃষ্টিকোন্ থেকে কালিমা দুই প্রকার ঃ معرب (মু'রাব) ও مبنى (মাবনী)।

معرب ঐ কালিমাকে বলে, যার শেষ হরফে عامل (আমেল) এর পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তন হয়।

عامل যার কারণে معرب এর শেষে পরিবর্তন হয়।

اعراب ঐ পরিবর্তন কে বলে, যা معرب এর শেষ হরফে হয়ে থাকে ।

محل اعراب (মহল্লে ই'রাব)ঃ ই'রাবের স্থান হচ্ছে মু'রাবের শেষ হরফ।

যেমন ঃ جَاءَ زَيْدٌ رَأَيْتُ زَيْدًا مَرَرْتُ بِزَيْدٍ উদাহরণ গুলোতে।

زيد শব্দটি ইসমে মু'রাব, আর جاء رايت ও ب হরফে জার হচ্ছে عامل এবং زيد এর উপর رفع (রফা') نصب (নছব) جر (জর) হচ্ছে اعراب এবং زيد এর دال (দাল) অক্ষরটি হচ্ছে محل اعراب (মহল্লে ই'রাব) তথা ই'রাবের স্থান।

কায়েদা ঃ اسم معرب (ইসমে মু'রাব)-এর اعراب (কারক চিহ্ন) তিনটি। যথা ঃ رفع[১] نصب جر আর যে اسم এর উপর رفع হয়, তাকে مرفوع (মারফু') এবং যার উপর نصب হয়, তাকে منصوب (মানছুব) এবং যার উপর جر হয়, তাকে مجرور (মাজরুর) বলে।

مبنى (মাবনী) ঃ ঐ কালিমাকে বলে, যা সর্বদা এক অবস্থায় থাকে, عامل এর পরিবর্তনে তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে না।

যেমন ঃ جَاءَ هٰذَا رَأَيْتُ هٰذَا مَرَرْتُ بِهٰذَا এই উদাহরণ গুলোতে هٰذَا টি হলো مبنى - নীচের ছন্দটি মুখস্থ করে নেয়া চাই।

معرب آں باشد کہ گردد بار بار
مبنی آں باشد کہ ماند برقرار

তরজমা ঃ মু'রাব ঐ কালিমা কে বলে, যা বার বার ঘোরে তথা পরিবর্তন হয়; মাবনী ঐ কালিমাকে বলে, যা এক অবস্থায় স্থির থাকে।

টিকা

১. رفع , نصب ও جر এর আলোচনা বিস্তারিত পরে আসবে।

অষ্টম সবক

مبنى[১] সর্বমোট আটপ্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার হলো ضمير (যমীর) তথা সর্বনাম সমূহ।

ঐ اسم কে বলে, যাকে غائب (গায়েব) অথবা حاضر (হাযের) অথবা متكلم (মুতাকাল্লিম)-এর উপর ইঙ্গিত করার জন্য স্থাপন করা হয়েছে। যমীর পাঁচ প্রকার।[২] যথা : (১) مرفوع متصل (২) مرفوع منفصل (৩) منصوب متصل (৪) منصوب منفصل (৫) مجرور متصل (مجرور منفصل কোন যমীর নেই)।

(১) مرفوع متصل (মারফুয়ে মুত্তাছিল) : ঐ সমস্ত যমীর, যা فاعل হয় এবং فعل এর সাথে মিলিত হয়ে আসে। এদের সংখ্যা চৌদ্দটি। যথা :

نَصَرَ[৩] (এতে উহ্য هو যমীর ফায়েল) نَصَرَا এতে তাছনিয়া বা দ্বিবচনের الف। نَصَرُوْا (এতে জমা' বা পুরুষ জাত বহুবচনের واوَ) نَصَرَتْ (এতে উহ্য هِىَ) نَصَرَتَا (এতে দ্বিবচনের الف) نَصَرْنَ (এতে জমা'মুয়ান্নাছ বা স্ত্রী জাত বহুবচনের نون) نَصَرْتَ (এতে যবর বিশিষ্ট ت -যাকে তায়ে মাফতুহ বলে)।

نَصَرْتُمَا (এতে تما) نَصَرْتُمْ (এতে تُمْ) نَصَرْتِ (এতে যের বিশিষ্ট -ت যাকে তায়ে মাকসুর বলে) نَصَرْتُمَا (এতে تما) نَصَرْتُنَّ (এতে تن -) نَصَرْتُ (এতে পেশবিশিষ্ট ت - যাকে تاءِ مضموم তায়ে মাযমুম বলে) نَصَرْنَا (এতে نا)।

(২) مرفوع منفصل (মারফুয়ে মুনফাছিল) : ঐ সমস্ত যমীর, যা فاعل[৪] (ফায়েল) অথবা مبتداء (মুবতাদা) হয় এবং فعل এর থেকে পৃথক হয়ে ব্যবহার হয়। এদের সংখ্যাও চৌদ্দটি। যথা :

هُوَ هُمَا هُمْ هِىَ هُمَا هُنَّ اَنْتَ اَنْتُمَا اَنْتُمْ اَنْتِ اَنْتُمَا اَنْتُنَّ اَنَا نَحْنُ.

টিকা

১. مبنى এর আট প্রকার হলো এই: (১) مضمرات (মুযমারাত)। (২) اسماءِ اشاره (আসমায়ে ইশারা)। (৩) اسماءِ موصوله (আসমায়ে মাউছুলাহ)। (৪) اسماءِ افعال (আসমায়ে আফ'য়াল)। (৫) اسماءِ اصوات (আসমায়ে আছওয়াত)। (৬) اسماءِ ظروف (আসমায়ে যুরূফ)। (৭) اسماءِ كنايات (আসমায়ে কেনায়াত)। (৮) مركب بنائى (মুরাক্কাবে বেনাঈ)। (এই পুস্তিকায় অর্থাৎ প্রথম খন্ডে শুধু প্রথম তিন প্রকারকে বর্ণনা করা হয়েছে)।

২. প্রকৃতপক্ষে যমীরসমূহ তিন প্রকারই : (১) مرفوع متصل অর্থাৎ نصر نصرا শেষ পর্যন্ত। (২) مرفوع منفصل তথা هو هما শেষ পর্যন্ত। (৩) هم هما ٠ শেষ পর্যন্ত। এই যমীরগুলো যখন فعل এর সাথে মিলিত হয়ে আসে তখন এদেরকে 'মানছুবে মুত্তাছিল' বলা হয়। আর হরফে জার অথবা ইস্মের সাথে মিলিত হয়ে আসলে তাদেরকে মাজরুরে মুত্তাছিল বলা হয়। আর যখন এদেরকে মানছুবে মুনফাছিল বানাতে হয়, তখন তাদের শুরুতে ايا যোগ করতে হয়।

৩. এই সকল যমীরকে فعل থেকে পৃথক করে লেখা যায় না।

৪. যেমন هو حاضر বাক্যে هو টি মুবতাদা এবং كتبت انا বাক্যে انا যমীর ت فاعل এর تاكيد (তাকীদ)। এ কারণে উক্ত انا যমীরটিও فاعل হয়েছে।

(৩) منصوب متصل **(মানছুব মুত্তাছিল)**ঃ ঐ সমস্ত যমীর, যা مفعول بہ (মাফউলে বিহি) হয় এবং فعل (ফে'ল) এর সাথে মিলিত হয়ে আসে। এও চৌদ্দটি।
যথা ঃ نَصَرَهٗ نَصَرَهُمَا نَصَرَهُمْ نَصَرَهَا نَصَرَهُمَا نَصَرَهُنَّ نَصَرَكَ نَصَرَكُمَا نَصَرَكُمْ نَصَرَكِ نَصَرَكُمَا نَصَرَكُنَّ نَصَرَنِىْ نَصَرَنَا

(৪) منصوب منفصل **(মানুছবে মুনফাছিল)**ঃ ঐ সমস্ত যমীর, যা মাফউলে বিহি অথবা অন্য কোন মানছুব হয় এবং فعل থেকে পৃথক হয়ে ব্যবহার হয়। এও চৌদ্দটি।
যথা ঃ اِيَّاهٗ اِيَّاهُمَا اِيَّاهُمْ اِيَّاهَا اِيَّاهُمَا اِيَّاهُنَّ اِيَّاكَ اِيَّاكُمَا اِيَّاكُمْ اِيَّاكِ اِيَّاكُمَا اِيَّاكُنَّ اِيَّاىَ اِيَّانَا

(৫) مجرور متصل **(মাজরুরে মুত্তাছিল)** ঃ ঐ সমস্ত যমীর, যা حرف جر (হরফে জার) এর পরে আসে তখন তা মাজরুর হয় এবং যখন কোন اسم এর পরে আসে, তখন তা مضاف اليہ (মুযাফ ইলাইহি) হয়। এও চৌদ্দটি যথা ঃ
حرف جر (হরফে জার)-এর পরে ঃ
لَهٗ لَهُمَا لَهُمْ لَهَا لَهُمَا لَهُنَّ لَكَ لَكُمَا لَكُمْ لَكِ لَكُمَا لَكُنَّ لِىْ لَنَا
اسم এর পরে ঃ
كِتَابُهٗ كِتَابُهُمَا كِتَابُهُمْ كِتَابُهَا كِتَابُهُمَا كِتَابُهُنَّ كِتَابُكَ كِتَابُكُمَا كِتَابُكُمْ كِتَابُكِ كِتَابُكُمَا كِتَابُكُنَّ كِتَابِىْ كِتَابُنَا

নবম সবক

দ্বিতীয় اسم مبنى হলো اسمائے اشارہ (আসমায়ে ইশারাহ)।
اسمائے اشارہ ঐ اسم কে বলে, যা কোন বিষয়বস্তুর প্রতি ইশারা করার জন্য গঠিত হয়েছে। তা আবার দুই প্রকার ঃ
(১) قريب (করীব) তথা নিকটবর্তীর জন্য। (২) بعيد (বাঈ'দ) তথা দূরবর্তীর জন্য।

اسمائے اشارہ قريب (নিকটবর্তী ইঙ্গিতসূচক সর্বনামসমূহ) হচ্ছে এই ঃ
هٰذَا (واحد مذكر এর জন্য) এই (একজন পুরুষ)।
هٰذَانِ (تثنیہ مذكر এর জন্য) এই (দু'জন পুরুষ)।
هٰذِهٖ (واحد مؤنث এর জন্য) এই (একজন মহিলা)।

هَاتَانِ (تثنیہ مؤنث এর জন্য) এই (দুজন মহিলা)।
هٰؤُلَاءِ (جمع مؤنث ও جمع مذکر এর জন্য) এই (সকল পুরুষ অথবা সকল মহিলা)।
اسمائے اشارہ بعید (দূরবর্তী ইঙ্গিতসূচক সর্বনামসমূহ) হচ্ছে এই ঃ
ذَالِكَ (واحد مذکرএর জন্য) ঐ (একজন পুরুষ)।
ذَانِكَ (تثنیہ مذکرএর জন্য) ঐ (দু'জন পুরুষ)।
تِلْكَ (واحد مؤنث এর জন্য) ঐ (একজন মহিলা)।
تَانِكَ (تثنیہ مؤنث এর জন) ঐ (দুজন মহিলা)।
أُولٰئِكَ (جمع مؤنث ও جمع مذکر এর জন্য) ঐ (সকল পুরুষ অথবা সকল মহিলা)।

ক্বায়েদা ঃ (১) اسم اشارہ দ্বারা যে বিষয় বস্তুর দিকে ইশারা করা হয়, তাকে مشار الیہ (মুশারুন ইলাইহি) বলে।
(২) اسم اشارہ ও مشار الیہ এর اعراب এক[১] হয়, তবে ইস্‌মে ইশারার উপর اعراب (কারক চিহ্ন) প্রকাশ হয় না, কেননা তা مبنی -

দশম সবক

তৃতীয় اسم مبنی হচ্ছে اسمائے موصول (আসমায়ে মাউছুলাহ) সম্বন্ধবাচক সর্বনাম সমূহ।
اسم موصول[২] (ইস্‌মে মাউছুল) ঐ اسم কে বলে, যা صلہ (ছেলাহ) এর সাথে মিলিত হওয়া ব্যতীত বাক্যের অংশ হতে পারে না। যেমন ঃ جَاءَ الَّذِیْ نَصَرَكَ (সে ব্যক্তি এসেছে,যে তোমাকে সাহায্য করেছে)।
এই উদাহরণে اَلَّذِیْ ইস্‌মে মাউছুল এবং نَصَرَكَ বাক্যটি হচ্ছে صلہ মাউছুল ও ছেলাহ মিলে جَاءَ ফে'ল এর فاعل -
কয়েকটি ইস্‌মে মাউছুল এই ঃ
اَلَّذِیْ (واحد مذکر এর জন্য) যে (একজন পুরুষ)।
اَلَّذَانِ اَلَّذَیْنِ (تثنیہ مذکر এর জন্য) যারা (দু'জন পুরুষ)।
اَلَّذِیْنَ (جمع مذکر এর জন্য) যারা (সকল পুরুষ)।

টিকা

১. যেমনঃ هذا القلم نفیس (এই কলমটি ভাল), ترکیب (তারকীব) هذا ইস্‌মে ইশারা القلم মুশারুন ইলাইহি, ইসমে ইশারা ও মুশারুন ইলাইহি মিলে مبتدا (মুবতাদা), نفیس হচ্ছে خبر (খবর), এখন মুবতাদা ও খবর মিলে جملہ اسمیہ خبریہ (জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়্যাহ)। এই উদাহরণে هذا হচ্ছে মারফু, কেননা তা মুবতাদা, তাই القلم টিও মারফু' হয়েছে। কেননা তা হচ্ছে মুশারুন ইলাইহি।
২. موصول এর অর্থ হলো মিলিত, যাকে মিলানো হয়েছে এবং صلہ এর অর্থ পরিশিষ্ট সংযোজন। সুতরাং হলো ঐ اسم موصول যা পরিশিষ্টের সাথে মিলে বাক্যের অংশ অর্থাৎ فاعل অথবা مفعول ইত্যাদি হয়ে থাকে।

اَلَّتِیْ (واحد مؤنث এর জন্য) যে (এক জন মহিলা)।
اَللَّتَانِ اَللَّتَیْنِ (تثنیہ مؤنث এর জন্য) যারা (দু'জন মহিলা)।
اَللَّوَاتِیْ اَللَّاتِیْ (جمع مؤنث এর জন্য) যারা (সকল মহিলা)।
مَا (যে বস্তু) مَنْ (যে ব্যক্তি)।
اَیٌّ (কোন বস্তু) مذکر এর জন্য اَیَّةٌ (কোন বস্তু) مؤنث এর জন্য।

একাদশ[১] সবক

اسم معرب (ইসমে মু'রাব) দুই প্রকার ঃ منصرف (মুনছারেফ) غیر منصرف (গাইরে মুনছারেফ)।

منصرف ঃ ঐ اسم কে বলে, যার মাঝে গাইরে মুনছারেফ হওয়ার سبب (সবব) বা কারণ না পাওয়া যায়। যেমনঃ رَجُلٌ-মুনছারেফের উপর তিনও হরকত (যের, যবর পেশ) এবং তানবীন আসতে পারে।

غیر منصرف ঃ ঐ اسم কে বলে,যাতে منع صرف (মানয়ে ছরফ) এর নয়টি সবব থেকে দু'টি সবব অথবা দু'টির সমকক্ষ একটি সবব পাওয়া যায়। গাইরে মুনছারেফের উপর তানবীন ও কাসরাহ (যের) আসে না। কাসরাহ এর স্থলে ফাতাহ (যবর) হয়।

গাইরে মুনছারেফের নয় সবব হচ্ছে এই ঃ عدل (আদল) وصف (অছ্‌ফ) تانیث (তানীছ) معرفہ (মা'রেফাহ) عجمہ (ও'জমাহ) جمع (জমা) ترکیب (তারকীব) وزن فعل (ওযনে ফে'ল) الف ونون زائدتان (আলিফ নুন যায়েদাতান)।

عدل ঃ এমন একটি اسم -যা কোন নিয়ম-কানুন ছাড়া নিজের আসল আকৃতি থেকে অন্য আকৃতিতে চলে গেছে। যেমন ঃ عَامِرٌ থেকে عُمَرُ-সুতরাং عُمَرُ-এর মাঝে عدل এর সবব পাওয়া গেছে।

وصف ঃ এমন اسم-যাকে মূলতঃ গুণবাচক অর্থের জন্য বানানো হয়েছে। যেমনঃ اَحْمَرُ (লাল) اَسْوَدُ (কালো)।

تانیث ঃ- اسم এর مؤنث তথা স্ত্রী বাচক শব্দ হওয়া। যেমন ঃ زَیْنَبُ طَلْحَةُ صَحْرَاءُ حُبْلٰی -

معرفہ ঃ ঐ اسم -যা কোন কিছুর নাম হয়। যেমন ঃ زَیْنَبُ -

عجمہ ঃ অনারবী ভাষার শব্দ হওয়া। যেমন ঃ اِبْرَاهِیْمُ -

جمع ঃ অর্থাৎ منتہی الجموع (মুনতাহাল জুমু') তথা শেষ জমা' এর ওযনে কোন

টিকা ঃ

১. এই সবকটি সামান্য বড়, দু'দিনে পড়াতে হবে।

ইস্মের জমা' হওয়া। এর ওযন দু'টি ঃ (১) مَفَاعِلُ যেমন তার ওযনে مَسَاجِدُ যা مَسْجِدٌএর জমা'। (২) مَفَاعِيْلُ যেমন তার ওযনে مَفَاتِيْحُ যা مِفْتَاحٌ এর জমা'। تركيب ঃ অর্থাৎ দু'টি কালিমাকে ইযাফত ও ইসনাদ ছাড়া একত্রে মিলিয়ে একটি কালিমা বানানো। যেমন ঃ بَعْلَبَكُّ (একটি শহরের নাম, যা মূলতঃ ছিল بَعْلُ একটি মূর্তি ও بَكٌّ একজন বাদশাহর নাম, দু'টি কে মিলিয়ে একটি শহরের নাম রাখা হয়েছে)।

وزن فعل ঃ অর্থাৎ কোন ইস্ম কোন فعل এর ওযনে হওয়া। যেমন ঃ اَحْمَدُ কোন ব্যক্তির নাম, যা مضارع (মুযারে') এর واحد متكلم (ওয়াহেদ মুতাকাল্লিম)-এর ওযনে হয়েছে।

الف ونون زائدتان ঃ অর্থাৎ কোন ইস্মের শেষে অতিরিক্ত الف ও نون হওয়া। যেমন ঃ عُثْمَانُ نُعْمَانُ -

ক্বায়েদা ঃ تانيث بالالف (الف দ্বারা مؤنث হওয়া) এবং جمع منتهى الجموع (একবার জমা' হয়ে তা আবার জমা' হওয়া, এরপর আর জমা' না হওয়া। যেমন ঃ كَلْبٌ এর জমা' كِلَابٌ এর জমা' اَكَالِبُ) দুই সববের সমকক্ষ।

ক্বায়েদা ঃ গাইরে মুনছারেফের উপর যখন ال আসে অথবা তা অন্য কোন ইস্মের দিকে মুযাফ হয়, তখন তার উপর حالت جرى তে কাসরাহ (যের) আসতে পারে। যেমন ঃ صَلَّيْتُ فِىْ مَسَاجِدِ الْبَلَدِ ও ذَهَبْتُ اِلَى الْمَقَابِرِ -

দ্বাদশ সবক

مرفوعات অর্থাৎ ঐ সকল اسم যার اعراب হয় رفع[১] তা আট প্রকার ঃ

(১) فاعل (ফায়েল) (২) نائب فاعل (নায়েবে ফায়েল) (৩) مبتداء (মুবতাদা) (৪) خبر (খবর) (৫) حروف مشبه بالفعل (হরুফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল)-এর خبر (৬) افعال ناقصه (আফয়ালে নাকেছাহ) এর اسم (৭) ما-لا مشابه بليس (মা-লা মুশাবাহ বিলাইসা)-এর اسم (৮) لائے نفى جنس (লায়েনফী জিন্স) এর خبر -

فاعل ঃ ঐ اسم কে বলে, যার দিকে فعل এর نسبت (নিসবাত) বা সম্পর্ক করা হয়েছে এবং এই ফে'লটি উক্ত ইস্মের দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করেছে। যেমন ঃ قَامَ زَيْدٌ বাক্যে زيد টি হচ্ছে فاعل কেননা তার দিকে দাঁড়ানোর নিস্বত করা হয়েছে এবং দাঁড়ানোটা তার দ্বারাই অস্তিত্বে এসেছে।

টিকা ঃ

১. رفع نصب ও جر এর চিহ্নগুলো কি কি তা পরে জানতে পারবে।

ক্বায়েদা : فاعل কখনো اسم ظاہر (ইস্‌মে যাহের) তথা প্রকাশ্য ইস্‌ম হয়। যেমন : قَامَ زَيْدٌ এবং কখনো ضمير (যমীর)তথা সর্বনাম হয়। যেমনঃ اَكَلْتُ (আমি খেয়েছি, اَكَلْتُ এতে تُ যমীরটি فاعل হয়েছে।)

ক্বায়েদা : فاعل কখনো ضمير بارز (যমীরে বারেয) তথা প্রকাশ্য যমীর হয়, যেমন : اَكَلْتُ এতে تُ হচ্ছে যমীরে বারেয।

আর কখনো فاعل টি ضمير مستتر (যমীরে মুসতাতির) তথা অপ্রকাশ্য যমীর হয়। যেমন : نَصَرَهُ এতে ফায়েল হচ্ছে هُوَ যমীর, যা অপ্রকাশ্য।

ক্বায়েদা : فاعل যখন ইস্‌মে যাহের হয়, তখন فعل সর্বদা مفرد (মুফরাদ) তথা একবচন আসে। যেমন : نَصَرَ الرَّجُلُ ـ نَصَرَ الرَّجُلَانِ ـ نَصَرَ الرِّجَالُ

ক্বায়েদা : فاعل যখন যমীর হয়, তখন فعل তার فاعل অনুযায়ী হয়, অর্থাৎ واحد এর জন্য واحد এবং تثنيه এর জন্য تثنيه ও جمع এর জন্য جمع হয়।

যেমন : اَلرَّجُلُ نَصَرَ[১] ـ اَلرَّجُلَانِ نَصَرَا ـ اَلرِّجَالُ نَصَرُوْا[২] -

ত্রয়োদশ সবক

نائب فاعل : ঐ مفعول به (মাফউলে বিহি)কে বলে, যার দিকে فعل مجهول (ফে'লে মাজহুল)-এর নিসবত করা হয়েছে এবং তার فاعل জানা নেই। যেমনঃ اُكِلَ الْخُبْزُ অর্থাৎ রুটি খাওয়া হয়েছে। এতে فاعل তথা ভক্ষণকারীর উল্লেখ নেই। এজন্য তা ফে'লে মাজহুল বা অজ্ঞাত ক্রিয়া এবং اَلْخُبْزُ টি হচ্ছে নায়েবে ফায়েল, যা প্রকৃতপক্ষে مفعول به[৩]-আর নায়েবে ফায়েলকে مفعول مالم يسم فاعله (মাফউলে মা-লাম য়ুসাম্মা ফায়েলুহু)ও বলা হয়। অর্থাৎ এমন ফে'ল-এর মাফ'উল, যার ফা'য়েলের নাম লওয়া হয়নি।

ক্বায়েদা : فعل কে واحد-تثنيه ও جمع লওয়ার ক্ষেত্রে نائب فاعل এর হুকুম فاعل এর মতই হয়ে থাকে।[৪]

مبتداء : জুমলায়ে ইসমিয়ার প্রথম অংশ, যার দ্বারা বাক্য শুরু করা হয় এবং যার সম্পর্কে কোন কিছুর সংবাদ দেয়া হয়। যেমন : نَسِيْمٌ نَائِمٌ (নাসিম ঘুমন্ত)।

টিকা :

১. তারকীব : الرجل মুবতাদা نصر ফে'ল, তাতে هو যমীর মুসতাতির ফায়েল, ফে'ল–ফায়েল মিলে জুমালায়ে ফে'লিয়া হয়ে খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

২. এই তৃতীয় ছুরতে الرجال نصرت ও পড়া যায়, কেননা فاعل যখন جمع مكسر এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীর হয়, তখন فعل কে جمع مذكر এবং واحد مؤنث উভয়ভাবে লওয়া যায়।

৩. مفعول به এর সংজ্ঞা ও আলোচনা পরে আসছে। (পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এতে নাসিম হচ্ছে মুবতাদা। কেননা এর দ্বারা বাক্য শুরু করা হয়েছে এবং তার সম্পর্কে ঘুমানোর সংবাদ দেওয়া হয়েছে। মুবতাদাকে مسند الیہ (মুসনাদ ইলাইহি)ও বলা হয়।

خبر ঃ জুমলায়ে ইসমিয়ার দ্বিতীয় অংশ, যার মাধ্যমে মুবতাদা সম্পর্কে কোন সংবাদ দেওয়া হয়। উপরের উদাহরণে نَائِمٌ হচ্ছে খবর। কেননা তার দ্বারা নাসিম সম্পর্কে ঘুমানোর সংবাদ দেয়া হয়েছে। খবরকে مسند (মুসনাদ)ও বলা হয়।

ক্বায়েদা ঃ مبتداء ও خبر এর عامل হল عامل معنوی (আমেলে মা'নবী) তথা উহ্য আমেল, এটাই উভয়কে রফা প্রদান করে।

ক্বায়েদা ঃ মুবতাদা অধিকাংশ معرفہ হয় এবং খবর অধিকাংশ نکرہ হয়। যেমন ঃ উপরের উদাহরণে نَسِيْمٌ (যা কারো নাম) মা'রেফাহ এবং نَائِمٌ (যা তার কাজ) হলো নাকেরাহ।

চতুর্দশ সবক

حروف مشبہ بالفعل ঃ এদের সংখ্যা ছয়টি। যথা ঃ اِنَّ اَنَّ كَاَنَّ لَيْتَ لٰكِنَّ لَعَلَّ

এই হরফগুলো জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়ার উপর এসে মুবতাদাকে নিজের ইস্‌ম ও খবরকে নিজের খবর বানায়ে নেয় এবং ইসমকে 'নছব' ও খবরকে 'রফা' প্রদান করে। যেমন ঃ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ - عَلِمْتُ اَنَّ الرَّجُلَ نَائِمٌ - كَاَنَّ زَيْدًا اَسَدٌ

لَيْتَ الشَّبَابَ رَاجِعٌ - لٰكِنَّ الْاُسْتَاذَ شَفِيْقٌ - لَعَلَّ الْمُسَافِرَ قَادِمٌ

ما-لامشابہ بلیس ঃ لیس এর মত অর্থবোধক । এবং لا জুমলায়ে ইস্‌মিয়্যা খবরিয়্যার শুরুতে এসে اسم কে রফা ও خبر কে 'নছব' দেয়। যেমন ঃ مَازَيْدٌ قَائِمًا (যায়েদ দাঁড়ানো নয়) لَارَجُلٌ اَفْضَلَ مِنْكَ (তোমার চেয়ে উত্তম কোন লোক নেই)। নীচের ছন্দটি মুখস্থ করে নিবে।

ان بان کان لیت لکن لعل
ناصب اسمند ورافع در خبر ضد ما و لا

তরজমা ঃ اِنَّ-اَنَّ এর সাথে (অর্থাৎ اَنَّ ও) এবং كَاَنَّ এবং لَيْتَ এবং لٰكِنَّ এবং لَعَلَّ এই ছয়টি হরফ اسم কে نصب এবং خبر কে رفع প্রদান করে। ما ও لا এর বিপরীত অর্থাৎ এ দু'টি اسم কে رفع এবং خبر কে نصب প্রদান করে।

টিকা ঃ (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

৪. যেমন ঃ نصرالرجل نصرالرجلان نصرالرجال نصر الرجل نصرا الرجلان نصروا الرجال বা نصرتْ الرجال

لائے نفی جنس ঃ ঐ لا কে বলে যা نکرہ এর উপর প্রবেশ করে পুরো জিনস্ তথা জাতিকে না বাচক করে দেয়। এই لا টি জুমলায়ে ইসমিয়ার শুরুতে এসে اسم কে نصب এবং خبر কে رفع প্রদান করে। যেমনঃ لَا رَجُلَ قَائِمٌ (কোন পুরুষই দাঁড়ানো নেই)।

পঞ্চদশ সবক

افعال ناقصہ ঃ এদের সংখ্যা তেরটি। এগুলো জুমলায়ে ইসমিয়ার উপর প্রবেশ করে মুবতাদাকে নিজের اسم এবং খবরকে নিজের خبر বানায়ে নেয় এবং اسم কে رفع এবং خبر কে نصب প্রদান করে। এগুলো হলো এই ঃ كَانَ صَارَ اَصْبَحَ اَمْسٰى

مَازَالَ مَافَتِئَ لَيْسَ مَاانْفَكَّ مَادَامَ مَابَرِحَ بَاتَ ظَلَّ اَضْحٰى

যেমন ঃ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا (আল্লাহ্ তা'আলা খুব জানেন) صَارَ الدَّقِيْقُ خُبْزًا (আটা রুটি হয়েছে) اَصْبَحَ زَيْدٌ غَنِيًّا (যায়েদ ধনী হয়েছে) ليس بكر قائما (বকর দাঁড়ানো নয়) অবশিষ্ট উদাহরণ দ্বিতীয় খন্ডে আসবে।

নীচের ছন্দগুলো বুঝে মুখস্থ করে নিবে।

اے عاقل! سیزدہ فعلند کاینٓاں ناقصند رافع اسمند وناصب در خبر چو ماولا
کان صار اصبح امسی واضحی ظل وبات مافتی مادام ماانفک لیس باشد از قفا
مابرح مازال وافعالے کز ینہا مشتقند ہر کجا بینی ہمیں حکم ست در جملہ روا

তরজমা ঃ হে বিচক্ষণ বালক! তেরটি ফে'ল এমন আছে যে, এদেরকে আফয়ালে নাকেছাহ বলে ঃ এরা ইস্মকে 'রফা' এবং খবরকে 'নছব' প্রদানকারী (ليس এর সদৃশ) ما ও لا এর মত كَانَ (ছিল আছে) صَارَ (হয়েছে) اَصْبَحَ (সকালে হয়েছে) اَمْسٰى (সন্ধায় হয়েছে) اَضْحٰى (পূর্বাহ্নে হয়েছে) ظَلَّ (দিন ভর হয়েছে) بَاتَ (রাত ভর হয়েছে) (اَصْبَحَ থেকে بَاتَ পর্যন্ত পাঁচটি ফে'ল صَارَ এর অর্থেও ব্যবহার হয়) مَافَتِئَ (থামেনি, ভুলেনি, সর্বদা করতে ছিল) مَادَامَ (যতক্ষণ ছিল) مَاانْفَكَّ (পৃথক হয়নি) لَيْسَ (নেই) مَابَرِحَ مَازَالَ (হটেনি, সর্বদা রয়েছে) এবং ঐ সমস্ত ফে'ল যা এদের থেকে مُشْتَقّ তথা নির্গত হয় (অর্থাৎ امر ইত্যাদি) যেখানেই তুমি দেখবে এই হুকুমই সবার মাঝে বিদ্যমান থাকবে (অর্থাৎ مشتقات তথা আফয়ালে নাকেছাহ থেকে নির্গত ফে'ল সমূহেরও এই আমলই হবে)

ক্বায়েদা ঃ উল্লেখিত افعال ناقصہ থেকে যে সমস্ত ফে'ল নির্গত হয়, তাদের আমলও আফয়ালে নাকেছাহ্‌র মতই, অর্থাৎ كان এর যা আমল, يَكُوْنُ এবং كُنْ এর তাই আমল হবে।

ষোড়শ সবক

منصوبات (মানছুবাত) ঃ অর্থাৎ ঐ সকল اسم যাদের اعراب হয় نصب এরূপ اسم এর সংখ্যা হলো বারটি ঃ

(১) مفعول به (মাফউলে বিহি) (২) مفعول مطلق (মাফউলে মুতলাক) (৩) مفعول له (মাফউলে লাহু) (৪) مفعول معه (মাফউলে মায়াহু) (৫) مفعول فيه (মাফউলে ফিহ) (৬) حال (হাল) (৭) تميز (তামীয) (৮) حروف مشبه بالفعل (হরুফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল) এর اسم (৯) ما-لا مشابه بليس (মা-ও-লা মুশাব্বাহ বিলাইসা)–এর خبر (১০) لائے نفی جنس (লায়ে নফী জিন্স)-এর اسم-

(১১) افعال ناقصه (আফয়ালে নাকেছাহ)-এর خبر (১২) مستثنى (মুসতাছনা)। এদের মধ্যে চারটির (আট থেকে এগার পর্যন্ত) বর্ণনা পিছনে হয়েছে। বাকীগুলোর বিস্তারিত আলোচনা এই ঃ

مفعول به ঐ اسم কে বলে, যার উপর কর্তার ক্রিয়া পতিত হয়েছে। যেমন ঃ اَكَلَ مُحَمَّدٌ اِلْخُبْزَ (মুহাম্মাদ রুটিটি খেয়েছে) এই বাক্যে اَلْخُبْزَ টি হচ্ছে مفعول به কেননা এর উপর খাওয়ার কাজটি সংঘটিত হয়েছে।

مفعول مطلق ঃ ঐ مصدر (মাছদার), যা فعل এর পরে আসে এবং فعل এর সমার্থবোধক হয়। যেমনঃ نَصَرْتُ نَصْرًا (আমি খুব সাহায্য করেছি) এতে نَصْرًا টি مفعول مطلق হয়েছে।

ক্বায়েদা ঃ মাফ'উলে মুত্‌লাক তিনটি উদ্দেশ্যের জন্য আসে ঃ

(১) فعل এর تاكيد (তাকীদ)-এর জন্য। যেমন ঃ نَصَرْتُ نَصْرًا (আমি খুব সাহায্য করেছি।)।

(২) কাজের রূপ বা গুণ বর্ণনা করার জন্য। যেমন ঃ جَلَسْتُ جِلْسَةَ الْعَالِمِ (আমি আলেমের বসার অনুরূপ বসেছি)।

(৪) কাজের সংখ্যা বর্ণনা করার জন্য। যেমন ঃ جَلَسْتُ جَلْسَةً (আমি একবার বসেছি)।

সপ্তদশ সবক

مفعول له ঃ ঐ اسم যার কারণে কোন একটি কাজ করা হয়েছে। যেমন ঃ ضَرَبْتُهٗ تَادِيْبًا[১] (আমি তাকে সালীক্বাহ তথা স্বকীয় নিয়ম পদ্ধতি শিখানোর জন্য মেরেছি) এই বাক্যে تَادِيْبًا হচ্ছে মাফউলে লাহু, কেননা তা فعل (মারা) এর উদ্দেশ্য।

টিকা ঃ

১. تاديبا এর তরজমা "শাস্তি দেওয়ার জন্য"ও হতে পারে।

مفعول معه ঃ ঐ اسم যা مع (মা'আ) তথা 'সাথে' এর অর্থ বোধক واؤ এর পরে আসে। যেমন ঃ جَاءَ قَاسِمٌ وَالْكِتَابَ[১] (কাশেম কিতাবের সাথে এসেছে) অর্থাৎ কিতাব সহ এসেছে।

مفعول فيه ঃ ঐ اسم যা ঐ কাল বা ঐ স্থানের প্রতি ইঙ্গিত করে, যাতে কোন একটি কাজ সংঘটিত হয়েছে। যেমন ঃ صُمْتُ شَهْرًا (আমি এক মাস রোযা রেখেছি)। جَلَسْتُ خَلْفَكَ (আমি তোমার পিছনে বসেছি)।

مفعول فيه কে ظرف (যর্‌ফ)ও বলা হয়। ظرف দুই প্রকার ঃ ظرف زمان (যরফে যমান) ظرف مكان (যরফে মকান)।

ظرف زمان ঐ اسم যা কালের প্রতি ইঙ্গিত করে। যেমন ঃ دَهْرًا حِيْنًا يَوْمًا لَيْلًا شَهْرًا سَنَةً

ظرف مكان ঐ اسم যা স্থানের প্রতি ইঙ্গিত করে। যেমন ঃ خَلْفَ أَمَامَ دَارَ مَسْجِدَ

ফায়েদা ঃ কোন কবি উল্লেখিত পাঁচটি মাফ'উলকে একটি পংক্তির মাঝে একত্র করেছেন। পংক্তি ঃ

حَمِدْتُ حَمْدًا حَامِدًا وَحَمِيْدًا رِعَايَةَ شُكْرِهِ دَهْرًا مَدِيْدًا[২]

তরজমা ঃ আমি হামিদের সঙ্গে হামেদের খুব প্রশংসা করেছি, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের লক্ষ্যে এক সুদীর্ঘকাল ব্যাপী।

অষ্টাদশ সবক

حال ঐ اسم যা فاعل এর অথবা مفعول به এর অথবা এক সঙ্গে উভয়ের صورت حال[৩] (ছুরতে হাল) বর্ণনা করে। যেমন ঃ جَاءَ سَلِيْمٌ رَاكِبًا نَصَرْتُ زَيْدًا مَشْدُوْدًا لَقِيْتُ زَيْدًا رَاكِبَيْنِ আর ফায়েল ও মাফ'উল, অর্থাৎ যার অবস্থা বর্ণনা করা হয়, তাকে বলে ذوالحال (যুলহাল)।

ক্বায়েদা ঃ ذوالحال অধিকাংশ معرفه হয় এবং حال অধিকাংশ نكره এবং مفرد হয়।

ক্বায়েদা ঃ ذوالحال যদি কখনো نكره হয়, তবে حال কে مقدم (মুকাদ্দাম) তথা আগে আনা واجب (ওয়াজিব)। যেমন ঃ لَقِيْتُ رَاكِبًا رَجُلًا-

ক্বায়েদা ঃ حال কখনো জুমলায়ে ইসমিয়াহ এবং কখনো জুমলায়ে ফে'লিয়াহ হয়ে থাকে। যেমন ঃ لَقِيْتُ حَمِيْدًا وَهُوَ جَالِسٌ (আমি হামিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি এমতাবস্থায় যে, সে বসা ছিল) جَاءَ يَحْيٰى يَسْعٰى (ইয়াহইয়া দৌড়ে এসেছে)।

টিকা ঃ

১. তারকীব ঃ جاء ফে'ল قاسم ফায়েল و হরফ مع এর অর্থের الكتاب মাফউলে মায়াহু।

২. حمدا মাফউলে মুতলাক حامدا মাফউলে বিহ و হরফ مع এর অর্থে حميدا মাফউলে মায়াহু رعاية شكره মুরাক্কাবে ইযাফী মাফউলে লাহু دهرا مديدا মুরাক্কাবে তাওছিফী মাফউলে ফিহ।

৩. অর্থাৎ যে সময় কাজটি হয়েছে ঐ সময় ফায়েলের অথবা মাফ'উলে বিহির অথবা উভয়ের ছূরতেহাল তথা তাৎক্ষণিক আকৃতি কি ছিল? যেমন দাঁড়ানো ছিল, বসা ছিল,আরোহিত ছিল,পদাতিক ছিল ইত্যাদি।

উনবিংশ সবক

تميز ঃ ঐ اسم কে বলে, যা কোন অস্পষ্ট বিষয়ের অস্পষ্টতাকে দূর করে। যেমনঃ[১] رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا (আমি দেখেছি এগারটি নক্ষত্র)। এই বাক্যে كَوْكَبًا শব্দটি হচ্ছে তামীয, যা اَحَدَعَشَرَ এর অস্পষ্টতাকে দূর করে। আর تميز যে اسم এর ইবহামকে দূর করে, তাকে বলে مميز (মুমাইয়্যায)।

ক্বায়েদা ঃ তামীয عدد (সংখ্যা) وزن (ওযন) پيمانه (পরিমাণ) پيمائش (পরিমাপ) এর অস্পষ্টতাকে দূর করে। যেমনঃ رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا (আমি এগারটি নক্ষত্র দেখেছি)। اِشْتَرَيْتُ كِيْلُوْ سَمْنًا (আমি এক কিলোগ্রাম ঘি ক্রয় করেছি)। بِعْتُ قَفِيْزَيْنِ بُرًّا (আমি দুই ক্বফীয[২] গম বিক্রয় করেছি)। وَهَبْتُ جَرِيْبَيْنِ اَرْضًا (আমি দু' বিঘা জমি দান করেছি)।

مستثنى ঃ ঐ اسم কে বলে, যাকে ماقبل (মাক্বাবেল) তথা পূর্বের হুকুম থেকে حرف استثناء[৩] (হরফে ইস্তেছনা)-এর মাধ্যমে বের করে দেয়া হয়েছে। যেমনঃ جَاءَنِى الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا (আমার নিকট সম্পদায়টি এসেছে যায়েদ ব্যতীত)।

কয়েকটি হরফে ইস্তেনা এই ঃ اِلَّا غَيْرَ سِوٰى -

মুস্তাছনা দুই প্রকার ঃ متصل (মুত্তাছিল) ও منقطع (মুনকাতি')।

مستثنى متصل ঐ মুস্তাছনা, যা مستثنى منه (মুস্তাছনা মিনহু)-এর শ্রেণীভুক্ত হয়। যেমনঃ جائنى القوم الازيدا[৪] এতে যায়েদ সম্প্রদায়ের শ্রেণীভুক্ত।

مستثنى منقطع ঃ ঐ মুস্তাছনা, যা মুস্তাছনা মিনহুর শ্রেণীভুক্ত নয়। যেমনঃ جائنى القوم الا حمارا (আমার নিকট সম্প্রদায়টি এসেছে গাধা ব্যতীত)। এই বাক্যে গাধা সম্প্রদায়ের শ্রেণীভুক্ত নয়।

টিকা ঃ

১. احد عشر মুমাইয়্যায, كوكبا তামীয, মুমাইয়্যায ও তমীয মিলে رأيت এর মাফউলে বিহ।

২. ক্বফীযঃ পনের মনের সমান ওযন বিশিষ্ট পরিমাপ (আল-কাউছার অভিধান)।

৩. استثناء মাছদার যার অর্থ হচ্ছে পূর্ববর্তী হুকুম থেকে বের করা। مستثنى ইসমে মাফউল, অর্থাৎ পূর্ববর্তী হুকুম থেকে বহির্ভূত, যাকে বের করা হয়েছে। مستثنى منه ঐ পূর্ববর্তী শব্দ যার থেকে কোন বিষয় বস্তুকে বের করা হয়েছে। আর حرف استثناء হচ্ছে বেরকারী হরফ, যাদের মাধ্যমে বের করা হয়। কিতাবের উদাহরণে القوم মুস্তাছনা মিনহু زيدا মুস্তছানা اِلَّا হরফে ইস্তেছনা এবং যায়েদকে আসার হুকুম থেকে বের করা হচ্ছে ইস্তেছনা।

৪ তারকীব ঃ جاء ফে'ল ن (একে নুনে বেক্বায়াহ বলে; ফে'ল ও যমীরে মানছুবে মুত্তাছিল ওয়াহেদে মুতাকাল্লেম ى এর মাঝে লওয়া হয়। এর অর্থ সংরক্ষণ করা) ى যমীর-ওয়াহেদ মুতাকাল্লীম মাফউলে বিহ। القوم মুস্তাছনা মিনহু اِلَّا হরফে ইস্তেছনা زيدا মুস্তাছনা। এখন মুস্তাছনা মিনহু ও মুস্তাছনা মিলে جاء ফে'ল এর ফায়েল।

বিংশ সবক

مجرورات (মাজরুরাত) তথা ঐ সমস্ত ইস্‌ম, যার ই'রাব হয় جر (জর)। এই ইস্‌ম দুই প্রকার ঃ مضاف اليه (মুযফ ইলাইহি) ও مجرور بحرف جر (মাজরুর বা হরফে জর) অর্থাৎ ঐ ইস্‌ম, যার উপর হরফে জার আসার কারণে جر চিহ্ন হয়।

مضاف اليه[১] (মুযাফ ইলাইহি) ঃ ঐ اسم কে বলে, যার দিকে কোন বিষয়-বস্তুকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। যেমন ঃ قَلَمُ مُحَمَّدٍ (মুহাম্মদের কলম)। এই বাক্যে মুহাম্মদের দিকে কলমকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। তাই মুহাম্মদ হচ্ছে মুযাফ ইলাইহি, কলম হচ্ছে মুযাফ।

ক্বায়েদা ঃ আরবী ভাষার মুযাফ প্রথমে আসে এবং মুযাফ ইলাইহি পরে আসে, আর উর্দূতে তার উল্টা আসে। (বাংলাও উর্দূর মতই)।

ক্বায়েদাঃ মুযাফের উপর ال এবং تنوين (তানবীন) আসে না ।

ক্বায়েদা ঃ মুযাফ ইলাইহি সর্বদা মাজরুর (জরচিহ্ন বিশিষ্ট) হয় এবং মুযাফের হরকত (স্বরচিহ্ন) عامل এর পরিবর্তনে পরিবর্তন হতে থাকে।

مجرور بحرف جر ঃ ঐ اسم যার উপর হরফে জার প্রবেশ করার কারণে জর চিহ্ন হয়। হরফে জর সতেরটি, যা একটি ছন্দে একত্র করা হয়েছে। পংক্তিঃ

باؤ تاؤ كاف ولام وواؤ ومنذ ومذ خلا
رب حاشا من عدا فى عن على حتى الى

যেমন ঃ مَرَرْتُ بِالْمَسْجِدِ (আমি মসজিদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছি)। تَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ (আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অবশ্যই তোমাদের মুর্তিদের ব্যাপারে চক্রান্ত করব) زَيْدٌ كَالْاَسَدِ (যায়েদ সিংহের মত) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য)। وَاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا (আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই এরূপ করব) سِرْتُ مِنَ الْهِنْدِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ (আমি হিন্দুস্তান হতে মদীনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি)। هُوَ فِى الْبَيْتِ (সে ঘরে) سَاَلْتُهُ عَنِ الْاَمْرِ [আমি তাকে (অমূক) বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি]।

(অবশিষ্ট উদাহরণসমূহ দ্বিতীয় খন্ডে আসবে)।

টিকা ঃ

১. اضافة (বাবে ইফয়াল) থেকে মুযাফ-ইসমে মাফউল, যার অর্থ সম্পর্ককৃত, যাকে সম্পর্কিত করা হয়েছে।আর মুযাফ ইলাইহি অর্থ ঐ ইস্‌ম, যার দিকে কোন বিষয়কে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

একবিংশ সবক

توابع পাঁচটি ঃ صفت (ছিফত) تاكيد (তাকীদ) بدل (বদল) عطف بحرف (আত্বফ বা হরফ) এবং عطف بيان (আত্বফে বয়ান)।

تابع ঃ ঐ দ্বিতীয় اسم যার উপর ঐ ই'রাবই আসে, যা প্রথম ইস্‌মের উপর আসে এবং ই'রাবের কারণ ও এক হয়। যেমন ঃ لَقِيْتُ رَجُلًا عَالِمًا (আমি এক আলেম ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেছি)। এই বাক্যে عَالِمًا দ্বিতীয় ইস্‌ম এর উপর ঐ ই'রাবই এসেছে, যা رَجُلًا এর উপর এসেছে এবং ই'বাবের কারণও এক যে, رَجُلًا عَالِمًا মুরাক্কাবে তাওছিফী–মাফউলে বিহ। এজন্য عَالِمًا কে تابع (তাবে') এবং رَجُلًا কে متبوع (মাতবু') বলা হয়[১]।

(১) صفت ঐ তাবে'কে বলে, যা স্বীয় মাতবু'য়ের ভাল-মন্দ অবস্থা বর্ণনা করে। যেমনঃ لَقِيْتُ رَجُلًا عَالِمًا (আমি আলেম ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেছি)।

قَابَلْتُ رَجُلًا لَئِيْمًا (আমি এক কমজাত-নিকৃষ্ট ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেছি)। এই ছূরতে মাতবু'কে موصوف (মাউছূফ) এবং তাবে'কে صفت (ছিফত) বলে।

(২) تاكيد ঐ দ্বিতীয় ইস্‌ম যা প্রথম ইস্‌মকে মযবুত করে, যাতে শ্রোতার কোন সন্দেহ বাকী না থাকে। তাকীদ দুই প্রকার ঃ تاكيد لفظى (তকীদে লফযী) تاكيد معنوى (তাকীদে মা'নবী)।

تاكيد لفظى ঃ তা হচ্ছে প্রথম শব্দকেই পুনরায় উল্লেখ করা। যেমনঃ جَاءَ فَرِيْدٌ فَرِيْدٌ (ফরিদই এসেছে)।

تاكيد معنوى ঃ তা হচ্ছে যা কয়েকটি বিশেষ শব্দের মাধ্যমে লওয়া হয়। শব্দগুলো হচ্ছে এই ঃ كُلّ اَجْمَعُ كِلَا كِلْتَا نَفْسٌ عَيْنٌ ইত্যাদি।

যেমন ঃ فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ (সুতরাং সমস্ত ফেরেশতাই সিজদা করেছে) এই বাক্যে كُلّ ও اَجْمَعُ উভয়টির উদাহরণ রয়েছে।

جَاءَ الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا (উভয় ব্যক্তিই এসেছে) جَاءَتِ الْمَرْأَتَانِ كِلْتَاهُمَا (উভয় মহিলাই এসেছে।) جَاءَ كَمَالٌ نَفْسُهٗ/عَيْنُهٗ (কামাল স্বয়ং এসেছে) এখানে نَفْسُهٗ এর স্থানে عَيْنُهٗ রাখলে দ্বিতীয় উদাহরণ হয়ে যাবে)।

টিকা

১. এর বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এই যে, কখনো এরূপ হয় যে বাক্যে দু'টি ইস্‌ম এক স্থানে জমা হয়ে যায়। সুতরাং যদি দ্বিতীয় ইস্‌মের ই'রাব ও তাই হয় যা প্রথম ইস্‌মে হয়েছে এবং ই'রাবের দিক বা কারণও এক হয়, অর্থাৎ যদি প্রথম ইস্‌মে মাফউলে বিহ হওয়ার কারণে মানছুব হয়। তবে এই দ্বিতীয় ইস্‌ম ও ঐ কারণেই মানছুব হয়, তখন প্রথম ইস্‌ম কে মাতবু' এবং দ্বিতীয় ইস্‌মকে তাবে' বলে এবং তাবে' পাঁচ ধরনের হয়। আর যদি এক ইস্‌ম মানছুব হয় "মাফউলে বিহ" হওয়ার কারণে এবং দ্বিতীয়টি মানছুব হয় "হাল" হওয়ার কারণে তবে এদেরকে তাবে' মাতবু' বলা হবে না, কেননা ই'রাবের দিক বা কারণ এক থাকেনি।

দ্বাবিংশ সবক

(৩) بدل ঐ দ্বিতীয় اسم -যা মূলতঃ উদ্দেশ্য হয়, প্রথম اسم উদ্দেশ্য হয় না, প্রথম اسم কে مبدل منه (মুবদাল মিনহু) এবং দ্বিতীয় اسم কে بدل (বদল) বলে। যেমন ঃ سُلِبَ زَيْدٌ[১] ثَوْبُهٗ (যায়েদের কাপড় ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে) এই বাক্যে ثَوْبُهٗ হচ্ছে বদল। কেননা কাপড়ই ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

(৪) عطف بحرف ঐ দ্বিতীয় ইস্‌ম, যা حرف عطف (হরফে আত্‌ফ) এর পরে আসে এবং প্রথম ইস্‌মের সাথে হুকুমের মাঝে শরীক হয়। প্রথম ইস্‌মকে معطوف عليه (মা'তুফ আলাইহি) এবং দ্বিয়তী ইস্‌মকে معطوف (মা'তুফ) বলে। যেমন ঃ جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو (যায়েদ ও আমর এসেছে)।

حرف عطف (হরফে আত্‌ফ) দশটি ঃ وَاوْ فَ ثُمَّ حَتّٰى اِمَّا اَوْ اَمْ لَا بَلْ لٰكِنْ (নুন সাকিন)

(৫) عطف بيان (আতফে বয়ান) ঃ ঐ দ্বিতীয় اسم -যা ছিফত (গুণ) না হয়ে প্রথম اسم কে সুস্পষ্ট করে দেয়। যেমন ঃ قَالَ اَبُوْ حَفْصٍ[২] عُمَرُ (আবু হাফ্‌ছ অর্থাৎ হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন) আবু হাফছ তাঁর উপনাম: কিন্তু তাঁর (আসল) নাম বেশী প্রসিদ্ধ, তাই একে আত্‌ফে বয়ান হিসেবে লওয়া হয়েছে।

ত্রয়োবিংশ সবক

ইস্‌মে মু'রাবের ই'রাব[৩] কখনো হরকত[৪] তথা যের, যবর, পেশ দ্বারা হয়। কখনো হরফ তথা الف واو ى (আলিফ, ওয়াও, ইয়া,) দ্বারা হয়। অতঃপর ই'রাব কখনো لفظى (লফযী বা প্রকাশ্য হয়) কখনো تقديرى (তাকদিরী বা গোপন) হয়, অর্থাৎ শব্দের মধ্যে প্রকাশ হয় না। শুধু মেনে নেয়া হয়।

ইস্‌মে মু'রাবের[৫] ই'রাবের নয়টি ছুরত ঃ

টিকা

১. এই বাক্যে زيد যা প্রথম ইস্‌ম তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়নি বরং দ্বিতীয় ইস্‌ম (তার কাপড়) ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং প্রথম ইস্‌ম مبدل منه এবং দ্বিতীয় ইস্‌ম হচ্ছে بدل এবং উভয়ে মিলে নায়েবে ফায়েল হয়েছে।

২. ابو حفص মুরাক্কাবে ইযাফী-মাতবু' عمر হচ্ছে আতফে বয়ান তাবে, মাতবু'ও তাবে' মিলে قال এর ফায়েল।

৩. মু'রাবের ই'রাব সাধারণত চার প্রকার ঃ رفع نصب جر ও جزم এদের মধ্যে رفع ও نصب ইস্‌মে মু'রাব ও ফে'লে মু'রাবের জন্য, আর جر শুধু ইস্‌মে মু'রাবের জন্য এবং جزم শুধু ফে'লে মু'রাবের জন্য আসে। (ফে'লে মু'রাবের কথা পরে আসবে)। আর رفع বলা হয় اسم টি فاعل বা ملحق بالفاعل (মুলহাক্ব বিল ফায়েল) তথা মারফুয়াতের বাকী সাত প্রকার হওয়ার চিহ্নকে। এই চিহ্ন মোট পাঁচটি। যথাঃ الف واو تقديرى واو لفظى ضمه تقديرى ضمه لفظى -আর نصب বলা হয় اسم এর مفعول বা ملحق بالمفعول তথা মানছূবাতের বাকী এগার প্রকার হওয়ার চিহ্নকে। এই চিহ্ন ছয়টি। যথাঃ فتحه لفظى فتحه تقديرى فتحه كسره الف ياء ما قبل مفتوح ياء ما قبل مكسور আর جر বলা হয় اسم এর مضاف اليه হওয়ার চিহ্নকে। এই চিহ্ন পাঁচটি। যথাঃ كسره لفظى كسره تقديرى فتحه ياء ما قبل مفتوح ياء ما قبل مكسور (দরসে নাহু)

(পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রঃ)

(১) مفرد منصرف صحیح[৬] (মুফরাদ মুনছারেফ ছহীহ) অর্থাৎ একবচনীয় ইস্‌ম, যা মুনছারেফ হয় এবং এমন ইস্‌ম হয়, যার শেষে حرف علت (হরফে ইল্লত) না হয়। নাহুবীদগণের নিকট একে ছহীহ বলে। যেমন ঃ زَيْدٌ - وَعْدٌ - رَجُلٌ -

ماند صحیح ঃ ঐ اسم। যার শেষে واؤ অথবা یاء হয় এমতাবস্থায় যে, তার পূর্বের হরফ সাকিন হয়। এর অন্য নাম جاری مجری صحیح যেমন ঃ عُضْوٌ - ظَبْيٌ - دَلْوٌ -

جمع مکسر منصرف ঃ ঐ اسم। যা জমা' হয়েছে ওয়াহেদের ওযন বদলে গিয়ে এবং মুনছারেফ হবে। যেমন ঃ كِلَابٌ - رِجَالٌ

উপরোক্ত তিন ধরনের ইস্‌মের ই'রাব হবে حالت رفعی তে পেশ দ্বারা, حالت نصبی তে যবর দ্বারা এবং حالت جری তে যের দ্বারা। যেমন ঃ প্রথমটির উদাহরণ ঃ هٰذَا زَيْدٌ - رَأَيْتُ زَيْدًا - مَرَرْتُ بِزَيْدٍ দ্বিতীয়টির উদাহরণ ঃ هٰذَا دَلْوٌ - اِشْتَرَيْتُ دَلْوًا - سَقَيْتُ بِدَلْوٍ তৃতীয়টির উদাহরণ ঃ هٰؤُلَاءِ رِجَالٌ - رَأَيْتُ رِجَالًا - مَرَرْتُ بِرِجَالٍ -

(২) تثنیہ (দ্বিবচন) যেমন ঃ رَجُلَانِ এবং مشابہ تثنیہ لفظا (বাহ্যিকভাবে দ্বিচনের সাদৃশ্য) যেমন ঃ اِثْنَانِ ও اِثْنَتَانِ এবং مشابہ تثنیہ معنی (অর্থের দিক থেকে দ্বিবচনের সাদৃশ্য) যেমন ঃ كِلَا ও كِلْتَا (এ দু'টি যখন যমীরের[৭] প্রতি মুযাফ হবে) এই তিন প্রকার তাছনিয়ার ই'রাব হবে হরফের দ্বারা অর্থাৎ رفع হবে الف দ্বারা এবং نصب ও جر হবে یا ماقبل مفتوح (ইয়া-মাকাবেলে মাফতুহ) অর্থাৎ ইয়া ও তার পূর্বের হরফে ফাতাহ বা যবর দ্বারা হবে। যেমন ঃ

جَاءَ رَجُلَانِ / اِثْنَانِ / كِلَاهُمَا - رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ / اِثْنَيْنِ / كِلَيْهِمَا - مَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ / بِاثْنَيْنِ / بِكِلَيْهِمَا -

---

টিকা (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

৪. হরকত দ্বারা তানবীন ও হরকত উভয়ই উদ্দেশ্য। ইস্‌মে মু'রাবের ই'রাব অধিকাংশ তানবীন তথা দুই যবর দুই যের ও দুই পেশ দ্বারা হয়। গাইরে মুনছারিফ, মুনাদায়ে মুফরাদ এক বচন ও মুযাফ ইত্যাদিতে তানবীন হয় না। বরং এক যবর, এক পেশ, এক যের হয়। কিন্তু সবগুলোকে একত্রে হরকত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়।

৫. ইস্‌মে মু'রাবের ই'রাবের এই নয় ছূরত খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভালভাবে ইয়াদ করাতে হবে এবং অন্য কিতাবে এর চর্চা করাবে। এর দ্বারা আরবী ইবারত পড়ার যোগ্যতা সৃষ্টি হবে।

৬. মুফরাদের বর্ণনা চতুর্থ সবকে, মুনছারেফের বর্ণনা একাদশ সবকে এবং জমা' মুকাসসারের বর্ণনা চতুর্থ সবকে হয়েছে।

৭. যখন کلا ও کلتا ইস্‌মে যাহের অর্থাৎ যমীর ছাড়া অন্য ইস্‌মের প্রতি মুযাফ হয়, তখন ই'রাব হয় হরকত দ্বারা, তবে হরকত তাকদিরী তথা উহ্য হয়। যেমনঃ جاءنی کلا الرجلین رأیت کلا الرجلین مررت بکلا الرجلین

চতুর্বিংশ সবক

(৩) جمع مذکر سالم (এর বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে) যেমন ঃ مُسْلِمُوْنَ এবং مشابہ جمع لفظا তথা বাহ্যিকভাবে জমা'র সাদৃশ্য। যেমন ঃ عِشْرُوْنَ থেকে تِسْعُوْنَ পর্যন্ত এবং مشابہ جمع معنی তথা অর্থগতভাবে জমা'র সাদৃশ্য। যেমন ঃ اُولُوْ[১]-

এই তিন প্রকার اسم এর ই'রাব হবে হরফ দ্বারা অর্থাৎ রফা' হবে واو مقابل مضموم (ওয়াও মাকাবেলে মায্মুম) অর্থাৎ واو দ্বারা, যার পূর্বের হরফে পেশ হবে। একে واو لفظی বলে। আর নছব ও জর হবে یا مقابل مکسور (ইয়া মাকাবেলে মাকসুর) তথা یاء দ্বারা, যার পূর্বের হরফে যের হবে। যেমন ঃ جَاءَ مُسْلِمُوْنَ / عِشْرُوْنَ / اُولُوْ مَالٍ رَأَيْتُ مُسْلِمِيْنَ / عِشْرِيْنَ / اُولِىْ مَالٍ مَرَرْتُ بِمُسْلِمِيْنَ / بِعِشْرِيْنَ / بِاُولِىْ مَالٍ -

(৪) جمع مؤنث سالم (এর বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে) এই প্রকার اسم এর ই'রাব হবে হরকত দ্বারা অর্থাৎ رفع হবে 'পেশ' দ্বারা, نصب ও جر হবে 'যের' দ্বারা। যেমন ঃ جَاءَتْنِىْ مُسْلِمَاتٌ - رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ مَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ -

(৫) غیر منصرف (এর আলোচনা পূর্বে হয়েছে) ঃ এই প্রকার اسم এর ই'রাব হবে حالت رفعی তে পেশ দ্বারা এবং حالت نصبی ও حالت جری তে 'যবর' দ্বারা।
যেমন ঃ جَاءَ عُمَرُ - رَأَيْتُ عُمَرَ - مَرَرْتُ بِعُمَرَ -

(৬) اسماء ستہ مکبرہ (আসমায়ে সিত্তায়ে মুকাব্বারাহ)ঃ অর্থাৎ-ছয়টি বড় ইস্‌ম যথা ঃ اَبٌ اَخٌ حَمٌ هَنٌ فَمٌ[৩] ذُوْ যখন এই ছয়টি ইস্‌ম ی متکلم (ইয়া-মুতাকাল্লিম), যার অর্থ হচ্ছে আমার। একে ব্যতীত অন্য কোন কালিমার দিকে মুযাফ হবে, তখন তার ই'রাব হবে[৪] হরফ তথা رفع হবে واو لفظی দ্বারা نصب হবে الف দ্বারা جر হবে یا مقابل مکسور দ্বারা। যেমন ঃ هٰذَا اَبُوْكَ - رَأَيْتُ اَبَاكَ - مَرَرْتُ بِاَبِيْكَ অনুরূপভাবে বাকী গুলোর উদাহরণ বুঝে নিতে হবে।

টিকা

১. اولو হচ্ছে ذو এর জমা' যার অর্থ হচ্ছে মালিক অধিপতি, যেমন ঃ اولو الالباب (জ্ঞানীগণ, অর্থাৎ জ্ঞানের মালিক)।

২. এগুলো কখনো, مصغر (মুছাগগারাহ) বা ক্ষুদ্রতাবাচক হয় না। অর্থাৎ فعیل এর ওযনে আসে না, তাই মুকাব্বারাহ বলা হয় আর উল্লেখিত ই'রাব হওয়ার জন্য ইস্‌মগুলো একবচনীয় হতে হবে এবং মুযাফ হতে হবে দ্বিবচন বা বহুবচন হলে বা মুযাফ না হলে তাদের নিজস্ব ই'রাব হবে, এই ইরাব নয়।

৩. فم এর মাঝে উল্লেখিত ই'রাব হওয়ার জন্য শর্ত হলো ইযাফতের সময় م (মিম)কে বিলুপ্ত করে দেওয়া।

৪. এগুলো যদি মুযাফ না হয়, তবে ই'রাব হবে হরকত দ্বারা প্রথম প্রকারের ন্যায়। আর যদি ی متکلم এর দিকে মুযাফ হয়, তবে ই'রাব হবে তাক্বদিরী সপ্তম প্রকারের ন্যায়।

পঞ্চবিংশ সবক[1]

(৭) اسم مقصور (ইস্‌মে মাকছুর) ঃ ঐ اسم যার শেষে الف مقصورہ (আলিফে মাকছুরাহ) তথা খাট আলিফ হয়, যাকে বেশী টেনে পড়া হয় না।
যেমন ঃ مُوْسٰى عِيْسٰى يَحْيٰى এই প্রকার ইস্‌ম এবং জমা' মুযাক্কারে সালেম ব্যতীত অন্য যে কোন ইস্‌মে যাহের ى متكلم এর দিকে মুযাফ হলে, তার ই'রাব হবে تقديرى তথা উহ্য যের যবর ও পেশ দ্বারা। যা বাক্যে প্রকাশ পাবে না। যেমন ঃ جَاءَ مُوْسٰى/غُلَامِيْ- رَأَيْتُ مُوْسٰى/غُلَامِيْ- مَرَرْتُ بِمُوْسٰى/بِغُلَامِيْ

(৮) اسم منقوص (ইস্‌মে মানকুছ) ঃ ঐ اسم কে বলে, যার শেষ অক্ষর হয় ياء এবং তার পূর্বের হরফে كسره তথা যের হয়। যেমন ঃ قَاضِى رَاضِى -
এরূপ ইস্‌মের ই'রাব حالت رفعى ও حالت جرى তে হয় তাক্বদিরী পেশ ও যের দ্বারা, অর্থাৎ অপ্রকাশ্য হরকত দ্বারা এবং حالت نصبى তে ই'রাব হয় فتحہ لفظى তথা প্রকাশ্য যবর দ্বারা। যেমন ঃ جَاءَ الْقَاضِىْ-رَأَيْتُ الْقَاضِىَ-مَرَرْتُ بِالْقَاضِىْ

(৯) جمع مذكر سالم (জমা' মুযাক্কারে সালেম) এর বর্ণনা পূর্বে হয়েছে। এই প্রকার ইস্‌ম যখন ى متكلم এর দিকে মুযাফ হবে, তখন ই'রাব হবে রফা'-এর অবস্থায় واو تقديرى তথা উহ্য واو দ্বারা এবং নছব ও জরের অবস্থায় يا ما قبل مكسور দ্বারা।
যেমন ঃ هٰؤُلَاءِ مُسْلِمِىَّ[2]-رَأَيْتُ مُسْلِمِىَّ-مَرَرْتُ بِمُسْلِمِىَّ[3]

ষষ্টবিংশ সবক

প্রত্যেক فعل (ফে'ল) عامل হয় এবং عمل এর দৃষ্টিকোণ্ থেকে فعل দুই প্রকার ঃ معروف (মা'রূফ) ও مجهول (মাজহুল)।
فعل معروف ঐ فعل কে বলে, যার فاعل (ফায়েল) বা কর্তা জানা থাকে। যেমন ঃ أَكَلَ خَالِدٌ (খালেদ আহার করেছে)।
فعل مجهول ঐ فعل কে বলে, যার فاعل জানা নেই। যেমনঃ أُكِلَ الْخُبْزُ (রুটিটি ভক্ষণ করা হয়েছে)।

টিকা

১. এই সবক খুব সংক্ষিপ্ত, তাই পিছনের দু'সবক মিলায়ে শুনা হবে, যাতে ভালভাবে ইয়াদ হয়ে যায়।

২. مسلمى এর আসল রূপ ছিল حالت رفعى তে مسلمون ى প্রথমে ইযাফতের কারণে জমা'র নুন বিলুপ্ত হয়ে গেছে, ফলে مسلموى হয়েছে, অতঃপর مرمى এর ক্বায়েদায় واو কে ى দ্বারা পরিবর্তন করে একটিকে অপরটিতে ইদগাম করা হয়েছে এবং ى এর সম্পর্কের ভিত্তিতে م এর পেশ কে 'যের' দ্বারা পরিবর্তন করে مسلمى করা হয়েছে।

৩. حالت نصبى ও حالت جرى তে مسلمى এর আসল রূপ ছিল مسلمين ى ইযাফতের কারণে নুনকে বিলুপ্ত করে ى কে ى এর মাঝে ইদগাম করে مسلمى করা হয়েছে।

অতঃপর ফে'লে মা'রূফ দুই প্রকার لازم (লাযেম) ও متعدی (মুতায়াদ্দী)।

فعل لازم ঐ فعل কে বলে, যা فاعل এর দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়, مفعول এর প্রয়োজন হয় না। যেমন ঃ جَلَسَ جَمِيْلٌ (জামীল বসেছে)।

فعل متعدی ঐ فعل কে বলে, যা فاعل এর দ্বারা পূর্ণ হয় না, বরং مفعول এরও প্রয়োজন হয়। যেমন ঃ نَصَرَ الْاُسْتَاذُ التِّلْمِيْذَ (উস্তায ছাত্রকে সাহায্য করেছে)।

ক্বায়েদা ঃ ফে'লে মা'রূফ, চাই লাযেম হোক বা মুতায়দ্দী, ফায়েল কে رفع দিবে। যেমন ঃ قَامَ زَيْدٌ - سَلَّمَ زَيْدٌ بَكْرًا

ক্বায়েদাঃ ফে'লে মা'রূফ মুতায়াদ্দী সাত ইস্‌মকে নছব দেয়। যথা পাঁচ মাফ'উল এবং হাল ও তামীয। আর ফে'লে মা'রূফ লাযেমটি মাফউলে বিহ ছাড়া বাকী ছয়টিকে নছব দেয়।

ক্বায়েদা ঃ ফে'লে মাজহুলটি ফায়েলের স্থলে মাফউলে বিহিকে 'রফা' দেয় এবং বাকী মাফ'উলগুলিকে নছব দেয়।

যেমন ঃ نُصِحَ زَيْدٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ اَمَامَ الْاَمِيْرِ نَصِيْحَةً طَوِيْلَةً فِىْ دَارِهٖ تَعْلِيْمًا[1] (যায়েদকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, জুমা'র দিন, আমীরের সামনে, লম্বা উপদেশ, এমতাবস্থায় যে, সে ঘরে ছিল, শিক্ষা মূলক।)

সপ্তবিংশ সবক

পাঁচটি ইস্‌মও فعل এর মত আমল করে আর্থাৎ ই'রাব দেয়। ইস্‌মগুলো হচ্ছে এইঃ مصدر (মাছদার) اسم فاعل (ইম্‌মে ফায়েল) اسم مفعول (ইস্‌মে মাফউল) صفت مشبہ (ছিফতে মুশাব্বাহ) اسم تفضيل (ইস্‌মে তাফযীল)।

(১) مصدر ঐ اسم কে বলে, যার থেকে সমস্ত ফে'ল নির্গত হয়। তা স্বীয় ফে'লের মতই আমল করে অর্থাৎ যদি তার থেকে নির্গত ফে'লটি লাযেম হয়, তবে মাছদার শুধু ফায়েলকে رفع দিবে। আর যদি ফে'লটি মুতায়াদ্দী হয়, তবে মাছদারটি ফায়েলকে رفع এবং মাফউলকে نصب দিবে, তবে মাছদার অধিকাংশ সময় স্বীয় প্রথম মা'মুল তথা ফায়েলের দিকে মুযাফ হয়ে ব্যবহার হয়।

যেমন ঃ اَعْجَبَنِىْ قِرَائَةُ زَيْدٍ[2] (যায়েদের পড়া আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে।)

টিকা

১. زيد নায়েবে ফায়েল, يوم الجمعة মাফ'উলে ফিহ-যরফে যমান, امام الامير মাফউলে ফিহ-যরফে মকান نصيحة طويلة মাফউলে মুতলাক (মওছূফ ছিফত মিলে) فى داره হাল كاتا উহ্য শিব্‌হে ফে'ল এর সাথে মিলে এবং تعليما হচ্ছে মাফউলে লাহ।

২. اعجب ফে'ল نون وقايہ (নুনে বেকায়াহ) যদ্দারা ফে'লও یاء متکلم এর মাঝে মিশ্রণ থেকে সংরক্ষণ করা হয়। ى মাফউলে বিহ. قرائة মাছদারটি মুযাফ হয়েছে তার ফায়েল যায়েদের দিকে زيد টি মুযাফ ইলাইহি।

(পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

اَعْجَبَنِیْ كَلَامُ زَيْدٍ مَعَ عَمْرٍو [১] (আমরের সাথে যায়েদের বাক্যালাপ আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে।)

(২) اسم فاعل ঐ ইসমে মুশতাক, যা এরূপ সত্বার উপর ইঙ্গিত করে, যার সাথে কোন ফে'ল (কাজ) নির্ভরশীল হয়ে নতুন কায়েম (প্রতিষ্ঠিত) হয়েছে। যেমন ঃ نَاصِرٌ (সাহায্যকারী) এতে 'সাহায্য করা' কাজটি একজন ব্যক্তির উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। এই ইসমে ফায়েল ও স্বীয় ফে'লে মা'রূফের মত আমল করে[২] এবং অধিকাংশ সময় স্বীয় প্রথম মা'মুল এর প্রতি মুযাফ হয়ে ব্যবহার হয়। যেমনঃ [৩] هُوَ كَامِلُ الْجُوْدِ (সে বড় দানশীল) زَيْدٌ قَائِمٌ اَبُوْهُ (যায়েদের পিতা দাঁড়ানো।)

অষ্টবিংশ সবক

(৩) اسم مفعول ঃ ঐ ইস্‌মে মুশতাক, যা এমন সত্তার উপর ইঙ্গিত করে, যার সাথে ফে'ল সংঘটিত হওয়ার সম্পর্ক হয়। যেমন ঃ مَضْرُوْبٌ (প্রহারকৃত) এই ইস্‌ম স্বীয় ফে'লে মাজহুলের মত আমল করে, অর্থাৎ নায়েবে ফায়েলকে رفع প্রদান করে। আর তাও অধিকাংশ সময় স্বীয় মা'মুলের দিকে মুযাফ হয়ে ব্যবহার হয়। যেমন ঃ [৪] جَاءَ رَجُلٌ مَقْطُوْعُ الْاَنْفِ (নাক কর্তিত ব্যক্তি এসেছে)।

টিকা (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

এখন মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে اعجب এর ফায়েল হয়েছে। অনুরূপ দ্বিতীয় বাক্যে মাছদারটি মুযাফ, زيد ফায়েল টি মুযাফ ইলাইহি, عمرا মাফউলে বিহ মাছদার তার ফায়েল ও মাফউলে বিহ মিলে اعجب এর ফায়েল। এখন ফে'ল ফায়েল ও ى متكلم মাফউলে বিহ মিলে জুমালায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। উল্লেখ্য যে قرائة মাছদারটি মুয়ান্নাছ হিসেবে তার ফে'লটি اعجبتنى হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ক্বায়েদা আছে যে ফে'ল ও ফায়েলের মাঝে فاصل (বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী) কিছু আসলে ফে'লকে মুয়ন্নাছের স্থলে মুযাক্কার লওয়া যাবে।

বর্তমান পৃষ্ঠার টিকা:

১. عُمر (পেশ দ্বারা) এবং عَمرو (যবর দ্বারা) এর মাঝে পার্থক্য করার জন্য আমরের শেষে একটি واؤ লেখা হয় চিহ্ন হিসেবে যা পড়ায় আসে না, যেমন জমা'র واؤ এর পরে চিহ্ন হিসেবে الف লেখা হয়। حالت نصب তে واؤ না লিখে, বরং الف লিখে তানবীন দিলেও চলে। আর عمر (উমর) এর মাঝে গাইরে মুনছারেফ হওয়ার কারণে তানবীন আসে না, তাই তাতে কোন চিহ্নের দরকার হয় না।

২. ইস্‌মে ফায়েল, ইস্‌মে মাফউল ও ছিফতে মুশাব্বাহ-এর আমল করার জন্য কিছু শর্ত আছে, যার বর্ণনা দ্বিতীয় খন্ডে আসবে।

৩. هو মুবতাদা كامل ইস্‌মে ফায়েল মুযাফ الجود ফায়েল মুযাফ ইলাইহি, ইস্‌মে ফায়েল মুযাফ ও তার ফায়েল মুযাফ ইলাইহি মিলে هو এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। দ্বিতীয় বাক্যে زيد মুবতাদা قائم ইস্‌মে ফায়েল ابوه মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে ইস্‌মে ফায়েলের ফায়েল, এখন ইস্‌মে ফায়েল স্বীয় ফায়েলের সাথে মিলে খবর হয়েছে।

৪. رجل মাউছুফ مقطوع ইস্‌মে মাফউল মুযাফ, الانف নায়েবে ফায়েল মুযাফ ইলাইহি, মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে ছিফত। মওছুফ ছিফত মিলে جاء এর ফায়েল।

(৪) صفت مشبہ[১] ঃ ঐ ইস্‌মে মুশতাক, যা এমন স্বত্বার উপর ইঙ্গিত কারে, যার সাথে কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ ফে'ল কায়েম বা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমনঃ حَسَنٌ (সুদর্শন) তা স্বীয় ফে'লের লাযেমের মত ফায়েলকে رفع দেয়। যেমনঃ جَاءَ رَجُلٌ حَسَنٌ ثِيَابُهٗ[২] (মনোরম বেশধারী এক ব্যক্তি এসেছে)।

(৫) اسم تفضيل ঐ ইস্‌মে মুশতাক, যা অন্যের তুলনায় ফায়েল বা কর্তা হওয়ার অর্থের আধিক্যের উপর ইঙ্গিত করে। যেমন ঃ اَكْبَرُ مِنْ اَخِيْهِ (স্বীয় ভাই থেকে বড়)। এই ইস্‌মও স্বীয় ফে'ল এর মত আমল করে এবং তার ব্যবহার তিনভাবে হয়ে থাকে।

এক. من এর সাথে। যেমন ঃ اَكْبَرُ مِنْ اَخِيْهِ

দুই. ال এর সাথে। যেমন ঃ جَاءَ زَيْدُ الْاَفْضَلُ

তিন. ইযাফতের সাথে। যেমন ঃ هُوَ اَفْضَلُ الْقَوْمِ

উনত্রিংশ সবক

افعال مدح (আফয়ালে মাদাহ)ঃ ঐ সমস্ত ফে'ল, যাদের মাধ্যমে কারো প্রশংসা করা হয়। এরা দু'টি نعم ও حبذا এ দু'টি স্বীয় ফায়েলকে رفع দেয়। যেমন ঃ نِعْمَ الرَّجُلُ عَمْرٌو[৩] (আম'র খুব ভাল লোক) حَبَّذَا زَيْدٌ (যায়েদ বহুত ভাল মানুষ)।

افعال ذم (আফয়ালে যম) ঐ সমস্ত ফে'ল, যাদের মাধ্যমে কারো নিন্দা করা হয়। এদের সংখ্যাও দু'টি। بِئْسَ ও سَاءَ - এরাও স্বীয় ফায়েলকে رفع দেয়। যেমন ঃ بِئْسَ الرَّجُلُ نَمْرُوْدُ (নমরূদ বড় খারাব লোক) سَاءَ الرَّجُلُ فِرْعَوْنُ[৪] (ফিরাউন বহুত বড় মন্দ লোক)।

فعل تعجب (ফে'লে তায়াজ্জুব) ঃ ঐ فعل কে বলে, যার মাধ্যমে কোন বিষয় বস্তুর উপর আশ্চর্য প্রকাশ করা হয়। তার ওযন দু'টি। مَا اَفْعَلَهٗ[৫] এবং اَفْعِلْ بِهٖ প্রত্যেক ثلاثی مجرد (ছুলাছি মুজার্‌রাদ) থেকে এ দু'টি ওযনে ফে'লে তায়াজ্জুব বানানো হবে এবং যমীরের স্থলে তাকে লওয়া হবে, যার উপর আশ্চর্য প্রকাশ করা হয়।

টিকা

১. ছিফতে মুশাব্বাহ ও ইস্‌মে ফায়েলের মাঝে কেবল এতটুকু পার্থক্য যে, ইস্‌মে ফায়েলের মাঝে ছিফতটি অস্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে কায়েম হয় এবং ছিফতে মুশাব্বাহের মাঝে স্থায়ী ও স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাবে কায়েম থাকে এবং মুশাব্বাহ এর অর্থ হচ্ছে সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থাৎ ইস্‌মে ফায়েলের মত হওয়ার কারণে এই ছিফতটি আমল করে।

২. حسن ছিফতে মুশাব্বাহ, ثيابه মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে ফায়েল, ছিফতে মুশাব্বাহ স্বীয় ফায়েলের সাথে মিলে رجل এর ছিফত মাউছুফ ছিফত মিলে جاء এর ফায়েল। ফে'ল-ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ।

৩. نعم ফে'লে মাদাহ الرجل ফায়েল, عمرو মাখছুছ বিল মাদাহ দ্বিতীয় বাক্য حبّ ফে'লে মাদাহ ذا তার ফায়েল زيد মাখছুছ বিল মাদাহ অর্থাৎ প্রশংসার দ্বারা বিশেষিত। (পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

যেমন ঃ مَا اَكْتَبَ زَيْدًا ـ اَكْتِبْ بِزَيْدٍ উভয় বাক্যের অর্থ একই তথা যায়েদ কতই না সুন্দর লেখে। مَا اَجْمَلَ زَيْدًا ـ اَجْمِلْ بِزَيْدٍ উভয় বাক্যের অর্থঃ যায়েদ কতই না সুন্দর।

نواصب مضارع (নাওয়াছেবে মুযারে')ঃ চারটি হরফ মুযারে'কে নছব (যবর চিহ্ন) দেয়। যথা ঃ اَنْ لَنْ كَيْ اِذَنْ যেমন ঃ اُرِيْدُ اَنْ اَقُوْمَ[১] (আমি দাঁড়াতে চাচ্ছি)। لَنْ يَذْهَبَ خَالِدٌ (খালেদ কখনো যাবে না) اِجْتَهَدْتُ كَيْ اَفُوْزَ فِي الْاِخْتِبَارِ (পরীক্ষায় সফলতার জন্য আমি চেষ্টা করেছি)। اِذَنْ اَشْكُرَكَ ঐ ব্যক্তির জবাবে, যে বলে اَنَا اُعْطِيْكَ مَالًا অর্থাৎ এক ব্যক্তি বলল অপর ব্যক্তিকে আমি তোমাকে মাল দিব, উত্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, তবে আমি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। নীচের পংক্তিটি মুখস্থ করে নিবে। পংক্তি ঃ

ان لن پس کی اذن ایں چار حرف معتبر
نصب مستقبل کنند ایں جملہ دائم اقتضاء

অর্থ ঃ اَنْ এবং لَنْ অতঃপর كَيْ এবং اِذَنْ এই চারটি গ্রহণযোগ্য হরফঃ সর্বদাই এগুলো ফে'লে মুযারের নছবের তাকাযা করে।

ত্রিংশ সবক

جوازم فعل مضارع (জাওযেমে মুযারে') পাঁচটি হরফ ফে'লে মুযারে'কে জযম (সাকিন চিহ্ন) দেয়। তা হচ্ছে যথা ঃ اِنْ لَمْ لَمَّا لام امر (লামে আমর) তথা আমর বা আদেশ সূচক লাম, যা যের বিশিষ্ট হয়। لائے نہی (লায়ে নাহী) তথা নাহী বা নিষেধের লাম। যেমন ঃ اِنْ تَنْصُرْنِي اَنْصُرْكَ (যদি তুমি আমাকে সাহায্য কর, তবে আমি তোমাকে সাহায্য করব)।

টিকা (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর))

৪. বাক্যদ্বয়ে নমরূদ ফিরাউন হচ্ছে মাখছুছ বিয্যম, অর্থাৎ মন্দের গুণে গুনান্বিত।

৫. ما মুবতাদা افعل ফে'ল اكرم এর ওযনে তাতে هو উহ্য যমীর ফায়েল, • মাফউলে বিহ। এখন ফে'ল ফায়েল ওমাফউলে বিহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মুবতাদার খবর। দ্বিতীয় বাক্য افعل ফে'লে আমর اكرم এর ওযনে ফে'লে মাযীর অর্থবোধক, ب অতিরিক্ত • ফায়েল এই দুই ওযনে যেসব জুমলা আসবে, সবগুলোর তারকীব এমনি ভাবে হবে, আর ছুলাছি মুজাররাদ ব্যতীত অন্যান্য ফে'ল থেকে ফে'লে তায়াজ্জুব বানানোর এক নির্দিষ্ট ক্বায়েদা রয়েছে, যা আল্লাহ্ চাইলে দ্বিতীয় খন্ডে বর্ণনা করা হবে।

বর্তমান পৃষ্ঠার টিকা ঃ

১. এই বাক্যে উল্লেখিত ان কে ان مصدريه (আনে-মাছদারিয়্যাহ) বলে অর্থাৎ তা মুযারের পূর্বে এসে মুযারেকে মাছদারের অর্থে পরিণত করে।

لِيَنْصُرْ (সে সাহায্য করেনি) لَمَّا يَنْصُرْ (সে এখন পর্যন্ত সাহায্য করেনি) لَمْ يَنْصُرْ (সে যেন সাহায্য করে) لَاتَنْصُرْ (তুমি সাহায্য করো না)।

নীচের পংক্তিটি মুখস্থ করে নিবে। পংক্তিঃ

ان ولم لما ولام امر ولاے نہی نیز

پنج حرف جازم فعل اند ہر ایک بے دغا

অর্থ ঃ اِنْ لَمْ لَمَّا আমরের লাম ل এবং নাহীর লা لا পাঁচটি হরফের প্রত্যেকটি মুযারেকে জযম প্রদান কারী নিঃসন্দেহে।

حروف عاطفہ (হুরূফে আতেফা)ঃ ঐ সমস্ত হরফ, যা কালিমাকে অথবা জুমলাকে অপর একটি কালিমা বা জুমলার সাথে মিলিয়ে দেয়। যেমন ঃ جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو (যায়েদ ও আমর এসেছে) এবং جَاءَ زَيْدٌ وَذَهَبَ عَمْرٌو (যায়েদ এসেছে এবং আমর চলে গেছে।)

হুরূফে আতেফাহ দশটিঃ যা পূর্বে বাইশতম সবকে বর্ণনা করা হয়েছে।

حروف ایجاب (হুরূফে ইজাব) ঐ সমস্ত হরফ, যাদের মাধ্যমে হ্যা সূচক উত্তর দেয়া হয়। এরূপ অক্ষর ছয়টি। যথা ঃ نَعَمْ (হ্যাঁ) بَلٰى (কেননা) اِيْ (হ্যাঁ) اَجَلْ (হ্যাঁ) جَيْرِ (হ্যাঁ) اِنَّ (নিঃসন্দেহে) যেমন ঃ اَجَاءَ زَيْدٌ (যায়েদ কি এসেছে?) উত্তর ঃ نَعَمْ (হ্যাঁ)।

একত্রিংশ সবক

حروف تفسیر (হুরূফে তাফসীর)ঃ ঐ সমস্ত হরফ, যা সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য লওয়া হয়। এরূপ হরফ দু'টি। যথা ঃ اَیْ (অর্থাৎ) ও اَنْ (যে) যেমন ঃ اَلْغَضَنْفَرُ اَیْ اَلْاَسَدُ (গাযানফার অর্থাৎ বাঘ)।

نَادَيْنَاهُ اَنْ يَّااِبْرَاهِيْمُ (আমরা ডাকলাম তাকে যে, হে ইব্রাহীম!)।

حروف مصدریہ (হুরূফে মাছদারিয়্যাহ)ঃ ঐ সমস্ত হরফ, যা فعل কে মাছদারের অর্থে অথবা জুমলাকে মাছদারের তাবীলে পরিণত করে। এরূপ হরফ তিনটি। যথা مَا اَنْ ও اَنَّ যেমন ঃ عَلِمْتُ اَنَّكَ قَائِمٌ (আমি আপনার দন্ডায়মান হওয়া জেনেছি)।

حروف استفہام (হুরূফে ইস্তেফহাম)ঃ ঐ সমস্ত হরফ, যাদের মাধ্যমে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরূপ হরফ দশটি। যথা ঃ (কি) اَ (কি) هَلْ (কি) مَا (কে) مَنْ (কোনটা) اَیٌّ তার স্ত্রীবাচক اَيَّةٌ (কোনটি) مَتٰى (কখন/কবে) اَيَّانَ (কবে) اَنّٰى (কিভাবে) اَيْنَ (কোথায়) যেমনঃ اَيْنَ ذَهَبْتَ (তুমি কোথায় গিয়েছ?)

দ্বাত্রিংশ সবক

حروف تاكيد(হুরূফে তাকীদ) ঃ ঐ সমস্ত হরফ, যাদের মধ্যমে কথা বার্তার মাঝে তাকীদ (দৃঢ়তা) পয়দা করা হয়। এরূপ হরফ দু'টি نون تاكيد (নুনে তাকীদ) ثقيله (ছাকিলাহ) বা তাশদীদ বিশিষ্ট নুন এবং خفيفه (খফীফাহ) বা সাকিন যুক্ত নুন এবং لام تاكيد (লামে তাকীদ) যা ফাতাহ বা যবর বিশিষ্ট হয়। যেমন ঃ لَيَنْصُرَنَّ (অবশ্যই সে একজন পুরুষ সাহায্য করবে)। اِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ (নিঃসন্দেহে অবশ্যই যায়েদ দাঁড়ানো আছে)।

حروف تحضيض (হুরূফে তাহদীদ) ঃ ঐ সমস্ত হরফ, যাদের মাধ্যমে মুখাতাব (সম্বোধিত ব্যক্তি) কে কোন কাজের উপর উদ্বুদ্ধ করা বা উৎসাহ দেয়া হয়। এরূপ হরফ চারটি। যথা ঃ هَلَّا اَلَّا لَوْلَا لَوْمَا ।

যেমন ঃ هَلَّانَصَرْتَهُ (তুমি তাকে কেন সাহায্য করলে না?)।

حروف نداء (হুরূফে নেদা)ঃ ঐ সমস্ত হরফ, যাদের মাধ্যমে মুখাতাব (সম্বোধিত ব্যক্তি)কে নিজের দিকে ফিরানো হয়। এরূপ হরফ পাঁচটি। যথাঃ يَا (নিকটবর্তী দূরবর্তী ও মধ্যবর্তী সবক্ষেত্রের জন্য) اَيَا هَيَا (দূরবর্তীর ক্ষেত্রে) اَىْ ও যবর বিশিষ্ট হামযাহ اَ (নিকটবর্তীর জন্য)। যেমন ঃ يَازَيْدُ /رَجُلُ (হে যায়েদ/ব্যক্তি)।

حروف زيادت (হুরূফে যিয়াদত)ঃ ঐ সমস্ত হরফ, যাদের কোন অর্থ হয় না। এদেরকে সৌন্দর্যের জন্য বাক্যের মাঝে লওয়া হয়। এরূপ হরফ আটটি। যথাঃ اِنْ اَنْ مَا لَا مِنْ ك ب ل ।

যেমন ঃ مَااِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ (যায়েদ দাঁড়ানো নয়) فَلَمَّااَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ (সুতরাং যখন সুসংবাদ দাতা আসল) অবশিষ্ট উদাহরণসমূহ দ্বিতীয় খন্ডে আসবে।

ত্রয়োত্রিংশ সবক

حروف شرط (হুরূফে শর্ত)ঃ ঐ সমস্ত হরফ, যা একটি বিষয়কে অন্য একটি বিষয়ের উপর সম্পৃক্ত করা বা ঝুলানোর জন্য লওয়া হয়।

যেমনঃ اِنْ تَنْصُرْنِىْ اَنْصُرْكَ(যদি তুমি আমাকে সাহায্য কর, তবে আমি তোমাকে সাহায্য করবো)। এরূপ হরফগুলো হচ্ছে যথাঃ اِنْ (যদি) لَوْ (যদি) اَمَّا (কিন্তু, অতএব) مَنْ (যে ব্যক্তি) مَا (যে বিষয়) ইত্যাদি।

ক্বায়েদা ঃ اِنْ ভবিষ্যৎ কালের জন্য যদিও ماضى বা অতীত কালীন শব্দের উপর প্রবেশ করে। যেমন ঃ اِنْ نَصَرْتَ نَصَرْتُ (যদি তুমি সাহায্য কর, তবে আমিও সাহায্য করব।)

ক্বায়েদা ঃ لَوْ মাযী বা অতীতকালের জন্য, যদিও মুযারের শুরুতে আসে। যেমনঃ لَوْ تَنْصُرْ اَنْصُرْ (যদি তুমি সাহায্য করতে, তবে আমিও সাহায্য করতাম)।

ক্বায়েদা ঃ اَمَّا সংক্ষিপ্ত কোন বিষয়কে বিস্তারিত বর্ণনার জন্য লওয়া হয়। যেমনঃ

اَلنَّاسُ سَعِيْدٌ وَ شَقِيٌّ اَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ وَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ

(মানুষ সৌভাগ্যশালী এবং হতভাগা, কিন্তু যারা সৌভাগ্যশালী, সুতরাং তারা জান্নাতে। আর যারা হতভাগা, সুতরাং তারা হবে দোযখে)।

حروف تنبيه (হরূফে তানবীহ)ঃ ঐ সমস্ত হরফ, যা মুখাতাবের গাফলত তথা অন্য মনস্কতা দূর করার জন্য লওয়া হয়, যাতে সে মনযোগ সহ উক্ত কথা শ্রবণ করে। এরূপ হরফ তিনটি। যথা ঃ اَلَا اَمَا هَا -

যেমন ঃ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (শুনো! আল্লাহর স্মরণে আত্মার প্রশান্তি লাভ হয়) اَمَا هٰذَا الْكِتَابُ سَهْلٌ جِدًّا (শুনো! এই কিতাবটি বহুতই সহজ)।

هَا قَدْ تَمَّ الْكِتَابُ (দেখো! কিতাব পূর্ণ হয়ে গেছে।)।

আসান নাহু
২য় খন্ড

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কয়েকটি কথা

এ হচ্ছে আসান নাহুর দ্বিতীয় অংশ। প্রথম অংশ যদি বাচ্চারা আয়ত্ব করে থাকে, তবে তারা নাহ্ বিষয়ের আবশ্যকীয় পরিভাষাসমূহ সম্পর্কে অবগত হয়েছে এবং তারা এই দ্বিতীয় অংশ খুব সহজেই পড়তে পারবে। এই অংশে প্রথম অংশের বিষয়গুলোকে পুনরাবৃত্তি করে অতিরিক্ত জরুরী আলোচনা করা হয়েছে এবং অনেক কিছু আরবী কিতাবসমূহের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের পর শরহেমিয়াতে আমেল অথবা এই মাপের কোন কিতাব আরম্ভ করা যেতে পারে।

এই দ্বিতীয় অংশেও সবকগুলির পরিমাণ মধ্যম রাখা হয়েছে। কোন কোন সবক যা লম্বা দেখা যায়, তার কারণ হল-তাতে প্রথম অংশের বিষয়বস্তুকে পুনরোল্লেখ করা হয়েছে, যা বাচ্চাদের ইয়াদকৃত বিষয়। এতদ্বসত্ত্বেও যদি উস্তাদ সাহেব সঙ্গত মনে করেন, তবে আসবাকের পরিমাণ কম-বেশী করে নিতে পারেন।

কিতাবটি পড়ানোর সময় তিনটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে-(১) কিতাবের মধ্যে যে অনুশীলনী-প্রশ্নমালা রয়েছে, তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। (২) নাহ্ বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জনের জন্য কাওয়ায়েদের প্রয়োগ জরুরী। তাই ছাত্রদের দ্বারা আরবী বাক্যগুলোর তারকীব করাতে হবে। (৩) তারকীব করানোর সময় উদ্দিষ্ট কায়েদাগুলো বার বার জিজ্ঞাসা করতে হবে, যেন কায়েদাগুলো ভালভাবে মস্তিষ্কে বসে যায়।

অবশেষে কামনা এই যে, পরওয়ারদিগারে আলম এই ক্ষুদ্র চেষ্টাকে কবুল করুন এবং শিশুদেরকে এর দ্বারা উপকৃত করুন। আমিন।

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সাঈদ আহ্‌মদ আফাল্লাহু আনহু পালনপুরী
খাদেম দারুল উলুম দেওবন্দ
৫ জুমাদাছ ছানী-১৪১৭ হিজরী

رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

প্রথম পাঠ

علم نحو ঐ ইল্‌মকে বলে, যদ্বারা ইস্‌ম ফে'ল ও হরফকে মিলিয়ে বাক্য বানানোর পদ্ধতি জানা হয়। এছাড়া প্রত্যেক কালিমার ই'রাবী[১] হালত জানা হয়। এই ইল্‌মের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কালিমা ও কালাম এবং ফায়েদা হচ্ছে আরবী ভাষা বলা ও লেখার ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি থেকে হেফাযতে থাকা।

কালিমা ও তার প্রকারভেদ

অর্থবোধক শব্দ দু'প্রকার ঃ মুফরাদ ও মুরাক্কাব। মুফরাদকে কালিমাও বলা হয়। আর কালিমা ঐ উচ্চারিত ধ্বনিকে বলে, যার একটি অর্থ হয় অর্থাৎ উচ্চারিত ধ্বনিকে টুকরা করলে ঐ অর্থ বুঝে আসবে না, যা প্রথমে বুঝে আসত। যেমন ঃ قَلَمٌ[২]। অতঃপর কালিমা তিন প্রকার–ইস্‌ম, ফে'ল, হরফ।

(১) اسم ঐ কালিমাকে বলে, যার অর্থ স্বয়ংসম্পূর্ণ[৩] হয় এবং তা স্বীয় ছিগাহ তথা ওযন দ্বারা তিন কালের কোন এক কালের উপর ইশারা বা নির্দেশ করে না। যেমন ঃ كِتَابٌ (বই) كُرَّاسَةٌ (খাতা)।

اسم এর নিদর্শন বারটি ঃ (১) معرف باللام[৪] তথা ال যুক্ত হওয়া। যেমন ঃ اَلْحَمْدُ
(২) مضاف বা সম্বন্ধ পদ হওয়া। যেমন ঃ مِحْفَظَةُ قَاسِمٍ (কাসেমের বাক্স)।
(৩) مسندالیہ (বাংলায় একে উদ্দেশ্য বলে এবং ইংরেজীতে সাবজেক্ট বলে) অর্থাৎ যার দিকে কোন কাজকে সম্পর্কিত করা হয়। যেমন ঃ مُحَمَّدٌ نَائِمٌ[৫]

টিকা ঃ

১. অর্থাৎ এ কথা জানা হয় যে, কোন কালিমাটি মু'রাব এবং কোনটি মাবনী? এবং কোন কালিমার উপর কি ই'রাব আসা উচিৎ এবং কেন?

২. قلم একক শব্দ, কেননা তার একটিই অর্থ রয়েছে অর্থাৎ এরূপ নয় যে, ق লেখনী যন্ত্রের বিশেষ কোন অংশের উপর ইঙ্গিত করে ل অন্য অংশের উপর এবং م অপর অংশের উপর; বরং পূর্ণ قلم শব্দটি একই অর্থের উপর অর্থাৎ লেখনী যন্ত্রের উপর ইঙ্গিত করে।

৩. স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐ শব্দের অর্থ অন্য কালিমা মিলানো ব্যতীত বুঝে আসে।

৪. একটি শব্দে একই সাথে কয়েকটি চিহ্ন একত্রিত হতে পারে। যেমনঃ مررت بالرجلین বাক্যে الرجلین কালিমাটি ال যুক্ত হয়েছে, দ্বিবচন হয়েছে এবং জর চিহ্ন ما قبل مفتوح یا হয়েছে।

৫. محمد نائم বাক্যে محمد এর দিকে نائم হওয়ার সম্পর্ক করা হয়েছে এবং نام محمد বাক্যে محمد এর দিকে نام ফে'লের সম্পর্ক করা হয়েছে। সুতরাং محمد টি মুসনাদ ইলাইহি হয়েছে।

(মুহাম্মদ ঘুমন্ত) এবং نَامَ مُحَمَّدٌ (মুহাম্মদ ঘুমিয়েছে), (৪) تثنيہ বা দ্বিবচন হওয়া। যেমন ঃ رَجُلَانِ [১] (দুজন পুরুষ), (৫) جمع বা বহুবচন হওয়া। যেমন ঃ رِجَالٌ (পুরুষ সকল), (৬) مصغر বা ক্ষুদ্রতাবাচক শব্দ হওয়া। যেমন ঃ [২] رُجَيْلٌ (একজন ছোট পুরুষ), (৭) منسوب বা সম্বন্ধ নির্দেশক পদ হওয়া। যেমন ঃ دِهْلَوِيٌّ (দিল্লীর অধিবাসী), (৮) موصوف বা বিশেষিত হওয়া অর্থাৎ যার গুণ বর্ণনা করা হয়। যেমন ঃ ثَوْبٌ جَمِيْلٌ (৯) منادى বা আহূত ব্যক্তি বা বস্তু হওয়া, যাকে আহ্বান করা হয়। যেমন ঃ يَارَجُلُ (১০) কালিমার শেষ হরফে জর চিহ্ন হওয়া। যেমন ঃ [৩] مَرَرْتُ بِغُلَامِ زَيْدٍ (আমি যায়েদের গোলামের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি) (১১) تنوين বা দুই যবর দুই যের ও দুই পেশ হওয়া।যেমনঃ كِتَابٌ (একটি কিতাব),(১২) কালিমার শেষে গোল ة (তা) হওয়া। যেমন ঃ صَالِحَةٌ (পূণ্যবতী)।

দ্বিতীয় পাঠ

(২) فعل ঐ কালিমাকে বলে, যার অর্থ স্বয়ং সম্পূর্ণ হয় এবং তা স্বীয় ছিগাহ বা ওযন দ্বারা তিন কালের কোন এক কালের উপর ইঙ্গিত করে। যেমন ঃ نَصَرَ (একজন পুরুষ অতীত কালে সাহায্য করেছে) يَنْصُرُ (সে একজন পুরুষ বর্তমানে সাহায্য করছে বা ভবিষ্যতে সাহায্য করবে।)

فعل এর নিদর্শন এগারটি ঃ (১) কালিমার শুরুতে قَدْ আসা। যেমন ঃ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (অবশ্যাই নামায দাঁড়িয়ে গেছে)। (২) س আসা।যেমন ঃ سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ (এখন নির্বোধরা বলবে)। (৩) سَوْفَ আসা। যেমনঃ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (অতি সত্বর তোমরা জানবে)। (৪) শুরুতে জযমদাতা হরফ আসা। যেমন ঃ لَمْ تَسْمَعْ (তুমি শুননি)। (৫) শেষে 'যমীরে মারফুয়ে মুত্তাছিল' হওয়া। যেমনঃ ضَرَبَا ضَرَبُوْا ضَرَبْتُ ضَرَبْتِ ضَرَبْتَ ইত্যাদি। (৬) সাকিনযুক্ত স্ত্রীবাচক তা ت হওয়া। যেমনঃ قَرَأَتْ حَبِيْبَةُ (হাবিবা পড়েছে)। (৭) নুনে তাকীদ ছাক্বিলাহ

টিকা ঃ

১. ফে'ল দ্বিবচন, বহুবচন হয় না এবং ফে'লর যে ছিগাহকে তাছনিয়া ও জমা' বলা হয়, তা ফায়েলের দৃষ্টিকোন থেকে। যেমন ঃ فعلا فعلوا এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, দুটি কাজ করেছে বা সমস্ত কাজ করেছে, বরং উদ্দেশ্য হল, দু'জন পুরুষে অথবা সকল পুরুষে করেছে।

২. স্বল্পতা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্লতা প্রকাশ করার জন্য ইস্মের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের পরিবর্তন করার নাম تصغير এবং যে ইস্মে এই পরিবর্তন হয়েছে তাকে مصغر বলে।

৩. غلام এর উপর হরফে জার-এর কারণে এবং زيد এর উপর ইযাফতের কারণে জর চিহ্ন এসেছে।

অথবা খফীফাহ আসা।তাশদীদ যুক্ত নুনকে ছাকিলাহ এবং সাকিন যুক্ত নুনকে খফীফা বলে। যেমন ঃ لَيَقُوْلَنَّ.لَيَقُوْلَنْ (সে একজন পুরুষ অবশ্যই বলবে)। (৮) امر (আমর) বা আদেশসূচক হওয়া। যেমন ঃ اِسْمَعْ (শুনো)। (৯) نهى (নাহী) বা নিষেধসূচক হওয়া। যেমনঃ لَاتَكْسَلْ (অলসতা করো না)। (১০) মুস্‌নাদ হওয়া। বাংলায় একে বিধেয় এবং ইংরেজীতে একে প্রেডিকেট বলে অর্থাৎ মুস্‌নাদ ইলাইহির প্রতি যে হুকুমটি সম্পর্কিত করা হয়। যেমনঃ قَرَأَ حَامِدٌ (হামিদ পড়েছে) এই বাক্যে قَرَأَ ফে'লটি মুসনাদই হতে পারে। (১১) گردان বা রূপান্তর যোগ্য হওয়া। যেমন ঃ ------ ضَرَبَ ضَرَبَا ضَرَبُوْا

(৩) حرف ঐ কালিমাকে বলে, যার অর্থ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় না অর্থাৎ অপর কোন কালিমা কে মিলানো ব্যতীত তার অর্থ বুঝে আসে না। যেমন ঃ مِنْ (থেকে) فِىْ (মধ্যে) اِلٰى (পর্যন্ত) ইত্যাদি।

حرف এর নিদর্শন হলো, তা ফে'ল ও ইস্‌ম-এর কোন চিহ্ন গ্রহণ না করা এবং হরফ শুধু সংযোগ বা সম্বন্ধ স্থাপনের ফায়েদা দেয় এবং তার তিনটি ছুরত হয়ে থাকে। যথা ঃ

(১) দু'টি ইস্‌মকে মিলানো। যেমন ঃ زَيْدٌ فِى الدَّارِ (যায়েদ ঘরে)।

(২) দু'টি ফে'লকে মিলানো । যেমন ঃ اُرِيْدُ اَنْ اَتْلُوَ الْقُرْاٰنَ[১] (আমি কোরআন পাঠের ইচ্ছা করছি)।

(৩) একটি ইস্‌ম ও একটি ফে'ল কে মিলানো। যেমন ঃ كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ (আমি কলম দ্বারা লিখেছি)।

তৃতীয় পাঠ

মুরাক্কাব ও তার প্রকারসমূহ

مركب ঐ কথাকে বলে, যা:দুই বা ততোধিক কালিমা মিলিত হয়ে গঠিত হয়। যেমন ঃ زَيْدٌ قَائِمٌ (যায়েদ দন্ডায়মান)।

মুরাক্কাব দু'প্রকার ঃ مركب مفيد (উপকারী মুরাক্কাব) مركب غير مفيد (অনোপকারী মুরাক্কাব)।

مركب مفيد ঐ কথাকে বলে যে, তার কথক কথা বলে ক্ষান্ত হলে শ্রোতা কোন[২] সংবাদ অথবা কোন কিছুর আগ্রহ জানতে পারে। যেমন ঃ زَيْدٌ نَائِمٌ (যায়েদ ঘুমন্ত)।

টিকাঃ

১. اريد ফে'ল انا উহ্য যমীর ফায়েল ان মাছদারের অর্থবোধক, যাকে ان مصدريه বলে, اتلو ফে'লে মুযারে, انا উহ্য যমীর ফায়েল القران মাফউলে বিহ্ এখন শেষোক্ত ফে'ল ফায়েল ও মাফউল মিলে তাবীল হয়ে মাছদার হয়ে اريد প্রথম ফে'লের মাফউলে বিহ্।

২. خبر অর্থ-অবগতি, সংবাদ, طلب অর্থ-আগ্রহ, ইচ্ছা।

تَعَالَ (আসো)। মুরাক্কাবে মুফীদকে জুমলা এবং কালামও বলা হয়।
مرکب غیرمفید ঐ কথাকে বলে যে, তার কথক কথা বলে যখন চুপ হয়ে যায়, তখন শ্রোতার কোন সংবাদ বা আগ্রহ অবগতি লাভ হয় না। যেমন ঃ قَلَمُ حَبِيْبٍ (হাবীবের কলম)। ثَوْبٌ جَمِيْلٌ (সুন্দর কাপড়)।

জুমলার প্রকারভেদ

অতঃপর জুমলা[১] দু'প্রকার। যথাঃ جملہ خبریہ (বর্ণনামূলক বাক্য) جملہ انشائیہ (বর্ণনাহীন বাক্য)।

جملہ خبریہ ঐ জুমলাকে বলে, যার কথককে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যায়। যেমন ঃ[২] زَيْدٌ كَاتِبٌ (যায়েদ একজন লেখক)।

جملہ انشائیہ ঐ জুমলাকে বলে, যার কথককে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যায় না। যেমন ঃ تَفَضَّلْ (তাশরীফ লও)।

অতঃপর জুমলায়ে খবরিয়্যাহ দু'প্রকার। যথা- جملہ اسمیہ (বিশেষ্য পদীয় বাক্য) جملہ فعلیہ (ক্রিয়া পদীয় বাক্য)।

جملہ اسمیہ ঐ জুমলাকে বলে, যার প্রথম অংশ اسم হয় এবং দ্বিতীয় অংশ চাই اسم হোক বা فعل যেমন ঃ مُحَمَّدٌ عَالِمٌ (মুহাম্মদ একজন বিদ্যান ব্যক্তি) [৩] مُحَمَّدٌ قَرَأَ মুহাম্মদ অধ্যয়ন করেছে)।

جملہ اسمیہ এর প্রথম অংশকে مسند الیہ এবং مبتدء আর দ্বিতীয় অংশকে خبر ও مسند বলে।

جملہ فعلیہ ঐ জুমলাকে বলে, যার প্রথম অংশ فعل হয় এবং দ্বিতীয় অংশ اسم হয় যেমনঃ خَلَقَ اللّٰهُ الْعَالَمَ (আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব জগত সৃষ্টি করেছেন)।

جملہ فعلیہ এর প্রথম অংশকে مسند ও فعل এবং দ্বিতীয় অংশকে مسند الیہ ও فاعل অথবা نائب فاعل বলে।

ক্বায়েদা ঃ (১) জুমলার শুরুতে যদি হরফ হয়, তবে তা ধর্তব্য নয়। যেমন ঃ مَازَيْدٌ قَائِمٌ হচ্ছে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ এবং قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ হচ্ছে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। এ বাক্যদ্বয়ে নিষেধসূচক مَا এবং قَدْ এর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

টিকা ঃ

১. আর جملہ ظرفیہ যেমনঃ فى الدار رجل عندى مال ইত্যাদি জুমলায়ে ইস্‌মিয়্যারই অন্তর্ভুক্ত, কেননা এসব বাক্যে ظرف টি خبر مقدم হয়েছে, সুতরাং জুমলার প্রথম অংশ مبتداء مؤخر (পরে আসা মুবতাদা) হয়েছে, যা ইস্‌ম হয়েছে। আর جملہ شرطیہ হচ্ছে জুমলায়ে ফে'লিয়্যার অন্তর্ভুক্ত। কেননা حرف شرط ধর্তব্য নয় এবং حرف شرط এর পরে সর্বদা জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ আসে। যেমনঃ ان تضربنى اضربك/ فانا ضاربك

২. এবং এরূপও বলা যায় যে, যে জুমলায় কোন সংবাদ বা অবগতি হয়, তা জুমলায়ে খবরিয়্যাহ এবং যাতে কোন আগ্রহ পাওয়া যায়, তা জুমলায়ে ইনশাইয়্যাহ।

৩. محمد মুবতাদা قرأ ফে'ল هو উহ্য যমীর ফায়েল। অতঃপর জুমলায়ে ফে'লিয়ায়ে খবরিয়্যাহ হয়ে খবর।

ক্বায়েদা ঃ (২) জুমলার প্রথম কালিমা প্রথম অংশ তখন গণ্য হবে, যখন তা আসল স্থানে হবে। সুতরাং عِنْدِىْ مَالٌ বাক্যে عِنْدِىْ প্রথম অংশ নয়। কেননা তা خبر مقدم (আগে আনা হয়েছে এমন খবর, যা পরে থাকার কথা ছিল)। এমনিভাবে فَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ বাক্যে فَرِيْقًا প্রথম অংশ নয়। কেননা তা অগ্রগামীকৃত মফ'উলে বিহ্।

ক্বায়েদা ঃ (৩) يَازَيْدُ (হে যায়েদ!) বাক্যটি جملہ فعلیہ কেননা يَا হরফে নেদা اَدْعُوْ ফে'ল এর স্থলাভিষিক্ত।

ক্বায়েদা ঃ (৪) কোন জুমলা বা বাক্য দুই কালিমার কমে হতে পারে না, চাই উভয় কালিমা প্রকাশমান হোক। যেমন ঃ قَامَ التِّلْمِيْذُ (ছাত্রটি দাঁড়িয়েছে)। অথবা এক কালিমা প্রকাশমান হোক এবং আরেকটি উহ্য থাকুক। যেমন ঃ قُمْ (তুমি দাঁড়াও) এই বাক্যে اَنْتَ যমীর উহ্য রয়েছে।

ক্বায়েদা ঃ (৫) জুমলার মাঝে দুয়ের চেয়ে অধিক কালিমা হতে পারে এবং তার কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই।

চতুর্থ পাঠ

জুমলায়ে ইনশাইয়্যার প্রকারভেদ

جملہ انشائیہ[১] দশ প্রকার যথা ঃ

تعجب قسم عرض ندا عقود ترجی تمنی استفہام نہی امر

(১) امر ঃ অর্থাৎ ঐ فعل - যার মাধ্যমে কোন কাজ চাওয়া হয়েছে। যেমন ঃ اَقِمِ الصَّلٰوةَ (নামায কায়েম করো।)

(২) نہی ঃ অর্থাৎ ঐ فعل যার মাধ্যমে কোন কাজ থেকে বাঁধা দেয়া হয়। যেমন ঃ لَاتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ (তোমাদের ধ্বনিকে উচুঁ করো না)।

(৩) استفہام অর্থাৎ কারো থেকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করা। যেমন ঃ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ[২] (আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?)

(৪) تمنی অর্থাৎ কোন কিছুর আকাঙ্খা করা। যেমন ঃ لَيْتَ الشَّبَابَ رَاجِعٌ[৩] (হায়! যদি যৌবন ফিরে আসত)।

টিকা ঃ

১. انشاء এর অর্থ কোন কিছু সৃষ্টি করা এবং جملہ انشائیہ দ্বারা ও যেহেতু কোন না কোন বিষয় সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য হয় তাই তাতে সত্য এবং মিথ্যার সম্ভাবনা নেই।

২. أ হামযায়ে ইস্তেফহাম ليس ফে'লে নাকেছ ت ইস্‌ম بربکم খবর।

৩. ليت হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল الشباب তার ইস্‌ম راجع খবর। অতঃপর তা ছুরতের দিক থেকে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ এবং অর্থের দিক থেকে জুমলায়ে ইনশাইয়্যাহ হবে।

(৫) ترجى[১] অর্থাৎ কোন কিছুর আশা করা। যেমনঃ لَعَلَّ الْحَبِيْبَ قَادِمٌ (হয়ত বন্ধু আসবে!)।

(৬) عقود[২] অর্থাৎ ঐ সমস্ত বাক্য, যা লেন-দেন করার সময় ব্যবহার করা হয়। যেমন ঃ بِعْتُ (আমি বিক্রি করলাম)। اِشْتَرَيْتُ (আমি ক্রয় করলাম)। نَكَحْتُ (আমি বিয়ে করলাম) اجرت (আমি ভাড়া দিলাম)।

(৭) ندا অর্থাৎ কাউকে ডাকা। যেমন ঃ يَا اَللّٰهُ (হে আল্লাহ!)।

(৮) عرض অর্থাৎ কারো নিকট আবেদন–আবদার করা। মোলায়েম ভাষায় কোন কথা বলা। যেমন ঃ اَلَا تَجْتَهِدُ فَتَفُوْزَ[৩] (তুমি কি চেষ্টা করবে না, যাতে সফল হতে পার?)

(৯) قسم অর্থাৎ আল্লাহর নাম নিয়ে কোন কথাকে শক্তিশালী করা। যেমন ঃ تَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ[৪] (আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাদের মুর্তিদের ব্যাপারে চক্রান্ত করব)।

(১০) تعجب অর্থাৎ কোন বিষয়ের উপর আশ্চর্য প্রকাশ করা। যেমন ঃ قُتِلَ الْاِنْسَانُ[৫] مَا اَكْفَرَهٗ (মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ!)

টিকা ঃ

১. تمنى ও ترجى এর মাঝে পার্থক্য এই যে تمنى সম্ভব ও অসম্ভব উভয়ের জন্য হয় এবং ترجى শুধু সম্ভব ক্ষেত্রে হয়।

২. عقود হল عقد এর বহুবচন। যার অর্থ হচ্ছে লেন-দেন এবং লেন–দেন করার সময় যে সমস্ত বাক্য ব্যবহার করা হয়, তা প্রকৃতপক্ষে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়; কিন্তু লেন–দেনের সময় কোন খবর দেয়া উদ্দেশ্য হয় না। এ দৃষ্টিকোণ্ থেকে তা সত্য ও মিথ্যার সম্ভাবনা রাখে না এবং তা খবরের ছুরতে ইন্শা হয়। আর অন্য সময় তা জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়, যখন নাকি কোন সংবাদ দেয়া উদ্দেশ্য হবে। যেমন ঃ نكحت البارحة - اشتريت الكتاب امس - بعت الفرس بكذا (আমি গত রাত্রে বিয়ে করেছি)। اجرت بيتى اخى (আমি আমার ঘর আমার ভাইকে ভাড়া দিয়েছি)।

৩. أ হরফে ইস্তেফহাম لاتجتهد ফে'লে মুযারে মুনফী, উহ্য যমীর ফায়েল, ফে'ল-ফায়েল মিলে عرض অতঃপর فاء জবাবের জন্য, একে فاء جزائيه বলে, এরপর নছবদাতা উহ্য ان এবং تفوز ফে'ল انت উহ্য যমীর ফায়েল। এখন ফে'ল-ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে جواب عرض সুতরাং عرض ও جواب عرض মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ হয়েছে।

৪. تاء কৃসমের অর্থবোধক এবং জরচিহ্ন দাতা الله মাজরুর অর্থাৎ জর চিহ্ন প্রাপ্ত, জার-মাজরুর মিলে متعلق হয়েছে উহ্য اقسم ফে'লের সাথে, এখন اقسم ফে'ল তার ফায়েল ও মুতায়াল্লিক মিলে قسم لاكيدن ফে'লে মুযারে' তাকীদ বিশিষ্ট লাম ل ও নুন ن যুক্ত-উহ্য انا যমীর ফায়েল, اصنامكم মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মাফউলে বিহ্। ফলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে جواب قسم হয়েছে। এখন قسم ও جواب قسم মিলে জুমলায়ে ইনশাইয়্যাহ।

৫. قتل ফে'লে মাজহুল الانسان নায়েবে ফায়েল, উভয় মিলে পৃথক জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। مااكفره ফে'লে তায়াজ্জুব, তার ফায়েল উহ্য যমীর هو এবং ه মাফউলে বিহ্, এখন এ তিনটি মিলে জুমলায়ে ইনশাইয়্যাহ হয়েছে (ফে'লে তায়াজ্জুবের তারকীব অন্যভাবেও হতে পারে)।

পঞ্চম পাঠ

মুরাক্কাবে গাইরে মুফীদ ও তার প্রকারভেদ

মুরাক্কাবে গাইরে মুফীদ দু'প্রকার مرکب غیرتقییدی ও مرکب تقییدی

مرکب تقییدی ঃ ঐ মুরাক্কাবে গাইরে মুফীদকে বলে, যার দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশের জন্য قید বা শর্ত হয়। যেমন ঃ قَلَمُ قَاسِمٍ[১] (কাসেমের কলম) ثَوْبٌ جَدِيْدٌ (নতুন কাপড়)। অতঃপর مرکب تقییدی দু'প্রকার যথা -مرکب اضافی ও مرکب توصیفی

قَلَمُ قَاسِمٍ ঃ যেমন। বলা হয়, যা مضاف ও مضاف الیہ মিলে গঠিত হয় مرکب اضافی

ক্বায়েদা ঃ মুযাফ সর্বদা ال থেকে, তাছনিয়া ও জমার নুন ن থেকে এবং তানবীন থেকে খালি হয়।

ক্বায়েদা ঃ মুযাফ ইলাইহি সর্বদা মাজরুর তথা জর চিহ্ন বিশিষ্ট হয় এবং মুযাফের ই'রাব আমেল অনুপাতে হয়। যেমন ঃ جَاءَ غُلَامُ زَيْدٍ رَأَيْتُ غُلَامَ زَيْدٍ مَرَرْتُ بِغُلَامِ زَيْدٍ মুযাফ–তাছনিয়ার উদাহরণ ঃ جَاءَ غُلَامَا زَيْدٍ رَأَيْتُ غُلَامَيْ زَيْدٍ مَرَرْتُ بِغُلَامَيْ زَيْدٍ মুযাফ- জমা'র উদাহরণ ঃ جَاءَ مُسْلِمُوْ مِصْرٍ رَأَيْتُ مُسْلِمِيْ مِصْرٍ - مَرَرْتُ بِمُسْلِمِيْ مِصْرٍ

مرکب توصیفی ঐ মুরাক্কাবকে বলে, যা মাউছুফ (যার গুণ বর্ণনা করা হয়) ও ছিফত (গুণ) মিলে গঠিত হয়। যেমনঃ ثَوْبٌ جَمِيْلٌ (সুন্দর কাপড়)।

ক্বায়েদা ঃ ছিফতটি মাউছুফের পরে আসে এবং মাউছুফের যে ই'রাব হয়, ছিফতেরও সে ই'রাব হয়। আর আমেল অনুপাতে মাউছুফের মাঝে যে-ই'রাব হবে, তা ছিফতের মাঝেও হবে। যেমন ঃ اِشْتَرَيْتُ ثَوْبًا جَمِيْلًا

مرکب غیرتقییدی ঐ মুরাক্কাবে গাইরে মুফীদকে বলে, যার দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশের জন্য قید বা শর্ত হয় না। যেমন ঃ اَحَدَعَشَرَ سِيْبَوَيْهِ بَعْلَبَكُّ

مرکب غیرتقییدی তিন প্রকার। যথা ঃ مرکب بنائی مرکب صوتی مرکب منع صرف

مرکب بنائی ঐ মুরাক্কাবকে বলে, যাতে ইসনাদ (সম্বন্ধ) ও হরফে রবত (জোড় স্থাপনকারী হরফ) ব্যতীত দু'টি ইস্মকে মিলিয়ে একটি বানানো হয়েছে, তবে দ্বিতীয় অংশ একটি হরফে আতফ واؤ কে নিজের মধ্যে গোপন করে নিয়েছে, যা মূলতঃ ছিল। যেমনঃ اَحَدَ عَشَرَ থেকে নিয়ে تِسْعَةَ عَشَرَ পর্যন্ত সংখ্যা[২] আরবী যবানে।

টিকা ঃ

১. قلم এবং ثوب দু'টি ব্যাপক শব্দ। ইযাফত ও ছিফতের কারণে উভয়টির মাঝে বিশেষত্ব এসেছে। একেই تقیید বলে।

২. এসব আরবী যবানে লিখিত সংখ্যা গুলোর মাঝে واؤ عاطفہ তথা সংযোগ সৃষ্টিকারী হরফ و ছিল, একে বিলুপ্ত করে দু'টি ইস্মকে একটি বানানো হয়েছে, তবে দ্বিতীয়-ইস্মটি واؤ কে সাথে গোপন করে রেখেছে।

ক্বায়েদা ঃ মুরাক্কাবে বেনায়ী'র দুনো অংশ فتح (যবর চিহ্ন) এর উপর مبنی অর্থাৎ স্থায়ী ও অনড় হয়, তবে إِثْنَاعَشَرَ এর প্রথম অংশ মু'রাব।[১]

مرکب صوتی ঐ মুরাক্কাবকে বলে, যার দ্বিতীয় অংশ একটি ধ্বনি হয়। যেমন ঃ نِفْطَوَيْهِ[২] এতে نِفْطُ এবং وَيْهِ দ্বারা মুরাক্কাব হয়েছে এবং وَيْهِ এর কোন অর্থ নেই, শুধু একটি ধ্বনি মাত্র।

ক্বায়েদা ঃ মুরাক্কাবে ছওত্বীর প্রথম অংশ فتح[৩](যবর চিহ্ন) এর উপর এবং দ্বিতীয় অংশ کسر(যের চিহ্ন) এর উপর মাবনী হয়।

مرکب منع صرف ঐ মুরাক্কাবকে বলে, যাতে দু'টি ইস্‌মকে 'ইস্‌নাদ' ও হরফে রবৃত ছাড়া মিলিয়ে একটি ইস্‌ম বানানো হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশটি নিজের মধ্যে কোন হরফে আত্‌ফ'কে গোপন করেনি এবং মূলতঃও কোন হরফে আত্‌ফ এখানে ছিল না। যেমন ঃ حَضْرَمَوْتُ এতে حَضْرَ ও مَوْتُ দ্বারা মুরাক্কাব হয়েছে এবং তা একটি শহরের নাম হয়েছে।

ক্বায়েদা ঃ মুরাক্কাবে মান্‌য়ে ছরফ-এর প্রথম অংশ সর্বদা فتح এর উপর মাবনী হয় এবং দ্বিতীয় অংশের উপর গাইরে মুনছারেফের মত ই'রাব[৪] হয়।

***

টিকা

১. অর্থাৎ তা حالت رفعی তে اثنا এবং حالت نصبی ও جری তে اثنی হবে। যেমন ঃ جاء اثنا عشر رجلا رأيت اثنی عشر رجلا مررت باثنی عشر رجلا

২. نفطويه নাহুর একজন ইমাম এবং سيبويه ও নাহুর একজন ইমাম ছিলেন।

৩. مبنی এর শেষের হরকতকে ضم فتح کسر বলে। যেমন ঃ ضَرَبَ ফেল,এর ই'রাবকে مبنی على الفتح বলে, مبنی على الفتحة নয় (দরসে নাহু)। আর মু'রাবের শেষে যে হরকত বসে, তাদেরকে সাধারণত ঃ فتحة ضمة ও كسرة বলে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ معرب এর শেষে যে পরিবর্তন হয়, তাকে বলে رفع نصب ও جر কালিমার অবস্থানের পরিবর্তনে তাদের এই নাম রাখা হয়, সুতরাং এগুলো কোন নির্দিষ্ট حرف বা حرکت নয়, বরং প্রত্যেকটির কয়েকটি করে চিহ্ন রয়েছে (দরসে নাহু)।

৪. অর্থাৎ তার উপর کسرہ ও تنوين আসে না, کسرہ বা যেরের স্থলে সর্বদা فتح বা যবর হয়ে থাকে।

অনুশীলনী প্রশ্নমালা

(১) ইল্‌মে নাহুর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।
(২) ইল্‌মে নাহুর আলোচ্য বিষয়ও ফায়েদা বলো।
(৩) অর্থবোধক শব্দ কত প্রকার?
(৪) মুফরাদ (مفرد) এর অপর নাম কি?
(৫) কালিমার সংজ্ঞা ও তার প্রকার বর্ণনা কর।
(৬) اسم এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(৭) اسم এর চিহ্নগুলো উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(৮) فعل এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(৯) فعل এর চিহ্নগুলো উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(১০) حرف এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(১১) حرف এর ফায়েদা কি এবং তার কয়টি ছূরত?
(১২) مرکب এর সংজ্ঞা ও তার প্রকারসমূহ বর্ণনা কর।
(১৩) مرکب مفید ও مرکب غیر مفید এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(১৪) জুমলা বা বাক্য কত প্রকার?
(১৫) জুমলায়ে খবরিয়্যার সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(১৬) জুমলায়ে ইনশাইয়্যার সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(১৭) জুমলায়ে খবরিয়্যাহ কত প্রকার?
(১৮) জুমলায়ে ইসমিয়্যার সংজ্ঞা ও উদাহরণ বর্ণনা কর।
(১৯) জুমলায়ে ফেলিয়্যার সংজ্ঞা ও উদাহরণ বর্ণনা কর।
(২০) জুমলার শুরুতে حرف আসলে তা কোন ধরনের জুমলা হয়?
(২১) জুমলার প্রথম কালিমা প্রথম অংশ কখন হয়?
(২২) জুমলার মাঝে কমপক্ষে কয়টি কালিমা হয়?
(২৩) জুমলার মাঝে সর্বোচ্চ কয়টি কালিমা হতে পারে?
(২৪) জুমলায়ে ইনশাইয়্যার সমস্ত প্রকারগুলো সংজ্ঞাও উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
(২৫) মুরাক্কাবে গাইরে মুফীদ কত প্রকার?
(২৬) مرکب تقییدی ও غیر تقییدی এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(২৭) مرکب اضافی এর সংজ্ঞা ও উদাহরণ বর্ণনা কর।
(২৮) مضاف কোন কোন বিষয় থেকে মুক্ত থাকে?
(২৯) مضاف الیہ এর ই'রাব কি?
(৩০) مرکب بنائی এর সংজ্ঞা এবং মেছাল দাও।
(৩১) مرکب بنائی এর ই'রাব কি?

(৩২) مرکب توصیفی এর সংজ্ঞা ও মেছাল দাও
(৩৩) صفت এর উপর কি ই'রাব আসে?
(৩৪) مرکب صوتی এর সংজ্ঞা ও উদাহরণ বর্ণনা কর।
(৩৫) مرکب صوتی এর ই'রাব কি?
(৩৬) مرکب منع صرف এর সংজ্ঞা, উদাহরণ ও ই'রাব বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ পাঠ

اعداد-(গণনা) প্রসঙ্গে

وَاحِدٌ[১] ১ اِثْنَانِ ২ ثَلَاثَةٌ ৩ اَرْبَعَةٌ ৪ خَمْسَةٌ ৫ سِتَّةٌ ৬ سَبْعَةٌ ৭ ثَمَانِيَةٌ ৮ تِسْعَةٌ ৯ عَشَرَةٌ ১০
اَحَدَ عَشَرَ ১১ اِثْنَا عَشَرَ ১২ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ১৩ اَرْبَعَةَ عَشَرَ ১৪ خَمْسَةَ عَشَرَ ১৫ سِتَّةَ عَشَرَ ১৬ سَبْعَةَ عَشَرَ ১৭
ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ১৮ تِسْعَةَ عَشَرَ ১৯ عِشْرُوْنَ ২০ وَاحِدٌ وَّعِشْرُوْنَ ২১ اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ ২২ ثَلَاثَةٌ وَّعِشْرُوْنَ ২৩
اَرْبَعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ ২৪ خَمْسَةٌ وَّعِشْرُوْنَ ২৫ سِتَّةٌ وَّعِشْرُوْنَ ২৬ سَبْعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ ২৭ ثَمَانِيَةٌ وَّعِشْرُوْنَ ২৮
تِسْعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ ২৯ ثَلَاثُوْنَ ৩০ اَرْبَعُوْنَ ৪০ خَمْسُوْنَ ৫০ سِتُّوْنَ ৬০ سَبْعُوْنَ ৭০ ثَمَانُوْنَ ৮০
تِسْعُوْنَ ৯০ مِئَةٌ (مِاَةٌ) ১০০ مِائَتَانِ ২০০ ثَلَاثُ مِئَةٍ ৩০০ (ثَلَثْمِاَةٍ) اَلْفٌ ১০০০ (এক হাজার),
اَلْفَانِ ২০০০ (দুই হাজার), ثَلَاثَةُ آلَافٍ ৩০০০ (তিন হাজার), مِئَةُ اَلْفٍ ১,০০০০০ (এক লক্ষ) اَلْفُ اَلْفٍ ১০,০০০০০ (দশ লক্ষ)।

عدد رتبى[২] পদ-মর্যাদা প্রকাশক সংখ্যা

مذكر তথা পুরুষ বাচক সংখ্যা ঃ اَلْاَوَّلُ (اَلسَّطْرُ) প্রথম লাইন اَلثَّانِى দ্বিতীয় اَلثَّالِثُ তৃতীয় اَلرَّابِعُ চতুর্থ اَلْخَامِسُ পঞ্চম اَلسَّادِسُ ষষ্ঠ اَلسَّابِعُ সপ্তম اَلثَّامِنُ অষ্টম اَلتَّاسِعُ নবম اَلْعَاشِرُ দশম اَلْحَادِىْ عَشَرَ একাদশতম, اَلثَّانِىْ عَشَرَ দ্বাদশতম اَلثَّالِثُ عَشَرَ... এয়োদশতম اَلْعِشْرُوْنَ বিশতম, اَلْوَاحِدُ وَالْعِشْرُوْنَ একুশতম, اَلثَّانِىْ وَالْعِشْرُوْنَ.. বাইশতম, اَلْمِأَةُ শততম, اَلْاَلْفُ সহস্রতম,

مؤنث তথা স্ত্রীবাচক সংখ্যাঃ اَلْاُوْلٰى (اَلصَّفْحَةُ) প্রথম পৃষ্ঠা (পৃথক ভাবে ব্যবহার হলে প্রথমা), اَلثَّانِيَةُ দ্বিতীয়া, اَلثَّالِثَةُ তৃতীয়া........ ।

টিকা ঃ

১. واحد احد এবং حادى তিনটিই সমার্থবোধক এবং مذكر তথা পুরুষ বাচক। আর واحدة احدى ও حادية সমার্থবোধক এবং مؤنث তথা স্ত্রীবাচক সংখ্যা। এগুলোর ব্যবহার বিধি হচ্ছে এইঃ

(১) واحد টি مفرد ও معطوف عليه দুনোভাবে ব্যবহার হয়। যেমন ঃ هذا واحد/واحد وعشرون এবং তা عشر এর সাথে যুক্ত হয় না।

(২) احد টি عشر এর সাথে সংযুক্ত হয়। যেমন বলা হয় احد عشر كوكبا তা مفرد হয়ে ব্যবহার হয় না, এমনিভাবে সাহিত্যগত ব্যবহারে معطوف عليه ও হয় না। তাই جاء احد এবং احد وعشرون ছহীহ নয়।

(৩) واحدة একাকীভাবে এবং معطوف عليه হয়ে ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয় هذه واحدة এবং هذه واحدة وعشرون এবং عشرة এর সাথে তার তারকীব বিরল।

(৪) حادى এবং حادية উভয়টি عشرة এর সাথে সংযুক্ত হয় এবং معطوف عليه ও হয়। যেমন ঃ اليوم الحادى عشر/الحادى والعشرون-الليلة الحادية عشرة/الحادية والعشرون আর এ দু'টি مفرد (পৃথক) হয়ে ব্যবহার হয় না

(৫) احدى ও عشرة এর সাথে সংযুক্ত হয় এবং معطوف عليه ও হয়। যেমন ঃ احدى عشرة غرفة احدى و عشرون غرفة (আন নাহ্বুল ওয়াফী)।

(পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

اَلْحَادِيَةُعَشَرَةَ একাদশতমা, اَلثَّانِيَةُ عَشَرَةَ দ্বাদশতমা, اَلثَّالِثَةُ عَشَرَةَ এয়োদশতমা.. اَلْعِشْرُوْنَ বিশতমা (এতে মুযাক্কার-মুয়ান্নাছ এক) اِحْدٰى وَعِشْرُوْنَ একুশতমা, اَلثَّانِيَةُ وَعِشْرُوْنَ বাইশতমা, اَلْمِأَةُ শততমা اَلْاَلْفُ সহস্রতমা।

সপ্তম পাঠ

واحد تثنيه جمع

সংখ্যার দিক থেকে اسم তিন প্রকার واحد একবচন تثنيه দ্বিবচন جمع বহুবচন।

(১) واحد ঃ ঐ اسم কে বলে, যা একের উপর ইঙ্গিত করে। যেমন ঃ رَجُلٌ (একজন পুরুষ) اِمْرَأَةٌ (একজন মহিলা)।

(২) تثنيه ঐ اسم কে বলে, যা দু'য়ের উপর ইঙ্গিত করে। যেমন ঃ رَجُلَانِ رَجُلَيْنِ (দু'জন পুরুষ) واحد তথা একবচনীয় শব্দের শেষে حالت رفعى তে الف ماقابل مفتوح এবং حالت نصبى ও جرى তে ياماقبل مفتوح এবং উভয়টির পরে نون مكسور (যের বিশিষ্ট নুন) বাড়ালে تثنيه বা দ্বিবচনের শব্দ গঠিত হয়। যেমনঃ جَاءَ الرَّجُلَانِ-رَأَيْتُ الرَّجُلَيْنِ-مَرَرْتُ بِالرَّجُلَيْنِ

(৩) جمع ঃ ঐ اسم কে বলে, যা দুয়ের অধিকের উপর ইঙ্গিত করে। যেমন ঃ رِجَالٌ-مُسْلِمُوْنَ-مُسْلِمَاتٌ -

واحد তথা একবচনীয় শব্দে কিছু পরিবর্তনের দ্বারা جمع-এর শব্দ গঠিত হয় এবং পরিবর্তনের দৃষ্টিকোণ্ থেকে جمع দু'ভাগে বিভক্ত جمع مُكَسَّر ও جمع سَالِم

(১) جمع مكسر ঐ جمع কে বলে, যাতে واحد এর وزن (রূপ) পূর্বের অবস্থায় বাকী থাকে না। যেমন ঃ كِتَابٌ এর বহু বচন كُتُبٌ এবং رَجُلٌ এর জমা رِجَالٌ - আর جمع مكسر কে جمع تكسير ও বলা হয়।

(২) جمع سالم ঃ ঐ জমা'কে বলে, যাতে واحد এর ওযন পূর্বের অবস্থায় বাকী থাকে, যা কিছু বৃদ্ধি পাবে, তা واحد -এর ওযনের শেষে হবে। যেমন ঃ مُسْلِمٌ এর জমা' مُسْلِمُوْنَ এবং مُسْلِمَةٌ এর জমা' مُسْلِمَاتٌ -

অতঃপর جمع سالم দু'ভাগে বিভক্তঃ جمع مذكرسالم - جمع مؤنث سالم

(১) جمع مذكرسالم ঃ ঐ জমা'কে বলে, যা مذكر এর উপর ইঙ্গিত করে এবং তাতে واحد এর ওযন পূর্বের অবস্থায় বাকী থাকে। واحد এর শেষে حالت رفعى তে

টিকা ঃ (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

২. এদেরকে عدد وصفى এবং عدد فاعلى ও বলা হয়। কেননা তাদের একবচন গুলো فاعل এর ওযনে আসে।

واؤ ماقبل مضموم এবং حالت نصبی ও جری তে یاماقبل مکسور এবং উভয়ের পরে نون مفتوح বাড়ানোর দ্বারা এই জমা' গঠিত হয়। যেমন ঃ جَاءَ مُسْلِمُوْنَ - رَأَيْتُ مُسْلِمِيْنَ مَرَرْتُ بِمُسْلِمِيْنَ

(২) جمع مؤنث سالم ঃ ঐ জমা'কে বলে, যা مؤنث এর উপর ইঙ্গিত করে এবং তাতে واحد এর ওযন পূর্বাবস্থায় বাকী থাকে। এই জমা واحد ছিগার শেষে الف ও লম্বা ت বাড়ানোর দ্বারা গঠিত হয়। যেমন ঃ مُسْلِمَةٌ এর জমা' مُسْلِمَاتٌ -

ক্বায়েদা ঃ واحد এর শেষে গোল তা ة হলে جمع বানানোর সময় তা বিলুপ্ত করতে হয়।

অষ্টম পাঠ

جامد مصدر مشتق

مشتق হওয়া না হওয়ার দিক থেকে اسم তিন প্রকার ঃ جامد مصدر ও مشتق

(১) جامد ঐ اسم কে বলে, যা নিজে অন্য কারো থেকে গঠিত হয়নি এবং অন্য কোন কালিমা তার থেকে গঠিত হয় না। যেমন ঃ فَرَسٌ رَجُلٌ ইত্যাদি।

(২) مصدر ঐ اسم কে বলে, যা নিজে অন্য থেকে গঠিত হয়নি, তবে অন্য কালিমা তার থেকে গঠিত হয়। যেমন ঃ اَلنَّصْرُ মাছদার থেকে ফে'ল نَصَرَ يَنْصُرُ نَاصِرٌ مَنْصُوْرٌ ইত্যাদি কালিমা সৃষ্টি হয়েছে।

(৩) مشتق ঐ اسم কে বলে, যা مصدر[1] থেকে গঠিত হয়। এই اسم مشتق হচ্ছে ছয়টি[2] যথা ঃ اسم فاعل اسم مفعول اسم اله اسم ظرف اسم تفضيل صفت مشبه

(১) اسم فاعل ঐ اسم কে বলে, যা এমন সত্তার উপর ইঙ্গিত করে, যার সাথে কোন ফে'ল নতুন কায়েম হয়েছে। যেমনঃ ضَارِبٌ ঐ ব্যক্তি, যার সাথে প্রহার কাজটি নতুন কায়েম হয়েছে। সর্বদা সে প্রহারকারী নয়। اسم فاعل টি তিন হরফ বিশিষ্ট فعل ماضى থেকে فَاعِلٌ এর ওযনে আসে।

(২) اسم مفعول ঐ اسم কে বলে, যা এমন সত্তার উপর ইঙ্গিত করে, যার উপর কোন فعل (কাজ) পতিত বা সংঘটিত হয়েছে। যেমনঃ مَضْرُوْبٌ (প্রহারকৃত) اسم مفعول টি তিন হরফ বিশিষ্ট فعل ماضى থেকে مَفْعُوْلٌ এর ওযনে আসে।

টিকা ঃ

১. অপর এক মতে اسم مشتق সমূহ এবং স্বয়ং মাছদারও فعل থেকে নির্গত হয়।

২. কতেক নাহুবিদের মতে اسم مشتق মোট দশটিঃ اسم مره اسم نوع اسم مبالغه এবং مصدر কেও তারা اسماء مشتقه এর মাঝে গণ্য করেন।

(৩) اسم الہ ঐ اسم কে বলে, যা কাজ করার যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ারসমূহের উপর ইঙ্গিত করে। اسم الہ এর ওযন তিনটি। যথাঃ مِفْعَلٌ যেমন ঃ مِبْرَدٌ (রেত) مِفْعَلَةٌ যেমনঃ مِكْنَسَةٌ (ঝাড়ু) مِفْعَالٌ যেমন ঃ مِفْتَاحٌ (চাবি)।

নবম পাঠ

অবশিষ্ট اسم مشتق সমূহ

(৪) اسم ظرف ঐ اسم কে বলে, যা কাজ সংঘটিত হওয়ার কাল অথবা স্থানের প্রতি ইঙ্গিত করে। যেমন ঃ مَكْتَبٌ (লেখার স্থান) ظرف দু'প্রকার ঃ ظرف زمان ও ظرف مكان

ক্বায়েদা ঃ اسم ظرف টি ثلاثی مجرد থেকে مَفْعَلٌ এর ওযনে আসে, যখন নাকি مضارع এর عين কালিমা مفتوح অথবা مضموم হবে। আর যদি مكسور হয়, তবে مَفْعِلٌ এর ওযনে আসবে। যেমন ঃ مَفْتَحٌ (খোলার স্থান বা সময়) مَنْصَرٌ (সাহায্য করার স্থান বা সময়) مَضْرِبٌ (প্রহার করার স্থান বা সময়) কিন্তু مَسْجِدٌ مَغْرِبٌ مَشْرِقٌ ইত্যাদি কিছু শব্দ উল্লেখিত ক্বায়েদার খেলাফ ব্যবহার হয়।

(৫) اسم تفضيل ঐ اسم কে বলে, যা অন্যের তুলনায় معنى فاعلى তথা কর্তাবাচক অর্থের আধিক্যের উপর ইঙ্গিত করে। যেমন ঃ أَكْرَمُ (অন্যদের তুলনায় বেশী সম্মানিত একজন পুরুষ) كُرْمٰى (বেশী সম্মানিতা একজন মহীলা)

ক্বায়েদা ঃ ইস্‌মে তাফযীল মুযাক্কার ثلاثی مجرد থেকে أَفْعَلُ ওযনে এবং মুয়ান্নাছটি فُعْلٰى ওযনে আসে।

ক্বায়েদা ঃ ইস্‌মে তাফযীল মুযাক্কার وزن فعل ও وصف এর কারণে غير منصرف হয়, তাই তাতে كسره ও تنوين আসে না এবং ইস্‌মে তাফযীল মুয়ান্নাছ হচ্ছে اسم مقصور তাই তাতে তিনো অবস্থায় اعراب تقديرى তথা উহ্য ই'রাব হয়।

মুযাক্কারের উদাহরণ ঃ هٰذَا أَكْرَمُ رَأَيْتُ أَكْرَمَ مَرَرْتُ بِأَكْرَمَ

মুয়ান্নাছের উদাহরণ ঃ هٰذِهٖ كُرْمٰى رَأَيْتُ كُرْمٰى مَرَرْتُ بِكُرْمٰى

(৬) صفت مشبه[১] ঐ اسم কে বলে, যা এমন সত্বার উপর ইঙ্গিত করে, যার সাথে

টিকা ঃ

১. صفت مشبه তথা ঐ اسم صفت যা اسم فاعل এর সাদৃশ্য হয় এবং উভয়ের মাঝে পার্থক্য হলো এই যে, اسم فاعل এর মাঝে معنى مصدرى -এর কায়েম হওয়াটি নতুন ও অস্থায়ীভাবে হয় এবং صفت مشبه এর মাঝে স্থায়ী ও স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে হয়। আর اسم مبالغه ও اسم تفضيل এর মাঝে পার্থক্য হলো এই যে, اسم تفضيل এর মাঝে অর্থের আধিক্যতা অন্যের তুলনায় হয়ে থাকে এবং اسم مبالغه এর মাঝে নিজে নিজেই হয়ে থাকে, অন্যের তুলনায় নয়।

কোন معنى مصدرى তথা মাছদারসূচক অর্থ স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে কায়েম হয়। যেমনঃ حَسَنٌ (সুদর্শন)। جَمِيْلٌ (সুন্দর)।

معنى مصدرى এবং معنى حدثى বলা হয় কোন কাজ হওয়া অথবা করাকে। যেমন সুন্দর হওয়া, সাহায্য করা ইত্যাদি। এতে যে 'হওয়া' এবং 'করা' রয়েছে, তাই হচ্ছে معنى مصدرى।

নোট ঃ صفت مشبه এর ওযনসমূহ علم صرف এর কিতাব সমূহে বর্ণনা করা হয়। বিস্তারিত জানার জন্য آسان صرف দেখুন।

দশম পাঠ

تذكير ও تانيث এর বর্ণনা

جنس[১] তথা জাতি হিসেবে اسم দু'প্রকার। مذكر ও مؤنث

مذكر ঃ ঐ اسم কে বলে, যাতে تانيث তথা মুয়ান্নাছ হওয়ার কোন চিহ্ন না পাওয়া যায়। যেমন ঃ كِتَابٌ ـ فَرَسٌ ـ رَجُلٌ।

مؤنث ঃ ঐ اسم কে বলে যাতে تانيث এর কোন চিহ্ন পাওয়া যায়। যেমন ঃ فَاطِمَةُ صُغْرٰى حَمْرَاءُ।

تانيث তথা মুয়ান্নাছ হওয়ার নিদর্শন তিনটি ঃ (১) গোল তা ঃ ة যেমন ঃ طَلْحَةُ[২]।
(২) الف مقصوره (খাটো আলিফ) যেমন ঃ صُغْرٰى।
(৩) الف ممدوره (লম্বা আলিফ) যেমন ঃ حَمْرَاءُ।

অতঃপর চিহ্ন পাওয়া যাওয়ার দিক থেকে مؤنث দু'প্রকার: مؤنث لفظى - مؤنث معنوى

مؤنث لفظى ঃ ঐ মুয়ান্নাছকে বলে, যাতে প্রকাশ্য ভাবে تانيث এর চিহ্ন থাকে। যেমন ঃ طَلْحَةُ فَاطِمَةُ صُغْرٰى حَمْرَاءُ।

مؤنث معنوى ঃ ঐ মুয়ান্নাছকে বলে, যাতে تانيث এর চিহ্ন প্রকাশ্য ভাবে থাকে না, বরং অপ্রকাশ্যভাবে থাকে। যেমন ঃ شَمْسٌ - اَرْضٌ।

ফায়েদা ঃ مؤنث لفظى কে مؤنث قياسى এবং مؤنث معنوى কে مؤنث سماعى ও বলা হয়।

ফায়েদা ঃ مؤنث معنوى তে ة মেনে নেয়া হয়। যেমন ঃ ارضٌ ও شمسٌ এর আসল اَرْضَةٌ এবং شَمْسَةٌ মেনে নেয়া হয়েছে।

টিকা ঃ

১. علم القواعد এ جنس এর অর্থ করা হয়েছে تذكير ও تانيث –

২. مذكر এর নামের শেষে تانيث এর চিহ্ন আসার দ্বারা শুধু تانيث لفظى তথা শব্দগত মুয়ান্নাছ সৃষ্টি হয়। যেমন ঃ طلحة مُعَاوِيَةُ ইত্যাদি।

এছাড়া যাত তথা সত্তার দিক থেকেও মুয়ান্নাছ দু'প্রকার ঃ مؤنث حقيقى ও مؤنث لفظى বা مؤنث حكمى -

مؤنث حقيقى ঃ ঐ মুয়ান্নাছকে বলে, যার বিপরীতে পুরুষ (নর) প্রাণী থাকে। যেমন ঃ اِمْرَأَةٌ ও نَاقَةٌ এর মুকাবেলায় رَجُلٌ ও جَمَلٌ রয়েছে।

مؤنث لفظى-حكمى ঃ ঐ মুয়ান্নাছকে বলে, যার বিপরীতে নর প্রাণী নেই। যেমনঃ ظُلْمَةٌ (অন্ধকার) عَيْنٌ (চক্ষু, ঝর্ণা)।

ফায়েদা ঃ নিম্নোক্ত বিষয়গুলি হচ্ছে মুয়ান্নাছ ঃ

(১) ঐ সমস্ত ইস্ম, যা মুয়ান্নাছ তথা মহিলাদের নাম হয়। যেমন ঃ زَيْنَبُ مَرْيَمُ ইত্যাদি।

(২) ঐ সমস্ত ইস্ম, যা মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট। যেমন ঃ اُمٌّ (মা) اُخْتٌ (বোন) بِنْتٌ (মেয়ে) حَامِلٌ (গর্ভবতী) مُرْضِعٌ (ধাত্রী, যে মহিলা শিশুকে দুধ পান করায়)।

(৩) দেশ, শহর ও গোত্রের নামসমূহ। যেমনঃ مِصْر (মিশর) عِرَاق (ইরাক) رِيَاض (রিয়াদ), دِهْلِى (দিল্লী), قُرَيْش (কুরাইশ) ইত্যাদি।

(৪) মানুষের ঐ সমস্ত অংগ, যা জোড়া জোড়া। এদের উপর ইঙ্গিতকারী শব্দগুলো মুয়ান্নাছ। যেমনঃ عَيْنٌ (চক্ষু) يَدٌ (হাত) رِجْلٌ (পা)। তবে صُدْغٌ (চুলের বেণী) مِرْفَقٌ (কনুই) حَاجِبٌ (ভ্রু) এবং خَدٌّ (গাল) মুযাক্কার।

অনুশীলনী

(১) 'এক' হতে 'একশত' পর্যন্ত গণনা করো।

(২) পদ–মর্যাদা প্রকাশক মুযাক্কার সংখ্যাগুলো 'এক' থেকে 'পঞ্চাশ' পর্যন্ত গণনা করো।

(৩) মর্যাদা প্রকাশক মুয়ান্নাছ সংখ্যাগুলো 'একান্ন' থেকে 'একশত' পর্যন্ত গণনা করো।

(৪) বিভিন্ন সংখ্যা উর্দূতে (বাংলায়) জিজ্ঞাসা করে ছাত্রদের থেকে আরবীতে জবাব নিবে।

(৫) واحد - تثنیہ ও جمع এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা করো।

(৬) تثنیہ বানানোর পদ্ধতি বর্ণনা করো।

(৭) جمع مکسر এর সংজ্ঞা মেছালসহ বর্ণনা করো।

(৮) جمع مکسر এর অপর নাম কি?

(৯) جمع سالم এর সংজ্ঞা বর্ণনা করো।

(১০) جمع مذکر سالم এর সংজ্ঞা মেছালসহ বলো।

(১১) جمع مذکر سالم বানানোর তরিকা বর্ণনা করো।

(১২) جمع مؤنث سالم এর সংজ্ঞা এবং মেছাল দাও।

(১৩) جمع مؤنث سالم বানানোর পদ্ধতি কি?

(১৪) جامد - مصدر ও مشتق কোন হিসেবে اسم এর প্রকার?

(১৫) جامد এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা করো।

(১৬) مصدر এর সংজ্ঞা ও মেছাল বর্ণনা করো।

(১৭) مشتق এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।

(১৮) اسماء مشتقہ কয়টি?

(১৯) اسم فاعل এর সংজ্ঞা, মেছাল এবং ওযন বলো।

(২০) اسم مفعول এর সংজ্ঞা, মেছাল এবং ওযন বলো।

(২১) اسم آلہ এর সংজ্ঞা, মেছাল এবং ওযন গুলো বলো।

(২২) اسم ظرف এর সংজ্ঞা ও প্রকার গুলো বলো।

(২৩) اسم ظرف এর ওযন কী?

(২৪) اسم تفضیل এর সংজ্ঞা ও মেছাল বলো।

(২৫) اسم تفضیل মুযাক্কার ও মুয়ান্নাছের ওযন কী?

(২৬) صفت مشبہ এর সংজ্ঞা মেছাল সহ বলো।

(২৭) معنی مصدری কাকে বলে?

(২৮) مذکر এর সংজ্ঞা এবং মেছাল দাও।

(২৯) مؤنث এর সংজ্ঞা এবং মেছাল দাও।

(৩০) تانیث এর নিদর্শন কয়টি ও কী কী?

(৩১) علامت বা চিহ্ন পাওয়া যাওয়ার ভিত্তিতে মুয়ান্নাছ কত প্রকার?

(৩২) مؤنث لفظی এবং معنوی এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা করো।

(৩৩) مؤنث لفظی ও معنوی এর অপর নাম কী?

(৩৪) ذات বা সত্তা হিসেবে মুয়ান্নাছ কত প্রকার?

(৩৫) مؤنث حقیقی ও لفظی এর সংজ্ঞা এবং উদাহরণ বর্ণনা করো।

(৩৬) মুয়ান্নাছ ইস্‌ম সমূহ কী কী?

একাদশ পাঠ

مبنى ও معرب

শেষ হরফের পরিবর্তনের দৃষ্টিকোন থেকে কালিমা দু'প্রকার ঃ معرب ও مبنى

(১) معرب ঃ ঐ কালিমাকে বলে, যার শুরুতে عامل এর পরিবর্তনের কারণে তার শেষে পরিবর্তন ঘটে। অথবা বাক্যে অবস্থানের পরিবর্তনের কারণে যে কালিমার শেষে পরিবর্তন ঘটে, তাকে معرب বলে। যেমন ঃ جَاءَ زَيْدٌ - رَأَيْتُ زَيْدًا এবং مَرَرْتُ بِزَيْدٍ বাক্যে زيد কালিমাটি معرب-

(২) مبنى ঃ যে কালিমার শুরুতে বিভিন্ন عامل আসা সত্ত্বেও তার শেষে কোন পরিবর্তন ঘটে না। অথবা বাক্যে অবস্থানের পরিবর্তন সত্ত্বেও যে كلمة এর শেষে কোন পরিবর্তন হয় না, তাকে مبنى বলে। যেমন ঃ جَاءَ هٰؤُلَاءِ - رَأَيْتُ هٰؤُلَاءِ مَرَرْتُ بِهٰؤُلَاءِ বাক্যগুলোতে هٰؤُلَاءِ কালিমাটি হলো مبنى- কেননা তা তিনো অবস্থায় একই রকম ই'রাব গ্রহণ করেছে।

ফায়েদা ঃ اسم معرب কে اسم متمكن এবং اسم مبنى কে اسم غير متمكن ও বলা হয়। আর اسم معرب এর ই'রাব হচ্ছে তিনটি। যথা ঃ رفع نصب ও جر- সুতরাং এর প্রকারও তিনটি। যথা ঃ مرفوعات منصوبات ও مجرورات -

(১) مرفوعات ঃ অর্থাৎ ঐ সমস্ত اسم, যার اعراب হয় رفع- এরূপ اسم আট প্রকার। যথা ঃ فاعل - نائب فاعل (مفعول مالم يسم فاعله)- مبتداء- خبر- حروف مشبه بالفعل এর خبر, ما و لا مشابه بليس এর اسم এবং لائے نفى جنس এর اسم তথা افعال ناقصه كان ইত্যাদির خبر এর -

(২) منصوبات ঃ তথা ঐ সমস্ত اسم, যাদের اعراب হয় نصب - এরূপ اسم বার প্রকার। যথা ঃ مفعول مطلق - مفعول به - مفعول له - مفعول فيه - مفعول معه - حال - تميز - مستثنى, حروف مشبه بالفعل এর اسم, افعال ناقصه এর خبر, ما و لا مشابه بليس এর خبر, এবং لائے نفى جنس এর اسم -

(৩) مجرورات ঃ তথা ঐ সমস্ত اسم যার اعراب হয় جر- এরূপ اسم দু'টি। যথা ঃ مجرور بحرف جر- مضاف اليه

مبنيات ঃ তথা ঐ সমস্ত কালিমা, যার শেষ হরফ সর্বদা এক অবস্থায় থাকে। যথা ঃ (১) সমস্ত হরফ مبنى (২) فعل সমূহের মাঝে فعل ماضى[1] এবং امر حاضر معروف মবনী (৩) আট প্রকার اسم হচ্ছে مبنى যথা ঃ ضمير - اسم اشاره - اسم موصول - اسم فعل - اسم صوت - اسم ظرف - اسم كنايه - مركب بنائى -

---

টিকা ঃ ১. এ সমস্ত فعل তখন مبنى হবে, যখন তাদের শেষে ضمير مرفوع متصل যুক্ত না হবে।

ফায়েদা ঃ حروف ماضى فعل এবং امرحاضرمعروف হচ্ছে مبنى الاصل এবং বাকি আট প্রকার اسمائے مبنیہ হচ্ছে مبنى الاصل এর সাদৃশ্য।

تو ابع ঃ তথা ঐ সমস্ত اسم, যার উপর ঐ اعراب ই আসে, যা তার متبوع -এর উপর আসে। এরূপ اسم পাঁচ প্রকার। যথাঃ صفت - تاكيد - بدل - معطوف بحرف - عطف بيان

ফায়েদা ঃ تحذير - ترخيم - منادى - استغاثه - ندبه এবং اضمار على شرط التفسير ইত্যাদি مفعول به এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বাদশ পাঠ

اسم منسوب এর বর্ণনা

اسم منسوب ঃ ঐ اسم কে বলে, যার দিকে نسبت বা সম্পর্কিত করা হয়েছে। যেমনঃ مِصْرِىٌّ (মিশরের অধিবাসী) دِهْلَوِىٌّ (দিল্লীর অধিবাসী) نَحْوِىٌّ (নাহুবিদ, ব্যাকরণবিদ)।

ক্বায়েদা ঃ نسبت তথা সম্পর্কিত করার জন্য اسم এর শেষে یامشددماقبل مکسور অর্থাৎ তাশদিদযুক্ত ی ও তার পূর্বের হরফে যের চিহ্ন তথা کسره বাড়াতে হবে। (বিস্তারিত বয়ান آسان صرف দ্রষ্টব্য)

تصغير এর বর্ণনা

تصغير ঃ স্বল্পতা, ছোটত্ব অথবা হীনতা-তুচ্ছতা প্রকাশ করার জন্য اسم এর মাঝে এক বিশেষ ধরনের পরিবর্তন করা। যেমনঃ رَجُلٌ থেকে رُجَيْلٌ (অপদস্ত ব্যক্তি, ছোট পুরুষ)

اسم مصغر ঃ ঐ اسم, যাতে تصغير করা হয়েছে। যেমন ঃ رُجَيْلٌ

ক্বায়েদা ঃ تصغير এর জন্য তিনটি ওযন রয়েছে। যথাঃ (১) ثلاثى مجرد থেকে فُعَيْلٌ যেমন ঃ رَجُلٌ থেকে رُجَيْلٌ (২) رباعى-ثلاثى مزيد فيه এবং خماسى থেকে, যখন চতুর্থ হরফ مده তথা মাদ্দের হরফ (یا الف و) না হবে, তার تصغير হবে فُعَيْعِلٌ ওযনে। যেমনঃ مُسْرِفٌ (অপচয়কারী) থেকে مُسَيْرِفٌ, جَعْفَرٌ থেকে (নদী, খাল) جُعَيْفِرٌ এবং سَفَرْجَلٌ (বড়ই) থেকে سُفَيْرِجٌ -

(৩) আর যদি চতুর্থ হরফ মাদ্দের অক্ষর হয়, তবে فُعَيْعِيْلٌ এর ওযনে আসে। যেমন ঃ قِرْطَاسٌ (কাগজ) থেকে قُرَيْطِيْسٌ (স্বল্প বা সাধারণ কাগজ)।

جمع کثرت ও جمع قلت এর বর্ণনা

جمع قلت ঃ ঐ جمع কে বলে,যা তিন থেকে দশ পর্যন্ত বুঝায়। এর ওযন চারটি। যথাঃ (১) اَفْعَالٌ যেমন ঃ اَقْوَالٌ (কয়েকটি কথা)। (২) اَفْعُلٌ যেমন ঃ اَنْهُرٌ (নদীগুলো) (৩) اَفْعِلَةٌ যেমন ঃ اَرْغِفَةٌ (রুটিগুলো) (৪) فِعْلَةٌ যেমন ঃ فِتْيَةٌ (যুবকগুলো)।
جمع کثرت ঃ ঐ جمع কে বলে, যা তিন থেকে নিয়ে উপরে অনির্দিষ্ট সংখ্যাকে বুঝায়। جمع قلت এর ওযনগুলো ছাড়া বাকী সব জমা' جمع کثرت এর ওযন।
ক্বায়েদা ঃ جمع مذکر سالم এবং جمع مؤنث سالم এর উপর যখন ال না হবে, তখন তা جمع قلت এর আওতায় থাকবে এবং যখন ال যুক্ত হবে, তখন جمع کثرت এর আওতায় চলে যাবে।

এয়োদশ পাঠ

اسم معرب এর اعراب এর বর্ণনা

اسم معرب এর উপর اعراب কখনো حرکت এর মাধ্যমে আসে, কখনো حروف[১] এর মাধ্যমে। অতঃপর اعراب কখনো لفظی হয়, কখনো تقدیری - সুতরাং اسم معرب এর اعراب এর মোট নয়টি ছূরত হয়।
তিনটি ছূরতে ই'রাব حرکت দ্বারা হয় এবং لفظی হয়।
আর তিনটি ছূরতে ই'রাব حروف দ্বারা হয় এবং لفظی হয়।
আর তিনটি ছূরতে ই'রাব تقدیری হয়।

اعراب بالحرکت এর তিনটি ছূরত

প্রথম ছূরত ঃ رفع হবে পেশ (ـُ) দ্বারা, نصب হবে 'যবর' (ـَ) দ্বারা এবং جر হবে 'যের' (ـِ) দ্বারা। এই ই'রাব তিন প্রকার ইস্মের মাঝে হয়ে থাকে।
(১) مفرد منصرف صحیح (২) مفرد منصرف جاری مجری صحیح (৩) جمع مکسر - যখন এগুলো مضاف না হবে।
যেমন ঃ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ/ بِزَيْدٍ-رَأَيْتُ رَجُلًا/ زَيْدًا- هٰذَا رَجُلٌ/ وَعْدٌ/ زَيْدٌ/ دَلْوٌ/ ظَبْيٌ/ رِجَالٌ
مفرد منصرف صحیح ঃ ঐ اسم কে বলে, যা مفرد হয় অর্থাৎ واحد হয়, تثنیہ ও جمع না হয়, منصرف হয় অর্থাৎ غیر منصرف না হয় এবং صحیح হয় অর্থাৎ তার[২] শেষে حرف علت (ی-ا-و) না হয়। যেমন ঃ زَيْدٌ وَعْدٌ رَجُلٌ

টিকা ঃ
১. حرکت দ্বারা উদ্দেশ্য 'যের' 'যবর' ও 'পেশ' ـُـَـِ। আর (جزم) ইস্মে মু'রাবের উপর আসে না এবং حروف দ্বারা উদ্দেশ্য ی-الف-واو যার সমষ্টি হচ্ছে وای এবং لفظی ই'রাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শব্দর মাঝে ই'রাব প্রকাশ হওয়া এবং تقدیری ই'রাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শব্দের মাঝে ই'রাব প্রকাশ না হওয়া,শুধু মেনে নেওয়া হবে।
২. নাহুবিদগণের নিকট শুধু কালিমার শেষ হরফ ধর্তব্য। সুতরাং যদি তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের প্রথম অথবা দ্বিতীয় হরফ حرف علت হয়, তবে তাও صحیح যেমন ঃ وعد زید قیل وزن

مفرد منصرف جاری مجری صحیح : ঐ اسم কে বলে, যা واحد তথা এক বচন হয়, منصرف হয় এবং তার শেষে واو অথবা یاء হয় যার পূর্বের হরফ ساکن হবে। যেমন : دَلْوٌ ، ظَبْیٌ

দ্বিতীয় ছূরতঃ رفع হবে 'পেশ' (ـُ) দ্বারা এবং نصب ও جر হবে যবর (ـَ) দ্বারা। এই ই'রাব শুধু غیر منصرف এর উপর হয়ে থাকে। আর غیر منصرف এর উপর কখনো تنوین ও کسرہ আসে না। যেমন : هٰذَا عُمَرُ ۔ رَأَيْتُ عُمَرَ ۔ مَرَرْتُ بِعُمَرَ

তৃতীয় ছূরত : رفع হবে পেশ (ـُ) দ্বারা এবং نصب ও جر হবে যের (ـِ) দ্বারা। এই ই'রাব جمع مؤنث سالم এর উপর হয়ে থাকে। যেমন : هُنَّ مُسْلِمَاتٌ ۔ رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ ۔ مَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ

চতুর্দশ পাঠ

اعراب بالحروف এর তিন ছূরত

প্রথম ছূরত : رفع হবে واو (و) দ্বারা, نصب হবে الف (ا) দ্বারা এবং جر হবে یاء (ی) দ্বারা। এই ই'রাব ছয়টি নির্দিষ্ট اسم এর উপর হয়ে থাকে। যথা : اَبٌ اَخٌ حَمٌ (দেবর, ভাসুর) هَنٌ (পুরুষ বা মহিলার পেশাবের অঙ্গ) فَمٌ[১] (মুখ) ذُوْ (মালিক, অধিপতি)। এই ছয়টি اسم এর মাঝে যখন তিনটি শর্ত[২] পাওয়া যাবে, তখন তাতে উল্লেখিত ই'রাব হবে।

প্রথম শর্ত : এগুলো مفرد (একবচন) হবে অর্থাৎ تثنیہ বা جمع হবে না।

দ্বিতীয় শর্ত : এগুলো مکبرہ (আসল অবস্থায় অর্থাৎ বর্তমানে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়) হওয়া, مصغرہ তথা ক্ষুদ্রতা প্রকাশক না হওয়া।

তৃতীয় শর্ত : এগুলো یائے متکلم ব্যতীত অন্য কোন কালিমার দিকে مضاف হওয়া।

যেমন : جَاءَ اَبُوْكَ / اَخُوْكَ / حَمُوْكَ[৩] / هَنُوْكَ / فُوْكَ / ذُوْ مَالٍ ۔ هٰذَا اَبُوْكَ ۔ فَاكَ / حَمَاكَ / اَخَاكَ / رَأَيْتُ اَبَاكَ
مَرَرْتُ بِاَبِيْكَ / بِحَمِيْكَ / بِذِيْ مَالٍ

দ্বিতীয় ছূরত : رفع হবে الف (ا) দ্বারা এবং نصب ও جر হবে یاء ماقبل مفتوح দ্বারা। এই ই'রাব তিন প্রকার اسم এর উপর হয়ে থাকে। যথা : (১) تثنیہ বা দ্বিবচনীয় শব্দ।

যেমন : جَاءَ الرَّجُلَانِ ۔ رَأَيْتُ الرَّجُلَيْنِ ۔ مَرَرْتُ بِالرَّجُلَيْنِ

টিকা

১. فم এর উপর উল্লেখিত ই'রাব আসার জন্য শর্ত হলো ইযাফতের সময় তার শেষ হরফ م কে বিলুপ্ত করে দেওয়া।

২. যদি উল্লেখিত ছয়টি اسم একবচনীয় (مفرد) না হয়ে تثنیہ বা جمع হয়, তবে এই ই'রাব না এসে তাদের জন্য নির্দ্ধারিত ই'রাব আসবে এবং مصغرہ হলে প্রকাশ্য حرکت দ্বারা ই'রাব হবে। অনুরূপভাবে যদি مضاف না হয়, তবুও প্রকাশ্য حرکت দ্বারা ই'রাব হবে এবং যখন یائے متکلم এর দিকে مضاف হবে, তখন غلامی এর মত তিনোও ই'রাব تقدیری হবে।

৩. حم (দেবর,ভাসুর) শুধু মহিলাদের হয়ে থাকে। তাই حموک এর উপর শুধু کسرہ দেওয়া হয়েছে। পুরুষের জন্য ختن ও ختنہ (শালা, শালী) বলা হয়।

(২) مشابہ تثنیہ لفظی অর্থাৎ শব্দগতভাবে দ্বিবচনীয় শব্দের সাদৃশ্য। এরূপ শব্দ মাত্র দু'টি যথা ঃ اِثْنَانِ এবং اِثْنَتَانِ (ثِنْتَانِ)। যেমন ঃ جَاءَ اِثْنَانِ - رَأَيْتُ اِثْنَيْنِ - مَرَرْتُ بِاِثْنَيْنِ

جَاءَتْ اِثْنَتَانِ - رَأَيْتُ اِثْنَتَيْنِ - مَرَرْتُ بِاِثْنَتَيْنِ

(৩) مشابہ تثنیہ معنوی অর্থাৎ অর্থগতভাবে দ্বিবচনীয় শব্দের সাদৃশ্য। এরূপ শব্দও মাত্র দু'টি যথা ঃ كِلَا - كِلْتَا - যখন এরা ضمیر এর দিকে مضاف হবে[১]। যেমন ঃ جَاءَ كِلَاهُمَا

جَاءَتْ كِلْتَاهُمَا - رَأَيْتُ كِلَيْهِمَا/كِلْتَيْهِمَا - مَرَرْتُ بِكِلَيْهِمَا/بِكِلْتَيْهِمَا

তৃতীয় ছূরত ঃ رفع হবে واوِ ماقبل مضموم (و) দ্বারা এবং نصب ও جر হবে یاءِ ماقبل مکسور (ی) দ্বারা। এই ই'রাব ও তিন প্রকার اسم এর উপর হয়ে থাকে। যথা–

(১) جمع مذکر سالم যখন তা مضاف না হবে। যেমন ঃ جَاءَ مُسْلِمُوْنَ - رَأَيْتُ مُسْلِمِيْنَ - مَرَرْتُ بِمُسْلِمِيْنَ

(২) مشابہ جمع لفظی অর্থাৎ শব্দগতভাবে جمع مذکر سالم এর সাদৃশ্য। এরূপ শব্দ হচ্ছে عِشْرُوْنَ থেকে تِسْعُوْنَ পর্যন্ত আটটি 'দশক' সংখ্যা।

যেমন ঃ جَاءَ عِشْرُوْنَ/ثَلَاثُوْنَ - رَأَيْتُ اَرْبَعِيْنَ/خَمْسِيْنَ - مَرَرْتُ بِسِتِّيْنَ/بِسَبْعِيْنَ

(৩) مشابہ جمع معنوی অর্থাৎ অর্থগতভাবে جمع مذکر سالم এর সাদৃশ্য। এরূপ শব্দ হচ্ছে শুধু اُولُوْ যা ذُوْ এর جمع - যেমন ঃ هٰؤُلَاءِ اُولُوْ الْاَلْبَابِ - رَأَيْتُ اُولِي الْاَلْبَابِ - مَرَرْتُ بِاُولِي الْاَلْبَابِ

পঞ্চদশ পাঠ

تقدیری ই'রাবের তিন ছূরত

প্রথম ছূরত ঃ তিনোও অবস্থায় ই'রাব تقدیری হয়। এই ই'রাব দু'প্রকার اسم এর উপর হয়ে থাকে। যথা ঃ (১) اسم مقصور যেমন ঃ هٰذَا مُوْسٰى - رَأَيْتُ مُوْسٰى - مَرَرْتُ بِمُوْسٰى

(২) جمع مذکر سالم ব্যতীত অন্য যে কোন اسم (যমীর নয়), যখন یاءِ متکلم এর দিকে مضاف হবে। যেমন ঃ هٰذَا اَخِيْ - رَأَيْتُ اَخِيْ - مَرَرْتُ بِغُلَامِيْ

দ্বিতীয় ছূরত ঃ رفع ও جر এর ই'রাব হবে تقدیری এবং نصب এর ই'রাব হবে فتحِ لفظی দ্বারা। এই ই'রাব اسم منقوص এর উপর হয়। যেমন ঃ جَاءَ الْقَاضِيْ - رَأَيْتُ الْقَاضِيَ - مَرَرْتُ بِالْقَاضِيْ

তৃতীয় ছূরত ঃ رفع হবে تقدیری তথা উহ্য واو দ্বারা এবং نصب ও جر হবে لفظی তথা প্রকাশ্য یاءِ ماقبل مکسور দ্বারা। এই ই'রাব হবে جمع مذکر سالم এর উপর, যখন তা یاءِ متکلم এর দিকে مضاف হবে। যেমনঃ جَاءَ مُسْلِمِيَّ - رَأَيْتُ مُسْلِمِيَّ - مَرَرْتُ بِمُسْلِمِيَّ এখানে حالتِ رفعی তে مُسْلِمِيَّ এর মধ্যে جمع এর واو (و)টি یاء (ی) হয়ে গেছে। তাই তার ই'রাব تقدیری হয়েছে এবং حالتِ نصبی ও جری তে جمع এর یاء (ی) বিদ্যমান রয়েছে, তাই তার ই'রাব لفظی হয়েছে।[১]

টিকা

২. যখন كلا ও كلتا প্রকাশ্য اسم এর দিকে مضاف হবে, তখন تقدیری ই'রাব হবে।

যেমন ঃ جاء كلا الرجلين جاءت كلتا المرأتين رأيت كلا الرجلين مررت بكلا الرجلين

(পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ফায়েদা ঃ اسم مقصور ঐ اسم কে বলে, যার শেষে الف مقصورہ তথা খাটো الف হয়।
যেমন ঃ يَحْيٰى سَلْمٰى عِيْسٰى مُوْسٰى

اسم منقوص ঐ اسم কে বলে, যার শেষে ى হয় ও পূর্বের অক্ষরে کسرہ হয়।
যেমন ঃ رَامِى غَازِى رَاضِى قَاضِى

অনুশীলনী প্রশ্নমালা

(১) معرب এর সংজ্ঞা, হুকুম এবং উদাহরণ বর্ণনা কর।
(২) بنى এর সংজ্ঞা, হুকুম এবং মেছাল বর্ণনা কর।
(৩) اسم معرب ও اسم بنى এর অপর নাম কি?
(৪) اسم معرب এর اعراب কয়টি?
(৫) اسم معرب কত প্রকার?
(৬) مرفوعات কাকে বলে?
(৭) مرفوعات কয়টি?
(৮) منصوبات কাকে বলে?
(৯) منصوبات কয়টি ?
(১০) مجرورات কাকে বলে?
(১১) مجرورات কি কি?
(১২) مبنيات কাকে বলে?
(১৩) مبنيات কি কি?
(১৪) بنى الاصل কি কি?
(১৫) توابع কি?
(১৬) مفعول به এর মাঝে কি কি বিষয় শামীল?
(১৭) اسم منسوب এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(১৮) نسبت করার পদ্ধতি কি?
(১৯) تصغير এর সংজ্ঞা মেছালসহ বর্ণনা কর।
(২০) اسم مصغر কাকে বলে?
(২১) تصغير এর ওযনগুলি কী?
(২২) جمع قلت এর সংজ্ঞা বর্ণনা করো।
(২৩) جمع قلت এর ওযনগুলি বর্ণনা করো
(২৪) جمع كثرت এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।
(২৫) جمع مذكر سالم এবং جمع مؤنث سالم কে কখন جمع قلت এর মাঝে এবং কখন جمع كثرت এর মাঝে গণ্য করা হয়?
(২৬) اسم معرب এর اعراب এর মোট কয়টি ছুরত?
(২৭) اعراب بالحركت এর তিনোও ছূরত বিস্তারিত বর্ণনা করো।
(২৮) اعراب بالحروف এর তিনোও ছূরত বিস্তারিত বর্ণনা করো।
(২৯) تقديرى ই'রাবের তিনোও ছূরত বিস্তারিত বর্ণনা করো।

টিকা ঃ (পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

১. حالت رفعى তে مسلمى এর আসলরূপ ছিল مسلموى -ইযাফতের কারণে جمع এর نون বিলুপ্ত হয়েছে। অতঃপর এর কায়েদায় مرمى কে واو দ্বারা পরিবর্তন করে ياء কে ياء এর মাঝে ادغام করা হয়েছে এবং ياء এর সম্পর্কের কারণে ميم এর পেশকে যের দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। সুতরাং তাতে جمع এর واو টি ياء দ্বারা পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাই এই ই'রাব تقديرى হয়েছে। আর حالت نصبى ও جرى তে আসল ছিল مسلمين ى - ইযাফতের কারণে نون বিলুপ্ত হয়েছে এবং ياء কে ياء তে ادغام করা হয়েছে। সুতরাং এখানে جمع এর ياء আসল অবস্থায় বাকী রয়েছে, তাই এতে لفظى ই'রাব হয়েছে। আর مرمى এর ক্বায়েদা হলো واو এবং পরিবর্তনহীন ياء যখন একই কালিমায় একত্রিত হয় এবং প্রথমটি ساكن হয়, তবে واو টি ياء হয়ে যাবে এবং দু'টি ياء পরস্পরে ادغام হবে এবং পূর্বের হরফে 'পেশ' থাকলে 'যের' হবে। যেমন ঃ مرموى থেকে مرمى (علم الصيغه)

ষষ্ঠদশ পাঠ

ضمیر (সর্বনাম) এর বর্ণনা

ضمیر ঐ اسم কে বলে, যা متکلم অথবা حاضر অথবা غائب ব্যক্তির উপর ইঙ্গিত করে (বাংলায় এদেরকে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং নাম পুরুষ বলে। ইংরেজীতে ফাস্ট পার্সন, সেকেন্ড পার্সন ও থার্ড পার্সন বলে। যেমন ঃ আমি, তুমি, সে)। ضمیر সর্বমোট সত্তুর (৭০)টি এবং তা পাঁচ ভাগে বিভক্ত যথা ঃ مرفوع متصل - مرفوع منفصل - منصوب متصل - منصوب منفصل ও مجرور متصل (مجرور منفصل -এর কোন ضمیر নেই)।

(১) ضمیر مرفوع متصل ঃ ঐ যমীরকে বলে, যা فاعل হয় এবং فعل এর সাথে মিলে আসে। এরা[1] চৌদ্দ (১৪)টি।

فعل ماضی ঃ ضَرَبْتُ[2] (এতে পেশযুক্ত ت) ضَرَبْنَا (এতে نا) ضَرَبْتَ (এতে যবরযুক্ত ت) ضَرَبْتُمَا (এতে تما) ضَرَبْتُمْ (এতে تم) ضَرَبْتِ (এতে যের যুক্ত ت) ضَرَبْتُمَا (এতে تما) ضَرَبْتُنَّ (এতে تن) ضَرَبَ (এতে উহ্য هو) ضَرَبَا (এতে দ্বিবচনের الف) ضَرَبُوْا (এতে বহুবচনের واؤ) ضَرَبَتْ (এতে উহ্য هی এবং সাকিনযুক্ত ت হচ্ছে تانیث এর চিহ্ন) ضَرَبَتَا (এতে تثنیه এর الف) ضَرَبْنَ (এতে نون)।

فعل مضارع ঃ اَفْعَلُ (এতে উহ্য انا) نَفْعَلُ (এতে উহ্য نحن) تَفْعَلُ (এতে উহ্য انت) تَفْعَلَانِ (এতে تثنیه এর الف এবং نون اعرابی) تَفْعَلُوْنَ (এতে جمع এর واؤ এবং نون اعرابی) تَفْعَلِيْنَ (এতে ياء এবং نون اعرابی) تَفْعَلَانِ (এতে تثنیه এর الف এবং نون اعرابی) تَفْعَلْنَ (এতে نون) يَفْعَلُ (এতে উহ্য هو) يَفْعَلَانِ (এতে تثنیه এর الف এবং نون اعرابی) يَفْعَلُوْنَ (এতে جمع এর واؤ এবং نون اعرابی) تَفْعَلُ (এতে উহ্য هی) تَفْعَلَانِ (تثنیه এর الف এবং نون اعرابی) يَفْعَلْنَ (এতে نون)।

امر حاضر معروف ঃ اِفْعَلْ (এতে উহ্য انت) اِفْعَلَا (এতে تثنیه এর الف) اِفْعَلُوْا (এতে جمع এর واؤ এবং الف চিহ্ন) اِفْعَلِيْ (এতে ياء) اِفْعَلَا (এতে تثنیه এর الف) اِفْعَلْنَ (এতে نون)।

(২) ضمیر مرفوع منفصل ঐ যমীর কে বলে, যা مبتداء অথবা فاعل হয়। যেমন ঃ قَامَ هُوَ هُوَ قَائِمٌ। এদের সংখ্যাও ১৪টি। যথাঃ اَنَا نَحْنُ اَنْتَ اَنْتُمَا اَنْتُمْ اَنْتِ اَنْتُمَا اَنْتُنَّ هُوَ هُمَا هُمْ هِيَ هُمَا هُنَّ

(৩) ضمیر منصوب متصل ঐ যমীর কে বলে, যা مفعول হয় এবং فعل এর সাথে মিলিত হয়ে আসে। এদের সংখ্যাও ১৪টি। যথা ঃ ضَرَبَنِيْ (এতে[3] ی এবং نون وقایه) ضَرَبَنَا (এতে نا) ضَرَبَكَ (ك) ضَرَبَكُمَا (كما) ضَرَبَكُمْ (كم) ضَرَبَكِ (ك) ضَرَبَكُمَا (كما) ضَرَبَكُنَّ (كن) ضَرَبَهُ (ه) ضَرَبَهُمَا (هما) ضَرَبَهُمْ (هم) ضَرَبَهَا (ها) ضَرَبَهُنَّ (هن)

টিকা

১. এই যমীর গুলোকে فعل থেকে পৃথক করে লেখা যায় না।

২. নাহুর কিতাব সমূহে যমীরকে উপরোক্ত নিয়মেই বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম متکلم এর, তারপর حاضر

(পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সপ্তদশ পাঠ

অবশিষ্ট যমীর সমূহ

(৪) ضمیر منصوب منفصل ঐ যমীর কে বলে, যা مفعول بہ অথবা অন্য কোন منصوب হয় এবং فعل থেকে পৃথক হয়ে আসে। এগুলোও ১৪টি। যথা ঃ إِيَّايَ إِيَّانَا إِيَّاكَ إِيَّاكُمَا إِيَّاكُمْ إِيَّاكِ إِيَّاكُمَا إِيَّاكُنَّ إِيَّاهُ إِيَّاهُمَا إِيَّاهُمْ إِيَّاهَا إِيَّاهُمَا إِيَّاهُنَّ

(৫) ضمیر مجرور متصل ঐ যমীর কে বলে যা مجرور অথবা مضاف الیہ হয় এবং حرف جر অথবা مضاف এর সাথে মিলে আসে। এগুলোও ১৪টি। যথা ঃ مجرور بحرف جر -

لِيْ لَنَا لَكَ لَكُمَا لَكُمْ لَكِ لَكُمَا لَكُنَّ لَهُ لَهُمَا لَهُمْ لَهَا لَهُمَا لَهُنَّ

مجرور باضافت- كِتَابِيْ كِتَابُنَا كِتَابُكَ كِتَابُكُمَا كِتَابُكُمْ كِتَابُكِ كِتَابُكُمَا كِتَابُكُنَّ

كِتَابُهُ كِتَابُهُمَا كِتَابُهُمْ كِتَابُهَا كِتَابُهُمَا كِتَابُهُنَّ

ক্বায়েদা ঃ ماضی এর দুই ছিগায়, مضارع এর পাঁচ ছিগায় এবং امر حاضر معروف এর এক ছিগায় ضمیر مرفوع متصل অপ্রকাশ্য হয় এবং বাকী ছিগাগুলোতে প্রকাশ্য হয়।

نون وقایہ ঐ نون কে বলে, যা فعل এর শেষ হরফ কে کسرہ থেকে বাচাঁনোর জন্য مرجع লওয়া হয়। এই نون কে দুই ছূরতে লওয়া জরুরী।

(১) যখন ماضی এর ছিগার শেষে ی সংযুক্ত হয়। যেমন ঃ ضَرَبَنِيْ ضَرَبَانِيْ ضَرَبُوْنِيْ

(২) مضارع এর যে সকল ছিগায় نون اعرابی নেই, সেগুলোর শেষে যখন ی সংযুক্ত হয়। যেমন ঃ يَضْرِبُنِيْ تَضْرِبُنِيْ ইত্যাদি।

مرجع ঃ যমীর যার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাকে مرجع বলে। যেমন ঃ زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ বাক্যে 'ہ' এর مرجع হল زید -

ক্বায়েদা ঃ مرجع শুধু ضمیر غائب এর হয়ে থাকে, ضمیر حاضر এবং ضمیر متکلم এর مرجع হয় না।

ক্বায়েদা ঃ مرجع সাধারণভাবে ضمیر এর পূর্বে হয়। যদি ضمیر প্রথমে হয় এবং مرجع পরে হয়, তবে তাকে اضمار قبل الذکر বলা হয়।

ضمیر شان ও ضمیر قصہ ঃ ঐ غائب এর যমীর কে বলে, যা বাক্যের শুরুতে مرجع ব্যতীত লওয়া হয় এবং পরের বাক্য তার ব্যাখ্যা করে। مذکر এর যমীর কে ضمیر شان এবং

টিকা *(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)*

৩ তারপর غائب এর যমীর আনা হয়েছে। ছরফের কিতাবাদিতে তার বিপরীত নিয়মে লেখা হয়েছে। প্রথম খন্ডে বাচ্চাদের সহজের জন্য ছরফের নিয়মে লেখা হয়েছে।

৩. ضمیر منصوب متصل ও ضمیر منصوب منفصل এবং ضمیر مجرور متصل তিনোটির একই যমীর। অর্থাৎ ی نا ك كما كم ك كما كن ہ هما هم ها هما هن এই যমীর গুলো যখন فعل এর সাথে মিলে আসে, তখন مفعول بہ হয় এবং منصوب متصل বলা হয়। আর যখন এগুলোকে فعل থেকে পৃথক করতে হয়, তখন শুরুতে ایا বাড়াতে হয় এবং তা مفعول بہ অথবা অন্য কোন منصوب হয়, যাকে منصوب منفصل বলা হয়। আর যখন حرف جر অথবা اسم এর সাথে মিলে আসে, তখন مجرور অথবা مضاف الیہ হয় এবং তাকে مجرور متصل বলে।

مؤنث এর যমীর কে ضمیر قصہ বলে। যেমনঃ اِنَّهٗ زَيْدٌ قَائِمٌ[১] (নিশ্চয়ই অবস্থা হলো এই যে, যায়েদ দন্ডায়মান) اِنَّهَا زَيْنَبُ قَائِمَةٌ (নিঃসন্দেহে ঘটনা হলো এই যে, যয়নব দন্ডায়বতী)।

ضمیر فصل ঃ ঐ যমীরকে বলে, যা خبر এবং صفت এর মাঝে পার্থক্য করার জন্য লওলা হয় এবং এরূপ مبتداء ও خبر এর মাঝে লওয়া হয় যে, উভয়টি معرفہ হয়। যেমনঃ اَلرَّجُلُ هُوَ الطَّوِيْلُ[২] (লোকটি লম্বা)।

অষ্টাদশ পাঠ

اسم اشارہ এর বর্ণনা

اسم اشارہ ঃ ঐ اسم কে বলে, যদ্বারা কোন বিষয় বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করা হয় এবং যে বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়, তাকে مشار الیہ বলে। اسم اشارہ গুলো নিম্নরূপ ঃ

নিকটবর্তী مذکر এর জন্য هٰذَا هٰذَانِ هٰذَيْنِ هٰؤُلَاءِ

নিকটবর্তী مؤنث এর জন্য هٰذِهٖ هَاتَانِ هَاتَيْنِ هٰؤُلَاءِ

দূরবর্তী مذکر এর জন্য ذَالِكَ ذَانِكَ ذَيْنِكَ اُولٰئِكَ

দূরবর্তী مؤنث এর জন্য تِلْكَ تَانِكَ تَيْنِكَ اُولٰئِكَ

ক্বায়েদা ঃ اسم اشارہ এবং مشار الیہ এর اعراب এক হয় এবং اسم اشارہ এর اعراب টি عامل এর উপর اعراب প্রকাশ হয় না। কেননা তা مبنی - এর تابع হয় এবং اسم اشارہ

যেমন ঃ جَاءَ هٰذَا الرَّجُلُ - رَأَيْتُ هٰذَا الرَّجُلَ - مَرَرْتُ بِهٰذَا الرَّجُلِ

ক্বায়েদা ঃ واحد- تانیث- تذکیر এবং جمع হওয়ার ক্ষেত্রে اسم اشارہ এবং مشار الیہ এক রকম تثنیہ হয়। যেমন ঃ هٰذَا/ذَالِكَ الرَّجُلُ - هٰذَانِ/ذَانِكَ الرَّجُلَانِ - هٰذِهٖ/تِلْكَ الْمَرْأَةُ

هَاتَانِ/تَانِكَ الْمَرْأَتَانِ - هٰؤُلَاءِ/اُولٰئِكَ الرِّجَالُ/النِّسَاءُ

ঊনবিংশ পাঠ

اسم موصول এর বর্ণনা

اسم موصول ঃ ঐ اسم কে বলে, যা صلہ এর সাথে মিলিত হওয়া ব্যতীত বাক্যের অংশ হতে পারে না। اسم موصول গুলো নিম্নরূপ ঃ

مذکر এর জন্য اَلَّذِیْ اَلَّذَانِ اَلَّذَيْنِ اَلَّذِيْنَ اَلْأُوْلٰى

টিকা

১. তারকীব ঃ ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, ہ যমীরে শান-তার اسم এবং زید قائم মুবতাদা খবর মিলে এর ان খবর।

২. এখানে যদি ضمیر فصل না লওয়া হয়, তবে صفت ও موصوف হওয়ার সন্দেহ হবে। ضمیر فصل কে সাধারণত তারকীবে শামিল করা হয় না। একে ضمیر فصل বলে মধ্য খানে ছেড়ে দেয়া হয় এবং দুই পার্শ্বকে مبتداء ও خبر বানানো হয় এবং এরূপও করা যায় যে, الرجل কে প্রথম مبتداء ধরে هو الطويل কে مبتداء ও خبر ধরে جملہ বানিয়ে الرجل এর خبر বলা যায়।

اَللَّاتِىْ اَللَّوَاتِىْ اَللَّائِىْ اَللَّاءِ اَللَّاىِ اَللَّتَيْنِ اَللَّتَانِ اَلَّتِىْ مؤنث এর জন্য
مَا (বস্তুর জন্য), مَنْ (ব্যক্তির জন্য), اَىٌّ তার مؤنث শব্দ اَيَّةٌ এবং ঐ ال যা اسم فاعل অথবা اسم مفعول এর উপর [illegible] اَلَّذِىْ অর্থে আসে।[1]

صلہ ঃ ঐ সংযোজনকে বলে, যা اسم موصول এর অর্থকে পূর্ণ করার জন্য লওয়া হয়। যেমন ঃ اَلَّذِىْ نَصَرَ (ঐ ব্যক্তি, যে সাহায্য করেছে)। এই বাক্যে نَصَرَ হচ্ছে صلہ যদ্বারা اَلَّذِىْ এর অর্থ পূর্ণ হয়েছে।

ক্বায়েদা ঃ যদি صلہ টি جملہ خبریہ হয় এবং তাতে একটি ضمیر হয়, যা اسم موصول এর দিকে ফিরে। তাকে عائد বলে। যেমন ঃ جَاءَ الَّذِىْ اَبُوْهُ عَالِمٌ، جَاءَ الَّذِىْ ضَرَبْتَهُ[2]

ক্বায়েদা ঃ عائد কখনো উহ্য হয়। যেমন ঃ جاء الذى ضربت এই বাক্যে ہ যমীর টি উহ্য রয়েছে যা عائد ছিল।

ক্বায়েদা ঃ اسم موصول এবং عائد টি تذكير تانيث افراد تثنيه ও جمع হওয়ার ক্ষেত্রে এক রকম হয়। যেমন ঃ جَاءَ الَّذِىْ اَبُوْهُ عَالِمٌ - جَاءَ الَّذَانِ اَبُوْاهُمَا عَالِمَانِ - جَاءَ الَّذِيْنَ اٰبَاؤُهُمْ عُلَمَاءُ
جَاءَتِ الَّتِىْ اَبُوْهَا عَالِمٌ جَاءَتِ اللَّتَانِ اَبُوَاهُمَا عَالِمَانِ - جَاءَتِ اللَّاتِىْ اٰبَائُهُنَّ عُلَمَاءُ

اسم فعل এর বর্ণনা

اسم فعل ঃ ঐ اسم কে বলে, যা فعل এর অর্থ দেয়। اسم فعل দু'ধরনের। (১) যা امر حاضر এর অর্থ দেয়। (২) যা فعل ماضى এর অর্থ দেয়। امر এর অর্থে اسم فعل সমূহ ঃ
(১) رُوَيْدَ (অবকাশ দাও) যেমন ঃ رُوَيْدَ زَيْدًا (যায়েদকে অবকাশ দাও)।
(২) دُوْنَكَ (লও) যেমন ঃ دُوْنَكَ اللَّبَنَ (দুধ লও)। (৩) عَلَيْكَ (আবশ্যক করে নাও) যেমন ঃ عَلَيْكَ الرِّفْقَ (নম্রতাকে আবশ্যক করে নাও)। (৪) هَا (গ্রহণ কর) যেমনঃ هَا زَيْدًا (যায়েদকে গ্রহণ কর) উল্লেখিত চারটি اسم فعل ইস্‌মের পূর্বে এসে اسم কে نصب প্রদান করে। (৫) هَلُمَّ (আসো)। (৬) مَهْ (রাখ)। (৭) صَهْ (চুপ কর)। এই তিনোটিতে فاعل এর যমীর اَنْتَ উহ্য আছে।

টিকা

১. ما এর উদাহরণ ماعندكم ينفد وماعند الله باق (যা কিছু তোমাদের নিকট আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর যা কিছু আল্লাহর নিকট আছে তা অবশিষ্ট থাকবে)। من এর উদাহরণ من جاء بالحسنة فله خير منها (যে একটি নেকী নিয়ে আসবে, তবে তাকে এর চেয়ে উত্তম বদলা দেওয়া হবে)। ال موصول এর উদাহরণ جاء الناصر زيدا (যায়েদকে সাহায্যকারী এসেছে)। قام المنصور غلامه (ঐ ব্যক্তি দাঁড়িয়েছে, যার গোলামকে সাহায্য করা হয়েছে)। এই ال এর صلہ স্বয়ং اسم فاعل এবং اسم مفعول হয়। আর اى এবং اية হচ্ছে معرب এবং لازم الاضافت (যার مضاف হওয়া لازم) مضاف اليه মুযাক্কার হলে اى এবং مؤنث এর ক্ষেত্রে اى ও اية উভয়ই ব্যবহার হয়। যেমন ঃ اى كتاب فى يدك؟ باى ارض تموت؟ اية قلنسوة وخيصة؟

২. جاء টি فعل এবং الذى - اسم موصول আর ابوه টি مركب اضافى হয়ে مبتداء এবং عالم টি خبر ফলে جملہ اسميہ خبريہ হয়ে صلہ হয়েছে। এখন اسم موصول ও صلہ মিলে جاء এর فاعل হয়েছে।

اسم فعل ماضی এর অর্থে اسم فعل সমূহ ঃ
(১) هَيْهَاتَ (দূর হয়েছে) যেমন ঃ هَيْهَاتَ زَيْدٌ (যায়েদ দূর হয়েছে)।
(২) شَتَّانَ (পৃথক হয়েছে) যেমন ঃ شَتَّانَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو (যায়েদ ও আমর পৃথক পৃথক হয়ে গেছে)। (৩) سَرْعَانَ (তাড়াতাড়ি করেছে) যেমনঃ سَرْعَانَ زَيْدٌ (যায়েদ তাড়াতাড়ি করেছে)। এই তিনোটি اسم কে رفع প্রদান করে।

বিংশ পাঠ

اسم صوت এর বর্ণনা

اسم صوت ঃ ঐ اسم কে বলে, যদ্বারা কোন প্রাণীর অথবা কোন অপ্রাণীর স্বর নকল করা হয় অথবা তদ্বারা কোন প্রাণীকে ডাকা হয়। যেমন ঃ غَاقِ غَاقِ (কাকের স্বরের নকল) أُحْ أُحْ (কাশীদাতার স্বর) نَخٍّ نَخٍّ (উট বসানোর জন্য বলা হয়)।

اسم ظرف এর বর্ণনা

اسم ظرف ঃ ঐ اسم কে বলে, যা কাজের সময় অথবা স্থানের উপর ইঙ্গিত করে।
ظرف দু'প্রকার-ظرف زمان ও ظرف مكان
কয়েকটি ظرف زمان ঃ إِذْ (যখন) إِذَا (যখন) مَتٰى (যখন) أَيَّانَ (কখন) أَمْسِ (গতকাল) مُذْ ও مُنْذُ (থেকে) قَبْلُ (পূর্বে) بَعْدُ (পরে) قَطُّ (কখনো না)।
যেমন ঃ مَا ضَرَبْتُهُ قَطُّ (আমি তাকে কখনো মারিনি)।
কয়েকটি ظرف مكان ঃ حَيْثُ (যেথায়) أَيْنَ (কোথায়) عِنْدَ (পাশে, নিকটে) لَدٰى (পাশে নিকটে) لَدُنْ (পাশে নিকটে) قُدَّامَ (সামনে, আগে) خَلْفَ (পিছে) تَحْتَ (নীচে) فَوْقَ (উপরে)।

اسم كنايه এর বর্ণনা

اسم كنايه ঃ ঐ اسم কে বলে, যদ্বারা কোন অস্পষ্ট (مبهم) বিষয়কে ব্যক্ত করা হয়। এরূপ শব্দ চারটি। যথা ঃ كَمْ (কত) كَذَا (এত) كَيْتَ (এমন) ذَيْتَ (ওমন)। প্রথম দু'টি অস্পষ্ট সংখ্যার জন্য এবং দ্বিতীয় দু'টি অস্পষ্ট কথার জন্য। যেমন ঃ كَمْ دِرْهَمًا عِنْدَكَ؟ (তোমার নিকট কত টাকা আছে?) قَبَضْتُ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا (আমি এত এবং এত টাকা সংগ্রহ করেছি, মুঠিয়েছি) قَالَ فُلَانٌ : كَيْتَ وَكَيْتَ ذَيْتَ وَذَيْتَ (অমুক ব্যক্তি এমন ওমন বলেছে)।
كم দু'প্রকার। যথা ঃ خبريه এবং استفهاميه (প্রশ্নবোধক)।
(১) كم خبريه টি সংখার সংবাদ দেয় এবং তার অর্থ হয় অনেক। যেমন ঃ كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا (অনেক জন বসতি কে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি)।

(২) كم استفهاميه এর মাধ্যমে عدد তথা সংখ্যা জিজ্ঞাসা করা হয় এবং তার অর্থ হয় 'কত'। যেমন ঃ كَمْ دِرْهَمًا عِنْدَكَ (তোমার নিকট কত টাকা আছে?)
ক্বায়েদা ঃ كم استفهاميه এর তমীয সর্বদা مفرد (একবচন) এবং منصوب হয়। যেমন ঃ كَمْ رَجُلًا عِنْدَكَ এবং كم خبريه এর তমীয কখনো مفرد হয় এবং কখনো جمع হয় এবং তা সর্বদা مجرور হয়। যেমন ঃ كَمْ رَجُلٍ/رِجَالٍ عِنْدِىْ (আমার নিকট অনেক লোক আছে)।

অনুশীলনী প্রশ্নমালা

(১) ضمير এর সংজ্ঞা দাও। সর্বমোট যমীর কয়টি?
(২) ضمير কত প্রকার?
(৩) ضمير مرفوع متصل কাকে বলে?
(৪) ضمير مرفوع متصل গুলো বর্ণনা কর।
(৫) ضمير مرفوع منفصل কাকে বলে?
(৬) ضمير مرفوع منفصل গুলো বর্ণনা কর।
(৭) ضمير منصوب متصل কাকে বলে?
(৮) ضمير منصوب متصل গুলো বর্ণনা কর।
(৯) ضمير منصوب منفصل কাকে বলে?
(১০) ضمير منصوب منفصل গুলো বর্ণনা কর।
(১১) ضمير مجرور متصل কাকে বলে?
(১২) ضمير مجرور متصل গুলো বর্ণনা কর।
(১৩) ماضى এর কোন কোন ছিগায় ضمير উহ্য থাকে?
(১৪) مضارع এর কোন কোন ছিগায় ضمير অপ্রকাশ্য থাকে?
(১৫) امر এর কোন ছিগায় ضمير উহ্য থাকে?
(১৬) نون وقايه কাকে বলে?
(১৭) نون وقايه কোথায় লওয়া জরুরী?
(১৮) مرجع কাকে বলে?
(১৯) مرجع কোন ضمير এর হয়?
(২০) ضمير شان কাকে বলে? মেছাল দাও।
(২১) ضمير قصه কাকে বলে? মেছাল দাও।
(২২) ضمير فصل কাকে বলে? মেছালসহ বর্ণনা কর।
(২৩) ضمير প্রথমে এবং مرجع পরে হলে তাকে কি বলা হয়?
(২৪) اسم اشاره এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।
(২৫) اسم اشاره গুলো বর্ণনা কর।
(২৬) اسم اشاره এবং مشار اليه এর اعراب কি?
(২৭) اسم اشاره এবং مشار اليه এর মাঝে কোন কোন বিষয় এক হওয়া জরুরী?
(২৮) اسم موصول এর تعريف বর্ণনা কর।
(২৯) صله কাকে বলে?
(৩০) عائد কাকে বলে?
(৩১) اسم موصول গুলো বর্ণনা কর।
(৩২) اسم موصول এবং عائد এর মাঝে কি কি বিষয় এক হওয়া জরুরী?
(৩৩) اسم فعل এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।
(৩৪) امر এর অর্থে اسم فعل গুলো কী কী?
(৩৫) ماضى এর অর্থে اسم فعل গুলো বর্ণনা কর।
(৩৬) اسم صوت এর সংজ্ঞা মেছাল সহ বর্ণনা কর।
(৩৭) ظرف زمان গুলো বর্ণনা কর।
(৩৮) ظرف مكان গুলো বর্ণনা কর।
(৩৯) اسم كنايه এর সংজ্ঞা দাও।
(৪০) اسم كنايه গুলো ব্যবহার সহ বর্ণনা কর।
(৪১) كم কত প্রকার?
(৪২) كم خبريه কি উদ্দেশ্যে লওয়া হয়?
(৪৩) كم استفهاميه কি উদ্দেশ্যে আসে?
(৪৪) كم خبريه এবং استفهاميه এর পার্থক্য কিভাবে হয়ে থাকে?

একুশতম পাঠ

غیرمنصرف এর বর্ণনা

اسم معرب দুই প্রকার ঃ منصرف ও غیرمنصرف

(১) منصرف ঃ ঐ اسم কে বলে, যাতে غیرمنصرف হওয়ার কারণসমূহ পাওয়া না যায়। যেমন ঃ قَلَمٌ-كِتَابٌ - এই منصرف এর উপর তিনো প্রকার হরকত এবং তানবীন আসতে পারে।

(২) غیرمنصرف ঃ ঐ اسم কে বলে, যাতে منع صرف এর নয়টি কারণ হতে কমপক্ষে দু'টি অথবা দু'টির সমকক্ষ একটি কারণ পাওয়া যায়। যেমন ঃ عُمَرُ زَيْنَبُ مَسَاجِدُ ইত্যাদি। غیرمنصرف এর উপর کسرہ এবং تنوین আসতে পারে না। کسرہ এর স্থলে فتحہ আসে। منع صرف এর নয়টি কারণ এই ঃ عدل وصف تانیث معرفہ عجمہ جمع ترکیب অতিরিক্ত الف نون এবং وزن فعل -

عدل এর বর্ণনা

(১) عدل ঃ কোন اسم তার আসল রূপ হতে বের হয়ে অন্য রূপে চলে যাওয়া। যেমন ঃ عامِرٌ থেকে عُمَرُ এবং ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ থেকে ثُلَاثُ হয়ে গেছে।

عدل দু'প্রকার যথাঃ عدل تحقیقی এবং عدل تقدیری -

(ক) عدل تحقیقی ঐ عدل যাতে اسم معدول (পরিবর্তীত ইস্‌ম) এর প্রকৃতই কোন اصل রয়েছে। যেমন ঃ ثُلَاثُ এর অর্থ হচ্ছে তিন তিন। সুতরাং জানা গেল যে,তার আসল হচ্ছে ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ -

عدل تقدیری ঃ ঐ عدل,যাতে اسم معدول এর প্রকৃত কোন اصل নেই। যেমন ঃ عُمَرُ زُفَرُ কে আরববাসীরা غیرمنصرف পড়েন এবং তাতে নাম হওয়া তথা معرفہ ব্যতীত অন্য কোন কারণ নেই। তাই এদেরকে عَامِرٌ এবং زَافِرٌ থেকে اسم معدول মানা হয়েছে।

ক্বায়েদা ঃ عدل এর ছয়টি وزن রয়েছে। যথাঃ (১) فُعَالُ যেমনঃ ثُلَاثُ (তিন তিন)। رُبَاعُ (চার চার)। (২) مَفْعَلُ যেমন ঃ مَثْلَثُ (তিন তিন)। مَرْبَعُ (চার চার)। (৩) فُعَلُ যেমন ঃ عُمَرُ زُفَرُ (দু'টি নাম)। (৪) فعل যেমন ঃ سَحَرُ (নির্দিষ্ট দিনের ভোরের কিছু পূর্বের সময়)। (৫) فَعْلِ যেমন ঃ اَمْسِ (গতকাল)। (৬) فَعَالِ যেমন ঃ حَذَامِ قَطَامِ[১] (মহিলাদের নাম)।

টিকা

১. حذام قطام হেজাযবাসীর নিকট کسرہ এর উপর بنی হবে غیرمنصرف নয় এবং বনু তামীম তাতে عدل মানে ও غیرمنصرف পড়ে। এমনিভাবে امس এর মাঝে ও বনুতামীম حالت رفع তে غیرمنصرف মানে।

বাইশতম পাঠ

وصف এর বর্ণনা

(২) وصف[১] এর অর্থ হচ্ছে অবস্থা। তা ঐ اسم কে বলা হয়, যদ্বারা যাত (আসল সত্তা) ব্যতীত কোন হালাত (অবস্থা) ও বুঝে আসে। যেমনঃ أَحْمَرُ (লাল) أَسْوَدُ (কালো) أَرْقَمُ (সাদা কালো মিশ্রিত ডোরাকাটা, গোখরা সাপ) سَكْرَانُ (নিশাগ্রস্ত)।

ক্বায়েদা ঃ غير منصرف এর সবব ঐ اسم وصف-যা মূল গঠনে ছিফতী অর্থের জন্য হয়। চাই পরে উক্ত ছিফতী অর্থ তাতে অবশিষ্ট থাকুক বা না থাকুক। সুতরাং أَسْوَدُ এবং أَرْقَمُ যদিও পরবর্তীতে সাপের নাম হয়ে গেছে; কিন্তু যেহেতু আসল গঠনে ছিফতী (গুণবাচক) অর্থের জন্য ছিল, তাই এগুলো غير منصرف-

ক্বায়েদা ঃ যে اسم মূল গঠনকালে ছিফতী অর্থের জন্য না হয়; বরং ছিফতী অর্থ তাতে অস্থায়ীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তা কোন ধর্তব্য নয়। যেমনঃ مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ[২] বাক্যে أَرْبَعٌ শব্দটি نِسْوَةٌ এর ছিফত এবং তাতে অপর একটি সবব وزن فعل ও রয়েছে, কিন্তু যেহেতু তা আসল গঠনে সংখ্যার জন্য ছিল, তাই তা منصرف ই হবে।

تانيث এর বর্ণনা

(৩) تانيث অর্থাৎ اسم টি مؤنث (স্ত্রী বাচক) হওয়া ও غير منصرف এর সবব বা কারণ। অতঃপর تانيث بالالف এর জন্য (চাই তা الف ممدوده হোক বা الف مقصوره) কোন শর্ত নেই। আর تانيث بالتاء এর জন্য علميت তথা নাম হওয়া শর্ত এবং تانيث معنوى এর মধ্যে علميت ছাড়া এও শর্ত যে ঃ

(১) كلمه তে তিন হরফের অধিক হবে। যেমন ঃ مَرْيَمُ زَيْنَبُ

(২) আর যদি তিন হরফ বিশিষ্ট হয়, তবে মাঝের হরফ হরকত বিশিষ্ট হবে। যেমন ঃ سَقَرُ (দোযখ)।

(৩) আর যদি মাঝের হরফ সাকিন হয়, তবে অনারবী শব্দ হওয়া আবশ্যক। যেমন ঃ مَاهُ جُوْرُ (দু'টি শহরের নাম)। আর যদি আরবী ভাষার শব্দ হয়, তবে এতে منصرف ও غير منصرف উভয়ই[৩] পড়া ছহীহ। যেমন ঃ هِنْدٌ -

---

টিকা

১. وصف এবং صفت একই এবং উভইটির অর্থ حالت বা অবস্থা।

২. আমি চারজন মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি।

৩. منصرف এ কারণে পড়া যাবে যে, তিনটি বিষয় যা غير منصرف হওয়ার জন্য একান্ত জরুরী তা পাওয়া যাচ্ছে না। আর غير منصرف পড়া যাবে এজন্য যে, তাতে দু'টি সবব বিদ্যমান রয়েছে।

তেইশতম পাঠ

معرفه এর বর্ণনা

(৪) معرفه ঐ اسم কে বলে, যা নির্দিষ্ট বিষয় বস্তুর উপর ইঙ্গিত করে। এরূপ اسم সাত প্রকার; কিন্তু غیر منصرف এর সববসমূহের মাঝে শুধু علمیت ধর্তব্য। বাকী ছয় প্রকার غیر منصرف এর সবব নয়, তাই معرفه ও علمیت (নাম হওয়া) উভয়টির একই উদ্দেশ্য।

ক্বায়েদা ঃ معرفه ও وصف এক সাথে একত্র হতে পারে না। বাকী সববগুলোর সাথে معرفه একত্র হতে পারে।

عجمه এর বর্ণনা

(৫) عجمه এর অর্থ হচ্ছে অনারবী শব্দ হওয়া। عجمه এর জন্যও علمیت[১] (নাম হওয়া) শর্ত এবং এও শর্ত যে, (১) কালিমার মাঝে তিনের অধিক হরফ হবে। যেমন ঃ إِبْرَاهِيْمُ (২) যদি কালিমা তিন হরফ বিশিষ্ট হয়, তবে মাঝের হরফ হরকত বিশিষ্ট হবে। যেমন ঃ شَتَرُ (একটি দুর্গের নাম)।

ফায়েদা ঃ لِجَامٌ (লাগামের আরবী শব্দ) منصرف কেননা তা নাম নয় এবং তা চার হরফ বিশিষ্ট। আর لُوْطٌ ও نُوْحٌ নাম দু'টিও منصرف-কারণ তাতে মাঝের হরফ সাকিন যুক্ত।

جمع এর বর্ণনা

(৬) جمع তথা اسم এর منتهى الجموع এর ওযনে হওয়া। এর ওযন দু'টি। যথা ঃ

(১) مَفَاعِلُ অর্থাৎ প্রথমে দুটি হরফ যবর বিশিষ্ট হবে (م হওয়া আবশ্যক নয়) এবং তৃতীয় হরফ الف হবে ও তার পর দুটি হরফ হবে, চাই হরকত বিশিষ্ট হোক অথবা ইদগাম হোক। যেমন ঃ دَوَابُّ [২] مَسَاجِدُ (চতুষ্পদ জন্তু)।

(২) مَفَاعِيْلُ অর্থাৎ শুরুতে দু'টি হরফ যবর বিশিষ্ট হবে। (میم হওয়া জরুরী নয়) এবং তৃতীয় হরফ الف হবে ও তারপর তিন হরফ হবে এবং মাঝের হরফ সাকিন হবে। যেমন ঃ مَصَابِيْحُ[৩] (বাতি)।

টিকা ঃ

১. অর্থাৎ জরুরী হলো যে, তা অনারবী ভাষাতে নাম হবে অথবা অনারবী ভাষা থেকে হুবহু নকল করে নাম রাখা হয়েছে। যেমন ঃ قالون রূমী ভাষাতে 'ভাল' অর্থে ব্যবহার হয়, তাকে হুবহু নকল করে একজন ক্বারী সাহেবের নাম রাখা হয়েছে।

২. অন্যান্য উদাহরণ جواهر (মুতি) دراهم (রূপার টাকা) ضوارب (পতিত ভুমি)।

৩. অন্যান্য উদাহরণ دنانير (স্বর্ণমুদ্রা) قناديل (লণ্ঠন) عصافير (চড়ুই) قراطيس (কাগজ)।

ক্বায়েদা ঃ যদি جمع এর শেষে ة আসতে পারে, তবে তা غیر منصرف হবে না। যেমনঃ صَيَاقِلَةٌ(তরবারী ধারালোকারী)।[১]

ক্বায়েদা ঃ جمع منتهى الجموع দু-সববের সমকক্ষ-স্থলাভিষিক্ত।

চব্বিশতম পাঠ

ترکیب এর বর্ণনা

(৭) ترکیب দ্বারা উদ্দেশ্য مرکب منع صرف উদ্দেশ্য অর্থাৎ দু'টি কালিমাকে اضافت ও اسناد ব্যতীত মিলিয়ে দেয়া এবং দ্বিতীয় কালিমাটি ধ্বনিও হবে না এবং কোন হরফ কেও অন্তর্ভুক্ত করবে না অর্থাৎ নিজের অভ্যন্তরে ভিন্ন কোন হরফকে উহ্য রাখবে না। যেমন ঃ بَعْلَبَكُّ حَضَرَمَوْتُ مَعْدِيكَرَبُ

ক্বায়েদা ঃ ترکیب টি সবব হওয়ার জন্য নাম হওয়া শর্ত

الف نون زائدتان এর বর্ণনা

(৮) الف نون زائدتان অর্থাৎ اسم এর শেষে অতিরিক্ত الف ও نون হওয়া। যদি এই الف نون হরফ দু'টি اسم ذات[২] (সত্তা বাচক ইস্‌ম) এর শেষে হয়, তবে নাম হওয়া শর্ত। যেমন ঃ عُثْمَانُ سَلْمَانُ আর যদি اسم صفت[৩] (গুণবাচক ইস্‌ম) এর শেষে হয়, তবে শর্ত হলো যে, তার مؤنث টি فَعْلَانَةٌ এর ওযনে না আসতে হবে। যেমন ঃ سَكْرَانُ[৪]

ফায়েদাঃ نَدْمَانَةٌ ও عُرْيَانَةٌ শব্দ দু'টি منصرف কেননা এদের মুয়ান্নাছ نَدْمَانُ এবং عُرْيَانُ আসে।

وزن فعل এর বর্ণনা

(৯) وزن فعل দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اسم টি فعل এর ওযনে হওয়া এবং فعل এর ওযন সমূহের মাঝে তিন প্রকারের ওযন ধর্তব্য।

(১) فعل এর বিশেষ ওযন তথা فعل এর ঐ সমস্ত ওযন, যা اسم এর মাঝে খুব কমই পাওয়া যায়। এরূপ ওযন দু'টি। যথাঃ فَعَّلَ যেমনঃ كَلَّمَ এবং فُعِلَ যেমনঃ ضُرِبَ

টিকা ঃ

১. অন্যান্য উদাহরণ براسكة (একটি গোত্রের নাম) صيارفة (টাকা-পয়সার ব্যবসায়ী) عباقرة اشاعرة –

২. اسم ذات ঐ اسم কে বলে, যা শুধু কোন সত্তার উপর ইঙ্গিত করে, অবস্থার উপর ইঙ্গিত করে না। যেমন ঃ كتاب جدار بيت احمد ইত্যাদি।

৩. اسم صفت ঐ اسم কে বলে, যা সত্তার সাথে অবস্থার উপর ও ইঙ্গিত করে। যেমনঃ سكران (মদ পান করে মাতাল ব্যক্তি) عطشان (পিপাসিত ব্যক্তি) غضبان (রাগান্বিত ব্যক্তি) رحمن (সদয় মেহেরবান) عريان (বস্ত্রহীন) ندمان (অনুতপ্ত–লজ্জিত)।

৪. سكران এর মুয়ান্নাছ سكرى এবং عطشان এর মুয়ান্নাছ عطشى এবং غضبان এর মুয়ান্নাছ غضبى আসে এবং رحمن এর কোন মুয়ান্নছ আসে না এবং فعلانة এর উদ্দেশ্য হলো যে, সে ة কে কবুল করবে না, যাতে تانيث بالالف এর সাদৃশ্যতা বাকী থাকে এবং فا কালিমায় চাই যবর হোক বা পেশ বা যের, এতে কোন পার্থক্য হবে না। যেমন ঃ عمران عثمان سلمان

(২) فعل এর মাঝে বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত ওযন। তা হচ্ছে ثلاثی مجرد এর فعل امر এর ওযন। অর্থাৎ اِفْعَلْ -
(৩) فعل مضارع এর ওযন অর্থাৎ ঐ শব্দ, যার শুরুতে اتین এর মধ্য হতে কোন একটি হরফ আসে। যেমন ঃ نَرْجِسُ اَحْمَدُ تَغْلِبُ يَزِيْدُ এই তৃতীয় ওযনের জন্য শর্ত হলো, তার শেষে ة আসতে পারবে না। সুতরাং يَعْمَلٌ ও نَصِيْرٌ মুনছারেফ। কেননা তার মুয়ান্নাছ يَعْمَلَةٌ এবং نَصِيْرَةٌ আসে[১]।

পঁচিশতম পাঠ

غیر منصرف এর কিছু ক্বায়েদা

ক্বায়েদা ঃ (১) غیر منصرف এর উপর کسره ও تنوین আসে না। کسره এর স্থলে فتح আসে।
ক্বায়েদা ঃ (২) যখন غیر منصرف এর উপর ال আসবে অথবা তাকে অন্য اسم এর দিকে اضافت করা হবে, তখন حالت جری তে کسره আসতে পারে, তবে تنوین আসতে পারে না। কেননা معرف باللام এর উপর এবং مضاف এর উপর تنوین আসে না। যেমন ঃ فِی الْمَسَاجِدِ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ (সর্বোত্তম আকৃতিতে)।
ক্বায়েদা ঃ (৩) غیر منصرف এর চারটি সববের মাঝে علمیت (নাম হওয়া) শর্ত অর্থাৎ এই সববগুলো যখন নাম হবে, তখন غیر منصرف হবে। চারটি সবব হচ্ছে এই ঃ
(১) تانیث بالتاء যেমন ঃ طَلْحَةُ فَاطِمَةُ এবং مؤنث معنوی যেমন ঃ زَيْنَبُ مَرْيَمُ -
(২) عجمہ যেমনঃ اِبْرَاهِيْمُ اِسْمَاعِيْلُ (৩) ترکیب যেমন ঃ بَعْلَبَكُّ حَضَرَمَوْتُ (৪) الف نون زائدتان যেমন ঃ عِمْرَانُ عُثْمَانُ

ক্বায়েদা ঃ (৪) غیر منصرف এর দু'টি সবব এমন, যাতে علمیت শর্ত নয়, তবে علمیت এর সাথে একত্রিত হতে পারে। সবব দু'টি হচ্ছে এই। যথা ঃ
(১) عدل যেমনঃ عُمَرُ زُفَرُ (২) وزن فعل যেমন ঃ يَشْكُرُ
ক্বায়েদা ঃ (৫) غیر منصرف এর যে চারটি সববের মাঝে علمیت (তথা নির্দিষ্ট নাম হওয়া) শর্ত, তাদেরকে যদি نکره তথা অনির্দিষ্ট বানানো হয়, তবে এরা منصرف[২] হয়ে যাবে। যেমন ঃ رَأَيْتُ رُبَّ فَاطِمَةٍ/زَيْنَبٍ (আমি অনেক ফাতেমা/ অনেক যয়নবকে দেখেছি) এখানে নির্দিষ্ট করে কাউকে বলা হয়নি।

টিকা ঃ
১. যেমন ناقة يعملة (কাজে ব্যবহৃত উটনী) امرأة نصيرة (সাহায্যকারিনী মহিলা)।
২. কেননা এখন তাতে غیر منصرف এর কোন সবব বাকী থাকবে না। এজন্য যে, অপর সবব علمیت এর শর্তের সাথেই সবব ছিল। যেহেতু এখন শর্ত পাওয়া যাচ্ছে না।

ক্বায়েদা ঃ (৬) غیر منصرف এর যে দুটি সববে علیت শর্ত নয়, বরং علیت এর সাথে একত্রিত হয়, তাদেরকে যদি نکرہ বানানো হয়, তবে তারাও[১] منصرف হয়ে যাবে। যেমন ঃ رُبَّ عُمَرٍ/اَحْمَدٍ (অনেক ওমর/অনেক আহমদ)।

ক্বায়েদা ঃ (৭) تانیث بالالف এবং جمع منتہی الجموع এ দু'টি সবব একাই দু'সববের স্থলাভিষিক্ত। যেমন ঃ حَمْرَاءُ مَسَاجِدُ

অনুশীলনী প্রশ্নমালা

(১) اسم معرب কত প্রকার ও কী কী?
(২) منصرف এর সংজ্ঞা মেছালসহ বল।
(৩) غیر منصرف এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।
(৪) غیر منصرف এর নয়টি সবব কী?
(৫) عدل এর সংজ্ঞা মেছাল সহ বর্ণনা কর।
(৬) عدل কত প্রকার ও কী কী?
(৭) عدل تحقیقی এর সংজ্ঞা মেছাল সহ বল।
(৮) عدل تقدیری এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বল।
(৯) عدل এর ছয়টি ওযন কী?
(১০) وصف এর দ্বারা মতলব কী?
(১১) اسم صفت এর সংজ্ঞা মেছালসহ বল।
(১২) غیر منصرف এর সবব কোন ধরনের وصف?
(১৩) কোন ধরনের وصف গাইরে মুনছারিফের সবব হয়?
(১৪) تانیث এর দ্বারা মতলব কী?
(১৫) تانیث بالالف এর জন্য কি শর্ত?
(১৬) تانیث معنوی এর জন্য কী কী শর্ত?
(১৭) هند শব্দ منصرف নাকি غیر منصرف?
(১৮) معرفہ দ্বারা মতলব কী?
(১৯) কোন ধরনের معرفہ গাইরে মুনসারিফ?
(২০) عجمہ এর অর্থ কী?
(২১) عجمہ এর জন্য কী কী শর্ত?
(২২) لحام نوح এবং لوط শব্দগুলো মুনছারিফ নাকি গাইরে মুনছারিফ?
(২৩) جمع منتہی الجموع এর ওযন কয়টি?
(২৪) مفاعل দ্বারা উদ্দেশ্য কি?
(২৫) مفاعیل দ্বারা কি উদ্দেশ্য?
(২৬) صیاقلة মুনছারিফ নাকি গাইরে মুনছারিফ?
(২৭) ترکیب দ্বারা কি উদ্দেশ্য?
(২৮) ترکیب এর জিন্য কি শর্ত?
(২৯) الف نون زائدتان দ্বারা কি উদ্দেশ্য?
(৩০) اسم ذات এ الف نون হলে কি শর্ত?
(৩১) اسم صفت এ الف نون হলে কি শর্ত?
(৩২) وزن فعل এর মতলব কী?
(৩৩) فعل এর কোন প্রকার وزن ধর্তব্য?
(৩৪) غیر منصرف এর সাতটি ক্বায়েদা বয়ান কর।

টিকা ঃ

১. কেননা এখন তাতে غیر منصرف এর একটি সবব বাকী থাকবে, যা غیر منصرف হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

ছাব্বিশতম পাঠ

فاعل এর বর্ণনা

فاعل ঐ اسم কে বলে, যার দিকে কোন فعل অথবা شبه فعل[১] এর সম্পর্ক করা হয়েছে এবং উক্ত فعل অথবা شبه فعل টি উক্ত اسم এর মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। যেমন ঃ قَامَ زَيْدٌ এবং قِيَامُ زَيْدٍ বাক্যে যায়েদের দিকে قَامَ ফে'লকে এবং قِيَامُ মাছদারকে সম্পর্কিত করা হয়েছে এবং 'দন্ডায়মান হওয়া' যায়েদের দ্বারা অস্তিত্বে এসেছে। তাই 'যায়েদ' হচ্ছে فاعل বা কর্তা।

فاعل সর্বদা مرفوع হয় এবং فاعل কখনো প্রকাশ্য اسم হয়। যেমন ঃ قَامَ زَيْدٌ এবং কখনো যমীর হয়। যেমন ঃ زَيْدٌ قَامَ অতঃপর যমীর কখনো প্রকাশমান হয়। যেমনঃ كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ এবং কখনো অপ্রকাশমান হয়। যেমন ঃ زَيْدٌ نَصَرَ عَمْرًا

ক্বায়েদা ঃ যখন فاعل টি প্রকাশ্য اسم হয়, তখন فعل সর্বদা مفرد হয়।
যেমন ঃ قَامَ الرَّجُلُ/الرَّجُلَانِ/الرِّجَالُ

ক্বায়েদা ঃ যখন فاعل টি যমীর হয়, তখন واحد تثنيه ও جمع এর ক্ষেত্রে فعل এবং فاعل এক রকম হয়। যেমন ঃ اَلرَّجُلُ قَامَ اَلرَّجُلَانِ قَامَا اَلرِّجَالُ قَامُوْا

ক্বায়েদা ঃ দু'টি ছূরতে فعل কে مؤنث লওয়া জরুরী। যথা ঃ

(১) যখন فاعل প্রকাশ্য ইস্‌ম ও مؤنث حقيقى[২] হয় এবং فعل ও فاعل এর মাঝে বিচ্ছেদ না থাকে। যেমন ঃ قَامَتْ فَاطِمَةُ

(২) যখন فاعل টি مؤنث এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীর হয়।
যেমন ঃ زَيْنَبُ قَامَتْ اَلشَّمْسُ طَلَعَتْ

ক্বায়েদা ঃ তিন ছূরতে فعل কে মুযাক্কার ও মুয়ান্নাছ উভয়ভাবেই আনা যায়। যথাঃ

(১) যখন فاعل প্রকাশ্য ইস্‌ম ও مؤنث حقيقى হবে এবং فعل ও فاعل এর মাঝে বিচ্ছেদ হবে। যেমন ঃ قَرَأَتِ الْيَوْمَ زَيْنَبُ / قَرَأَ

(২) যখন ফায়েল প্রকাশ্য ইস্‌ম ও مؤنث غير حقيقى হয়। যেমন ঃ طَلَعَتِ الشَّمْسُ / طَلَعَ

(৩) যখন فاعل টি جمع مكسر হয়। যেমন ঃ قَامَتِ الرِّجَالُ / قَامَ

ক্বায়েদা ঃ যখন فاعل টি جمع مكسر এর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী যমীর হয়, তখন فعل কে واحد مؤنث এবং جمع مذكر উভয়ভাবে আনা যায়। যেমন ঃ اَلرِّجَالُ قَامَتْ / قَامُوْا

টিকা ঃ

১. شبه فعل পাঁচটি যথা ঃ اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضيل صفت مشبه ও مصدر এগুলো সবই فعل এর মত আমল করে এবং সাধারণত: স্বীয় প্রথম معمول এর প্রতি مضاف হয়। যেমন ঃ قيام زيد বাক্যে قيام মাছদারটি زيد ফায়েলের দিকে مضاف হয়েছে।

২. مؤنث حقيقى ঐ مؤنث কে বলে, যার বিপরীতে পুরুষ প্রাণী থাকে।

সাতাশতম পাঠ

فاعل এর অন্যান্য ক্বায়েদা

ক্বায়েদা ঃ فاعل সাধারণত: مفعول এর আগে আসে, তবে কখনো পরেও আসে। যেমন ঃ سَلَّمَ زَيْدٌ عَمْرًا বলাও ছহীহ এবং سَلَّمَ عَمْرًا زَيْدٌ বলাও ছহীহ।

ক্বায়েদা ঃ তিন ছুরতে فاعل কে مفعول به এর আগে আনা ওয়াজিব-অতিশয় জরুরী।

(১) যখন فاعل এবং مفعول উভয়টি اسم مقصور হয় এবং সংশয়ের সম্ভাবনা হয়ে যায় কোনটি فاعل কোনটি مفعول ? যেমনঃ سَلَّمَ مُوْسٰى عِيْسٰى (মুসা ইসাকে সালাম দিয়েছে)।

(২) যখন ফায়েলটি ضمير مرفوع متصل হয়। যেমন ঃ سَلَّمْتُ زَيْدًا।

(৩) যখন مفعول টি اِلَّا এর পরে আসে অর্থাৎ مفعول কে حصر তথা সীমিত করা উদ্দেশ্য হয়। যেমন ঃ مَاسَلَّمَ زَيْدٌ اِلَّا عَمْرًا (যায়েদ আমরকে ব্যতীত সালাম দেয়নি)।

نائب فاعل এর বর্ণনা

কখনো কখনো فعل এর فاعل জানা থাকে না অথবা তার নাম উল্লেখ করা সঙ্গত নয়, তখন فاعل কে বিলুপ্ত করে مفعول به এর দিকে فعل কে সম্পর্কিত করা হয়। এরূপ فعل কে فعل مجهول এবং তার مفعول به কে نائب فاعل এবং مفعول مالم يسم فاعله বলে। نائب فاعل ও فاعل এর মত مرفوع হয় এবং সমস্ত হুকুমের ক্ষেত্রে فاعل এর মত হয়। নীচের উদাহরণগুলোতে فاعل এর ক্বায়েদাগুলো খাটাও।

زَيْدٌ نُصِرَ (নায়েবে ফায়েল প্রকাশ্য ইস্‌ম) زَيْدٌ نُصِرَ (نائب فاعل অপ্রকাশ্য যমীর)। نُصِرَ زَيْدٌ

اَلرِّجَالُ نُصِرُوْا - اَلرَّجُلَانِ نُصِرَا - اَلرَّجُلُ نُصِرَ - نُصِرَ الرَّجُلُ/الرَّجُلَانِ/الرِّجَالُ - نُصِرَتْ كُسِفَ/كُسِفَتِ الشَّمْسُ-نُصِرَ/نُصِرَتِ الْيَوْمَ زَيْنَبُ-اَلشَّمْسُ كُسِفَتْ-زَيْنَبُ نُصِرَتْ-نُصِرَتْ فَاطِمَةُ اَلرِّجَالُ نُصِرُوْا/نُصِرَتْ - نُصِرَ/نُصِرَتِ الرِّجَالُ

আটাশতম পাঠ

مبتداء ও خبر এর বর্ণনা

মুবতাদা ঃ جملہ اسميہ এর ঐ অংশ, যার সম্পর্কে কোন সংবাদ দেয়া হয়েছে।

খবর ঃ جملہ اسميہ এর ঐ অংশ, যার মাধ্যমে মুবতাদার ব্যাপারে কোন সংবাদ দেয়া হয়েছে। যেমন ঃ زَيْدٌ قَائِمٌ বাক্যে زَيْدٌ হচ্ছে মুবতাদা। কেননা তার সম্পর্কে দাঁড়ানোর সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং قَائِمٌ হচ্ছে খবর। কেননা যায়েদ সম্পর্কে দাঁড়ানোর সংবাদ দেয়া হয়েছে।

টিকা ঃ

১. যদি শংসয়ের সম্ভাবনা না হয়, তবে تقديم জরুরী নয়। যেমন ঃ اكل موسى الكمثرى বাক্যে নাসপাতি মফউলই হতে পারে। চাই আগে হোক অথবা পরে, ফায়েল হতে পারে না।

ফায়েদা ঃ মুবতাদাকে مسند اليه এবং খবর কে مسند ও বলে।

ক্বায়েদা ঃ মুবতাদা এবং খবর উভয়টি مرفوع হয় এবং এদেরকে عامل معنوى (উহ্য আমেল) رفع প্রদান করে এবং عامل معنوى হচ্ছে عوامل لفظيه (প্রকাশ্য আমেল সমূহ) হতে খালী হওয়ার নাম।

ক্বায়েদা ঃ মুবতাদা অধিকাংশ সময় معرفه এবং খবর অধিকাংশ সময় نكره হয়। যেমন ঃ زَيْدٌ قَائِمٌ

ক্বায়েদাঃ যখন نكره তে কিছু تخصيص সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন তা মুবতাদা হতে পারে। যেমন ঃ طَالِبٌ مُجْتَهِدٌ نَاجِحٌ বাক্যে طَالِبٌ এর ছিফত مُجْتَهِدٌ লওয়া হয়েছে। যদ্বারা نكره এর মাঝে تخصيص সৃষ্টি হয়ে গেছে। অর্থাৎ তা সম্পূর্ণ ব্যাপক রয়নি, তাই তার মুবতাদা হওয়া ছহীহ হয়েছে।

ক্বায়েদা ঃ خبر সাধারণত: مفرد হয়, তবে কখনো جمله ও خبر হতে পারে। যেমন ঃ زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ (যায়েদের পিতা দাঁড়ানো)।

ক্বায়েদা ঃ যখন খবরটি جمله (বাক্য) হয়, তখন তাতে একটি যমীর আবশ্যক,[১] যা মুবতাদার দিকে ফিরে। চাই তা ضمير بارز (প্রকাশ্য যমীর) হোক অথবা مستتر (অপ্রকাশ্য যমীর) যেমন ঃ زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ এবং زَيْدٌ قَامَ[২]

ক্বায়েদা ঃ একটি মুবতাদার কয়েকটি খবর আসতে পারে। যেমন ঃ زَيْدٌ عَاقِلٌ عَالِمٌ فَاضِلٌ[৩]

ক্বায়েদা ঃ যখন কারণ পাওয়া যাবে, তখন মুবতাদাকে বিলুপ্ত করা জায়েয। যেমন ঃ اَلْهِلَالُ وَاللّٰهِ[৪] (চাঁদ, আল্লাহর শপথ!)।

ক্বায়েদা ঃ যখন কারণ পাওয়া যাবে, তখন خبر কে বিলুপ্ত করাও জায়েয আছে। যেমন ঃ خَرَجْتُ فَاِذَا السَّبُعُ[৫] (আমি বের হলাম, হঠাৎ দেখি হিংস্র জন্তু) বাক্যে وَاقِفٌ অথবা مَوْجُوْدٌ খবরটি উহ্য রয়েছে, যার অর্থ 'অবস্থিত' বা 'বিদ্যমান'।

টিকা ঃ

১.মুবতাদার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীরকে عائد বলে। عائد টি যমীর ছাড়া আরোও তিনটি বিষয় হতে পারে। (শরহেজামী–পৃষ্ঠা ৯২)

২. زيد মুবতাদা ابوه মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে দ্বিতীয় মুবতাদা। এর মধ্যে ه প্রকাশ্য যমীর زيد এর দিকে ফিরেছে। قائم হচ্ছে খবর। এখন দ্বিতীয় মুবতাদাও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া খবরিয়া হয়ে প্রথম মুবতাদার খবর হয়েছে। আর قام জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে زيد এর খবর। এতে উহ্য যমীর زيد এর দিকে ফিরেছে।

৩.زيد মুবতাদা عاقل প্রথম খবর, عالم দ্বিতীয় খবর, فاضل তৃতীয় খবর, মুবতাদা স্বীয় তিনো খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা খবরিয়্যাহ।

৪.এখানে هذا উহ্য মুবতাদা রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর শপথ! এই যে নতুন চাঁদ। আর এখানে ক্বরীনা হল সমস্ত লোকের চাঁদ দেখায় লিপ্ত হওয়া। *(পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)*

উনত্রিশতম পাঠ

حروف مشبہ بالفعل এর اسم ও خبر এর বর্ণনা

لَيْتَ كَاَنَّ اَنَّ اِنَّ ঃ যথা । টিহ ফররহ ণ্পূর্যশ্দৃসা থেসা র্এ فعل তথা حروف مشبہ بالفعل
লَعَلَّ لٰكِنَّ-এগুলো جملہ اسمیہ خبریہ এর উপর প্রবেশ করে এবং مبتداء কে স্বীয় اسم এবং خبر কে তার خبر বানিয়ে লয়। আর اسم টিকে نصب ও خبر টিকে رفع প্রদান করে।

(১) ان বাক্যের শুরুতে আসে এবং বাক্যের বিষয়বস্তুকে পাকাপোক্ত করে দেয়। যেমন ঃ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ (নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত)।

ক্বায়েদা ঃ اِنَّ এর خبر এর উপর কখনো لام تاكيد مفتوح ও এসে থাকে। যেমন ঃ اِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ (নিশ্চয়ই অবশ্যই যায়েদ দাঁড়ানো)।

(২) اَنَّ বাক্যের মধ্যখানে আসে এবং বাক্যের বিষয়বস্তুকে সুদৃঢ় করে এবং স্বীয় اسم ও خبر কে তাবীল করে مفرد বানিয়ে পূর্ণ বাক্যের একটি অংশ বা جزء বানিয়ে দেয়। যেমনঃ بَلَغَنِىْ اَنَّ زَيْدًا فَاضِلٌ[১] (আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, নিশ্চয়ই যায়েদ সম্মানী ব্যক্তি।)

(৩) كَاَنَّ-যখন তার خبر টি اسم جامد হয়, তখন তা تشبيہ (সাদৃশ্যতা বুঝানো) এর জন্য হয়ে থাকে। যেমন ঃ كَاَنَّ زَيْدًا اَسَدٌ[২] আর যখন তার خبر টি فعل - اسم مشتق - ظرف অথবা جار مجرور হবে, তখন সন্দেহ ও ধারণা বুঝানোর জন্য আসে। যেমন ঃ كَاَنَّ زَيْدًا يَقُوْمُ/قَائِمٌ/عِنْدَكَ/فِى الْبَيْتِ (হয়ত যায়েদ দাড়াঁবে অথবা দাড়াঁনো অথবা আপনার নিকট আছে অথবা ঘরে আছে অর্থাৎ এরূপ ধারণা)।

(৪) لَيْتَ - অসম্ভব বিষয়ের আশা-আকাংখ্যার জন্য। যেমন ঃ لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ (হায়! যদি যৌবন ফিরে আসত)।

(৫) لٰكِنَّ-এর দ্বারা استدراك। তথা পূর্ববর্তী বাক্যে সৃষ্ট সন্দেহ দূর করার জন্য একে ব্যবহার করা হয়। যেমন ঃ غَابَ الْقَوْمُ لٰكِنَّ عَمْرًا حَاضِرٌ[৩] (সম্প্রদায়টি অনুপস্থিত রয়েছে কিন্তু আমর উপস্থিত)।

(৬) لَعَلَّ -এমন কাজের আকাংখ্যা করার জন্য আসে, যা হওয়া সম্ভব। যেমন ঃ لَعَلَّ الْمُسَافِرَ قَادِمٌ (আশা যে, মুসাফির আগমন করবে)।

টিকা ঃ (পূর্বের পৃষ্ঠার পর)

৫. 'আমি বাইরে বের হলাম হঠাৎ হিংস্র পশু দাঁড়ানো বা বিদ্যমান'। خرجت ফে'ল, তার যমীর ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। فا টি عاطفہ অথবা جزائیہ আর اذا টি مفاجاتیہ এবং السبع টি মুবতাদা, তার উহ্য খবর واقف-মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

১. بلغ ফে'ল ن টি وقایہ এবং ى টি مفعول بہ আর ان স্বীয় اسم ও خبر মিলে তাবীলের দ্বারা مفرد হয়ে بلغ এর فاعل হয়েছে।

(পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ত্রিশতম পাঠ

افعال ناقصه এর اسم ও خبر এর বর্ণনা

افعال ناقصه সতের (১৭) টি। যথা ঃ كَانَ صَارَ اَصْبَحَ اَمْسٰى اَضْحٰى ظَلَّ بَاتَ مَافَتِئَ مَادَامَ مَاانْفَكَّ لَيْسَ عَادَ رَاحَ مَابَرِحَ مَازَالَ اٰضَ غَدَا এগুলো جملہ اسمیہ এর উপর প্রবেশ করে মুবতাদাকে নিজের اسم এবং خبر কে তার خبر বানায় এবং اسم কে رفع ও خبر কে نصب প্রদান করে।

(১) كَانَ তার اسم এর জন্য خبر কে অতীতকালে সংঘটিত হওয়া সাব্যস্ত করে। যেমন ঃ كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا (যায়েদ দাঁড়ানো ছিল)।

(২) صَارَ অবস্থার পরিবর্তন হওয়াকে বর্ণনা করে। যেমনঃ صَارَ الدَّقِيْقُ خُبْزًا (আটা রুটি হয়েছে)।

(৩-৭) اَضْحٰى اَمْسٰى اَصْبَحَ ظَلَّ এবং بَاتَ বাক্যের বিষয়বস্তুকে স্ব-স্ব ওয়াক্তের সাথে মিলানোর জন্য আসে। যেমন ঃ اَصْبَحَ/اَمْسٰى/اَضْحٰى زَيْدٌ قَائِمًا (যায়েদ সকালে/সন্ধ্যায়/পূবাহ্নে/দাঁড়িয়েছে) ظَلَّ زَيْدٌ صَائِمًا (যায়েদ দিনে রোযা রেখেছে)। بَاتَ زَيْدٌ نَائِمًا (যায়েদ রাতে ঘুমিয়েছে)। আর কখনো পাঁচোটি صَارَ এর অর্থে আসে। যেমন ঃ اَصْبَحَ/اَمْسٰى/اَضْحٰى/ظَلَّ/بَاتَ زَيْدٌ غَنِيًّا (যায়েদ ধনী হয়েছে)।

(৮-১১) مَافَتِئَ مَاانْفَكَّ مَابَرِحَ مَازَالَ এগুলো সর্বদার জন্য خبر কে اسم এর জন্য সাব্যস্ত করে। যেমনঃ مَافَتِئَ/مَاانْفَكَّ/مَابَرِحَ/مَازَالَ زَيْدٌ غَنِيًّا (যায়েদ সর্বদা ধনী ছিল)।

(১২) مَادَامَ এটা তার خبر বিদ্যমান থাকার সময় পর্যন্ত কোন কাজের সময় বর্ণনা করার জন্য আসে। যেমনঃ اِجْلِسْ مَادَامَ زَيْدٌ جَالِسًا (বস! যতক্ষণ যায়েদ বসা থাকে)।

(১৩) لَيْسَ বর্তমান সময়ের মধ্যে বাক্যের বিষয়বস্তুকে নেতিবাচক করে। যেমন ঃ لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا (যায়েদ এখন দাঁড়ানো নয়)।

(১৪-১৭) عَادَ اٰضَ رَاحَ غَدَا এই চারটিই صَارَ এর অর্থে আসে। যেমন ঃ عَادَ/اٰضَ/رَاحَ/غَدَا زَيْدٌ غَنِيًّا (যায়েদ ধনী হয়েছে)।

টিকা ঃ (পূর্বের পৃষ্ঠার পর)

২. যায়েদ যেন একটি বাঘ অর্থাৎ বাঘের মত বাহাদুর।

৩. غاب القوم জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ مستدرک منہ এবং لکن তার اسم ও خبر মিলে مستدرک এখন مستدرک منہ ও مستدرک মিলে جملہ استدراکیہ হয়েছে।

একত্রিশতম পাঠ

لَيْسَ এর সদৃশ مَا ও لَا এর اسم ও خبر এর বর্ণনা

مَا এবং لَا ও জুমলায়ে ইসমিয়্যার উপর প্রবেশ করে مبتدا কে স্বীয় اسم এবং خبر কে তার خبر বানিয়ে লয় এবং اسم কে رفع ও خبر কে نصب দেয় অর্থাৎ ليس এর মত কাজ করে।

مَا টি معرفه ও نكره উভয়ের উপর প্রবেশ করে। যেমনঃ مَا زَيْدٌ قَائِمًا এবং مَا رَجُلٌ مُنْطَلِقًا (কোন পুরুষ চলন্ত নেই)। আর لا শুধু نكره এর মাঝে আসে। যেমন ঃ لَا رَجُلٌ أَفْضَلَ مِنْكَ (আপনার থেকে ভাল কোন পুরুষ নেই)।

ক্বায়েদা ঃ তিন ছুরতে مَا আমল করে না। (১) যখন তার خبر টি اسم এর আগে আসে। যেমন ঃ مَاقَائِمٌ زَيْدٌ (২) যখন তার خبر টি إِلَّا এর পরে আসে। যেমনঃ وَمَامُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ (৩) যখন مَا এর পর إِنْ আসে। যেমন ঃ مَاإِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ

لائے نفی جنس এর اسم ও خبر এর বর্ণনা

لائے نفی جنس (জাতির নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক لَا) ঃ যা نكره কোন اسم এর উপর প্রবেশ করে পুরা جنس কে নেতিবাচক করে। (جنس বলতে যেমন মানুষ জাত, জ্বিন জাত প্রাণী জাত, ইত্যাদি)। যেমন ঃ لَارَجُلَ فِي الدَّارِ (ঘরে পুরুষ জাত বলতে কেউ নেই)। এই لا ও জুমলায়ে ইসমিয়্যাহর উপর প্রবেশ করে مبتدا কে স্বীয় اسم এবং خبر কে তার خبر বানায় এবং حروف مشبہ بالفعل এর মত আমল করে অর্থাৎ اسم কে نصب এবং خبر কে رفع দেয় এবং তার اسم অধিকাংশ সময় مضاف অথবা مشابہ مضاف হয়। যেমন ঃ لَاصَاحِبَ جُوْدٍ مَمْقُوْتٌ (কোন দানশীলের সাথে বিদ্বেষ রাখা হয় না) لَاطَالِعًا جَبَلًا حَاضِرٌ (কোন পর্বতারোহী উপস্থিত নেই)।

ক্বায়েদা ঃ যখন لائے نفی جنس এর اسم টি نكره مفرد হবে অর্থাৎ مضاف অথবা مشابہ مضاف না হবে, তখন اسم এর উপর فتح হবে। যেমন ঃ لَاسَاكِنَ فِي الدَّارِ (বাড়ীতে কোন বসবাসকারী নেই)।

ক্বায়েদা ঃ যদি لَا এর اسم টি معرفه হয়, তবে لَا কে অপর একটি معرفه এর সাথে পুনরায় লওয়া আবশ্যক এবং তখন لَا টি لَيْسَ এর সাদৃশ্য হয় এবং তার اسم টি مرفوع হয়। যেমন لَازَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَاعَمْرٌو

افعال مقاربہ এর اسم ও خبر এর বর্ণনা

افعال مقاربہ ঃ ঐ সমস্ত اسم কে বলে, যা তার اسم সম্পর্কে خبر টি নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ দেয়। যেমন ঃ عَسَى زَيْدٌ أَنْ يَّخْرُجَ (নিকটবর্তী যে যায়েদ বের হবে)।

এই فعل মোট ৭টি। যথা ঃ عَسٰى-كَادَ-كَرَبَ-اَوْشَكَ-طَفِقَ-جَعَلَ-اَخَذَ এগুলো اسم কে رفع এবং خبر কে نصب দেয় এবং এদের خبر সর্বদা فعل مضارع হয়।

(১) عَسٰى-আশা-আকাঙ্খার জন্য আসে। যেমনঃ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ[১] (আশা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় নিয়ে আসবেন।)।

(২) كَادَ - নিকটবর্তী বুঝানোর জন্য আসে। যেমন ঃ كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا[২] (নিকটবর্তী যে দারিদ্রতা কুফরীতে পরিণত হবে)।

(৩-৭) كَرَبَ-اَوْشَكَ-طَفِقَ-جَعَلَ ও اَخَذَ এ কথা বুঝানোর জন্য আসে যে, এদের اسم টি خبر (কাজটি) আরম্ভ করে দিয়েছে। যেমন ঃ اَخَذَ/جَعَلَ/طَفِقَ/اَوْشَكَ/كَرَبَ زَيْدٌ اَنْ يَّخْرُجَ (যায়েদ বের হতে শুরু করেছে।)।

* বিঃ দ্রঃ اوشك/كرب عسى ও كاد এর অনুরূপ আমল হবে।

* عسى ও كاد এর পার্থক্য কি?

عسى এর অধিকাংশ সময় اَنْ যোগে হয়। অথচ كاد টি অধিকাংশ সময় اَنْ ছাড়া হয়।

→ তবে কখনো কখনো ~~উল্টো~~ عسى টি اَنْ ছাড়া হয়। আবার كاد টি কখনো اَنْ যোগে হয়।

* افعال ناقصه ও افعال مقاربه এর পার্থক্য কি?

افعال مقاربه এর খবর সর্বদা فعل مضارع হয়। অথচ افعال ناقصه তা হয় না।

টিকা

১. عسى ফেলে মুকারেব, الله তার اسم এবং ان ناصبه مصدريه ও ياتى بالفتح জুমলায়ে ফে'লিয়া তাবিলপূর্বক মাছদার হয়ে عسى এর خبر :

২. كاد ফেল মুকারেব, الفقر তার اسم এবং ان টি মাছদারিয়াহ ও يكون হচ্ছে فعل ناقص এতে উহ্য যমীর তার اسم এবং كفرا তার خبر। এখন فعل ناقص তার اسم ও خبر মিলে তাবিলপূর্বক মুফরাদ হয়ে كاد এর خبر হয়েছে।

অনুশীলনী প্রশ্নমালা

১। ফায়েলের সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।

২। ফায়েলের ইরাব কি? ইদাহরণ দাও।

৩। ফায়েল ইস্‌মে যাহের হয়, নাকি যমীর?

৪। ফায়েল ইস্‌মে যাহের হলে ফেল কীরূপ হয়?

৫। ফায়েল যমীর হলে ফেল কীরূপ আসবে?

৬। কোন ছূরতে فعل কে مؤنث লওয়া জরুরী?

৭। কোন ছূরতে فعل কে مذكر ও مؤنث উভয়ই লওয়া যায়?

৮। فاعل টি جمع مكسر হলে فعل টি কিরূপ আসবে?

৯। فاعل প্রথমে আসে নাকি مفعول ?

১০। কোন ছুরতে فاعل কে প্রথমে লওয়া ওয়াজিব?

১১। نائب فاعل কাকে বলে?

১২। نائب فاعل এর আরবী নাম কি?

১৩। نائب فاعل এর ইরাব কী?

১৪। نائب فاعل এর আহকাম কী?

১৫। মুবতাদা-খবরের সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।

১৬। মুবতাদা-খবরের অপর নাম কী?

১৭। মুবতাদা–খবরের ইরাব কী? তাদের عامل কী?

১৮। মুবতাদা অধিকাংশ সময় কিরূপ হয় এবং খবর কীরূপ?

১৯। নাকেরাহ কখন মুবতাদা হয়?

২০। জুমলা যখন খবর হয়, তখন কোন জিনিস জরুরী।

২১। এক মুবতাদার কয়টি খবর আসতে পারে?

২২। মুবতাদাকে হযফ করা যায় কি?

২৩। খবরকে হযফ করা যায় কি?

২৪। حروف مشبه بالفعل কয়টি ও এদের আমল কি?

২৫। ان কোথায় আসে এবং কি কাজ করে?

২৬। أن কোথায় আসে এবং কিকাজ করে?

২৭। لام تاكيد مفتوح কোথায় অতিরিক্ত আসে?

২৮। كان তাশবীহের জন্য কখন আসে?

২৯। كان কখন সন্দেহ ও ধারণার জন্য আসে?

৩০। ليت এর অর্থ উহাদরণ সহ বর্ণনা কর।

৩১। لكن এর অর্থ উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।

৩২। لعل এর অর্থ উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।

৩৩। افعال ناقصه কয়টি ও কী কী?

৩৪। افعال ناقصه এর আমল কি?

৩৫। كان কী কাজ করে এবং صار কী কাজ করে?

৩৬। اصبح امسى اضحى ظل بات কী কাজ করে?

৩৭। مازال ও مابرح مافتئ مانفك কী কাজ করে?

৩৮। مادام কিসের জন্য আসে?

৩৯। ليس কি কাজ করে?

৪০। غدا ও راح أض عاد এর অর্থ কী?

৪১। ليس এর সাদৃশ্য ما ও لا এর আমল কী?

৪২। ما কিসের উপর প্রবেশ করে?

৪৩। لا কিসের উপর প্রবেশ করে?

৪৪। لا ئے نفی جنس এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪৫। لا ئے نفی جنس এর আমল কী?

৪৬। لا ئے نفی جنس এর اسم অধিকাংশ কীরূপ হয়।

৪৭। لا ئے نفی جنس এর اسم কখন نو এর উপর بنى হয়?

৪৮। افعال مقاربه এর সংজ্ঞা মেছালসহ বর্ণনা কর।

৪৯। افعال مقاربه কয়টি ও কী কী?

৫০। عسى কী জন্য আসে?

৫১। كاد কী জন্য আসে?

৫২। অবশিষ্ট افعال مقاربه কি অর্থ দেয়?

বত্রিশতম পাঠ

مفعول مطلق এর বর্ণনা

مفعول مطلق ঃ ঐ মাছদারকে বলে, যা فعل এর সমশব্দ বা সমার্থবোধাক হবে فعل এবং এর পরে আসবে। যেমন ঃ نَصَرْتُ نَصْرًا এবং قَعَدْتُ جُلُوْسًا -

مفعول مطلق টি মানছুব হয় এবং তিনটি উদ্দেশ্যে আসে ঃ (১) তাকীদ তথা দৃঢ়তার জন্য। যেমন ঃ نَصَرْتُ نَصْرًا (আমি খুব সাহায্য করেছি)। (২) কাজের ধরন বা প্রকার বর্ণনা করার জন্য। যেমন ঃ جَلَسْتُ جِلْسَةَ الْقَارِئ (আমি ক্বারী সাহেবের মত বসেছি)। (৩) কাজের সংখ্যা বর্ণনার জন্য। যেমন ঃ جَلَسْتُ جَلْسَةً (আমি একবার বসেছি)।

ক্বায়েদা ঃ যে مفعول مطلق তাকীদের জন্য হয়, তার দ্বিবচন, বহুবচন আসে না। আর যা সংখ্যার জন্য আসে, তার দ্বিবচন, বহুবচন আসে। যেমন ঃ جَلَسْتُ جَلْسَةً/جَلْسَتَيْنِ/جَلَسَاتٍ (আমি একবার/দুইবার/ বহুবার বসেছি)। আর যা ধরন বা প্রকার বুঝানোর জন্য আসে তাতে মতবিরোধ রয়েছে।

ক্বায়েদা ঃ যখন ক্বারিনাহ (কারণ) পাওয়া যাবে, তখন مفعول مطلق কে বিলুপ্ত করা জায়েয। যেমনঃ কোন আগন্তুককে বলা خَيْرَ مَقْدَمٍ[১] (তোমার আগমন শুভ হোক)।

ক্বায়েদা ঃ কতেক স্থানে مفعول مطلق এর فعل কে বিলুপ্ত করা ওয়াজিব এবং স্থানগুলো হচ্ছে سماعى (শ্রুতিগত)। যেমন ঃ سَقْيًا - شُكْرًا - حَمْدًا - رَعْيًا - سُنَّةَ اللّٰهِ - وَعْدَ اللّٰهِ[২]

مفعول به এর বর্ণনা

مفعول به ঃ ঐ اسم কে বলে, যার উপর কর্তার কাজ পতিত হয়। যেমন ঃ قَرَأْتُ الْكِتَابَ (আমি কিতাবটি পড়েছি) এই বাক্যে اَلْكِتَابَ টি مفعول به কারণ তা পড়া হয়েছে।

مفعول به মানছুব হয় এবং তার স্থান فاعل এর পরে, তবে কখনও فاعل এর পূর্বেও আসে। যেমন ঃ اَكَلَ الْخُبْزَ مُنِيْرٌ এবং عَمْرًا نَصَرْتُ -

---

টিকা

১. خير مقدم এর মূল বাক্য ছিল قدمت قدوما خير مقدم অর্থাৎ আপনি উত্তম আসা এসেছেন। প্রথমে فعل কে বিলুপ্ত করেছে। অতঃপর مفعول مطلق কে বিলুপ্ত করেছে। অতঃপর তার ছিফত خير مقدم কে তার স্থানে রেখেছে।

২. سقيا এর আসল ছিল سقاك الله سقيا অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে তৃপ্তিভরে পান করান। شكرا এর আসল ছিল شكرتك شكرا অর্থাৎ আমি তোমার খুব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি। حمدا এর আসল হল حمدتك حمدا অর্থাৎ আমি আপনার খুব প্রশংসা করেছি। رعيا এর আসল হল رعاك الله رعيا অর্থাৎ আল্লাহ্ আপনার উত্তম রক্ষাকারী হোন । سنة الله এর আসল হল سن الله سنة অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের পবিত্র অভ্যাস এরূপ প্রচলিত আছে। وعد الله এর আসল হল وعد الله وعده অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এই ওয়াদা ফরমায়েছেন।

ক্বায়েদা ঃ যদি কারণ পাওয়া যায়, তবে مفعول به এর فعل কে বিলুপ্ত করা জায়েয। যেমন ঃ مَنْ اَنْصُرُ এর জবাবে শুধু زَيْدًا। বলা অর্থাৎ أَنْصُرُ زَيْدًا -

তেত্রিশতম পাঠ

مفعول به এর অবশিষ্ট ক্বায়েদাসমূহ

ক্বায়েদা ঃ চার স্থানে مفعول به এর فعل কে বিলুপ্ত করা ওয়াজিব। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে سَماعى (শ্রুতিগত) এবং বাকী তিনটি হচ্ছে قياسى (যুক্তি সম্মত)। সেগুলো হল এই ঃ (১) تحذير (২) اضمار على شرط التفسير (৩) منادى

(১) سماعى -অর্থাৎ যেখানে আরবদের থেকে مفعول به এর فعل বিলুপ্ত হওয়া বর্ণিত আছে। তথায় বিলুপ্ত করা ওয়াজিব। যেমনঃ কোন মেহমানের আগমনে اَهْلًا سَهْلًا বলা। অর্থাৎ اَتَيْتَ اَهْلًا وَوَطِئْتَ سَهْلًا (আপনি এসেছেন পরিবারস্থ আত্মীয় স্বজনের মাঝে এবং পদচারণা করেছেন নরম ভূমিতে যেখানে কোন কষ্ট ও বাধা-বিপত্তি নেই। উর্দূতে اهلاً سهلاً এর পরিবতে خوش آمديد বলে অর্থাৎ আপনার আসা মুবারক ও ধন্য হোক। আপনার আগমনে আমরা আনন্দিত)।

(২) تحذير এর অর্থ ভয় দেখানো এবং যে বিষয়বস্তু থেকে ভয় দেখানো হয়, তাকে محذّر منه বলে। যেমন ঃ اَلْبِئْرَ اَلْبِئْرَ (কূপটি, কূপটি)। এখানে اِتَّقِ (তুমি বাচ! তুমি ভয় কর!) ফেলকে বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং কূপটি হচ্ছে محذر منه -অনুরূপভাবে اِيَّاكَ وَالْاَسَدَ (বাঁচ তুমি বাঘ থেকে)। এর মূল বাক্য হল اِتَّقِ نَفْسَكَ مِنَ الْاَسَدِ অর্থাৎ তুমি নিজেকে বাঘ থেকে বাঁচাও।

(৩) اضمار على شرط التفسير এর অর্থ হল مفعول به এর عامل কে এই শর্তে গোপন করা যে, পরে তার তাফসীর (ব্যাখ্যা) আসবে। যেমন ঃ زَيْدًا نَصَرْتُهُ (আমি যায়েদকে

টিকা

১. زيدا نصرته এই বাক্যে زيدا টি উহ্য نصرت ফেলের مفعول به এখানে ফেলকে গোপন করার জন্য তিনটি শর্ত- (১) مفعول به এর পর এমন فعل অথবা شبه فعل আসা, যা فعل محذوف এর বিষয়কে স্পষ্ট করে। (২) পরে আসা فعل অথবা شبه فعل টি مفعول به এর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী ضمير এর মাঝে অথবা তার কোন متعلق এর মাঝে আমলকারী হবে এবং مفعول به এর মাঝে আমল করা থেকে বিরত থাকবে। (৩) যদি উক্ত فعل বা شبه فعل এর معمول কে হটিয়ে مفعول به -এর উপর তাকে নিযুক্ত করা হয়, তবে সে তাতে আমল করবে। যেমন কিতাবে উল্লেখিত উদাহরণে زيد হল مفعول به এরপরে এসেছে نصرت ফেলটি, যা বিলুপ্ত ফেলের বিষয়কে স্পষ্ট করছে। আর তার معمول হচ্ছে ه যমীর, যা যায়েদের দিকে ফিরেছে এবং نصرت তাতে আমল করার কারণে زيدا এর মাঝে আমল করতে পারছে না; কিন্তু যদি যমীরকে হটিয়ে তাকে زيدا এর উপর নিয়োগ করা হয়, তবে তা زيدا এর মাঝে আমল করবে। সুতরাং زيدا এর পূর্বে نصرت লুকায়িত মানা হবে এবং তারই নাম হচ্ছে اضمار على شرط التفسير

অন্যান্য উদাহরণ ঃ والقمر قدرناه ـ زيدا اكرمته ـ زيدا نصرت غلامه

সাহায্য করেছি)। এই বাক্যে زَيْدًا এর পূর্বে نَصَرْتُ গোপন আছে। যার ব্যাখ্যা পরবর্তী نَصَرْتُ করছে।

(৪) منادى ঐ اسم কে বলে, যদ্বারা ডেকে তার নামের ব্যক্তিকে নিজের দিকে ফিরানো হয়। যেমন ঃ يَازَيْدُ বাক্যে زيد টি منادى কেননা এই শব্দকে ডেকে ঐ ব্যক্তিকে নিজের দিকে অভিমুখী করা উদ্দেশ্য, যার এই নাম। منادى টি ادعو (আহ্বান করছি) ফে'লের مفعول به হয়, যার স্থলাভিষিক্ত হয় حرف ندا -

হরফে নেদা ৫টি। যথা ঃ (أ) همزه مفتوحه ـ أَيْ ـ هَيَا ـ أَيَا ـ يَا

منادى এর ইরাব হচ্ছে দুটি –

(১) منادى যদি মুফরাদ[১] মারেফা হয় অথবা নাকেরা মুয়াইয়্যান (নির্দিষ্ট) হয়, তবে রফার উপর মাবনী হবে। যেমন ঃ يَارَجُلُ ـ يَازَيْدُ

(২) منادى যদি মুযাফ অথবা মুযাফের সাদৃশ্য হয় অথবা অনির্দিষ্ট غير معين নাকেরা হয়, তবে তার ইরাব হবে নছব। যেমন ঃ يَاعَبْدَ اللّٰهِ ـ يَاطَالِعًا جَبَلًا এবং[২] অন্ধ ব্যক্তির কথা ঃ يَارَجُلًا خُذْ بِيَدِيْ (হে কে আছ ! আমার হাত ধর।)।

ক্বায়েদা ঃ যদি منادى টি معرف باللام হয়, তবে حرف ندا এবং منادى এর মাঝে (অন্য কোন শব্দ দ্বারা) পৃথক করা অবশ্যক, যাতে দুই হরফ একত্র হয়ে না যায়, তবে الله নামটি এই নিয়মের বাইরে। অতঃপর যদি منادى টি مذكر হয়, তবে পৃথককারী শব্দ ايها এবং مونث হলে ايتها লওয়া হবে। যেমনঃ يَاأَيُّهَا الرَّجُلُ ـ يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (হে তৃপ্ত আত্মা!)।

চৌত্রিশতম পাঠ

استغاثه এর বর্ণনা

استغاثه এর অর্থ হচ্ছে ফরিয়াদ করা এবং সাহায্য চাওয়া। যার থেকে সাহায্য চাওয়া হয়, তাকে مستغاث বলা হয় এবং যার জন্য সাহায্য চাওয়া হয়, তাকে مستغاث له বলা হয়। مستغاث ও প্রকৃতপক্ষে منادى ই হয়ে থাকে, তবে তার উপর ফাতাহ বিশিষ্ট لام استغاثه আসে এবং مستغاث له এর উপর لام مكسور আসে। যেমন ঃ يَالَلْقَوْمِ لِلْمَظْلُوْمِ (হে সম্প্রদায়! মযলুমের সাহায্যে এগিয়ে আস!)।

ক্বায়েদা ঃ منادى مستغاث এর ইরাব مجرور হয়। যেমন ঃ يَالَلْقَوْمِ -

---

টিকা

১. এখানে مفرد দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তা مضاف বা مشابه مضاف না হওয়া এবং যে কোন নাকেরার উপর হরফে নেদা প্রবেশ করলে তা نكره معين হয়ে যায়।

২. অন্ধ ব্যক্তি না দেখে অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ডাকতে থাকে, তাই তা نكره غير معين হবে এবং দৃষ্টিমান ব্যক্তি দেখে নির্দিষ্ট কাউকে ডাকে, তাই তা نكره معين হবে।

ندبہ এর বর্ণনা

ندبہ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মৃতব্যক্তির গুণাবলী বর্ণনা করে ক্রন্দন করা। পরিভাষায়: দোহাই দেয়া, অনুতাপ ও আফসোস করা, বিপদগ্রস্তের শোক করা, মৃতব্যক্তির সৌন্দর্যাবলী স্মরণ করে কাঁদা। ندبہ এর জন্য وَا হরফটি নির্দিষ্ট এবং يَا ও ব্যবহার হয়। উর্দুতে তার তরজমা হচ্ছে! ہائے (হায়!) যেমনঃ وَازَيْدَاهُ (হায় যায়েদ!) وَاسَيِّدَاه (হায় মনিব!) وَاحَسْرَتَاه (হায় আফসোস!) وَامُصِيبَتَاه (হায় মুছিবত!)। যে ডাকে তাকে نادب এবং যাকে ডাকে তাকে مندوب বলে। منادیও مندوب ই হয়ে থাকে।

ক্বায়েদাঃ منادی مندوب হুকুম সাধারণ منادی এর মতই যেমনঃ وَازَيْدُ (হায়! যায়েদ)। وَاعَبْدَاللهِ (হায় আব্দুল্লাহ!)। আর যখন তার শেষে ندبہ এর الف এবং আওয়ায লম্বা করার জন্য ه বাড়ানো হয়, তখন مفتوح হবে। যেমন ঃ وَازَيْدَاهُ -

ترخیم এর বর্ণনা

ترخیم এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে লেজ কেটে দেয়া এবং পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে منادی এর শেষ থেকে এক অথবা দুই হরফকে হালকা করার জন্য বিলুপ্ত করা। এরূপ منادی কে منادی مرخم বলে।

ক্বায়েদা ঃ منادی مرخم এর উপর ضمہ (পেশ)ও জায়েয এবং হরফের মূল হরকত বাকী রাখা ও জায়েয। যেমন ঃ مَالِكٌ কে يَامَالِ এবং يَامَالُ এবং مَنْصُوْرٌ কে يَامَنْصُ এবং حَارِثٌ কে يَاحَارِ বা يَاحَارُ বলে ডাকা জায়েয আছে।

পঁয়ত্রিশতম পাঠ

مفعول لہ এর বর্ণনা

مفعول لہ ঐ اسم কে বলে, যার কারণে কাজ করা হয়েছে। مفعول لہ টি منصوب হয় এবং তার দুই ছুরত ঃ (১) ঐ مفعول لہ - যাকে অর্জন করার জন্য কোন কাজ করা হয়েছে। যেমন ঃ نَصَحْتُهٗ تَادِيْبًا (আমি তাকে আদব শিখানোর জন্য নছীহত করেছি।) (২) ঐ مفعول لہ - যা বিদ্যমান থাকার কারণে কোন কাজ করা হয়েছে। যেমন ঃ قَعَدْتُ عَنِ الْعَمَلِ مَرَضًا বাক্যে অসুস্থতা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল, তাই কাজে যাওয়ার সাহস হয়নি। (আমি কাজ থেকে বসে পড়েছি অসুস্থতার কারণে।)।

টিকা

১. قعدت ফে'ল ও ফায়েল عن العمل ফে'লের সাথে متعلق এবং مرضا টি مفعول لہ -

مفعول معه এর বর্ণনা

مفعول معه ঐ اسم কে বলে, যা مع (সাথে) এর অর্থবোধক واو এর পরে আসে, যা فعل এর معمول এর সাথে مصاحبت (সাথীত্ব)কে বর্ণনা করে। যেমন ঃ جَاءَ الْقَاسِمُ وَالْكِتَابَ[১] (কাসেম কিতাব সহ এসেছে)। এতে اَلْكِتَابَ টি مفعول معه হয়েছে, কেননা তা واو এর পরে এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে "সাথে" এবং فاعل এর সাথে مصاحبت বুঝাচ্ছে।

مفعول معه মানুছব হয় এবং তার চার ছুরত:

(১) فعل শাব্দিকভাবে উল্লেখ থাকবে এবং معيت (সাথীত্ব) فاعل এর সাথে হবে। যেমন ঃ جَاءَ الْبَرْدُ وَالْجُبَّاتِ (শীত জুব্বা সহ এসেছে অর্থাৎ শীত শুরু হতেই লোকজন জুব্বা পড়ে নিয়েছে)।

(২) فعل শাব্দিকভাবে উল্লেখ থাকবে এবং معيت হবে مفعول এর সাথে। যেমন ঃ كَفَاكَ وَزَيْدًا[২] دِرْهَمٌ (আপনার এবং যায়েদের জন্য এক দিরহাম যথেষ্ট)।

(৩) فعل অপ্রকাশ্য[৩] হবে এবং معيت হবে فاعل এর সাথে। যেমন ঃ مَالَكَ وَزَيْدًا[৪] (যায়েদের সাথে তোমার কী কাজ?)।

(৪) فعل অপ্রকাশ্য হবে এবং معيت হবে مفعول এর সাথে। যেমন ঃ حَسْبُكَ وَزَيْدًا دِرْهَمٌ (যায়েদের সাথে তোমার একদিরহাম যথেষ্ট) এই বাক্যে حَسْبُ মাছদার থেকে فعل বের হতে পারে।

ছত্রিশতম পাঠ

مفعول فيه এর বর্ণনা

مفعول فيه ঐ اسم কে বলে, যা কাজের কাল বা স্থান বুঝায়। যেমন ঃ نَصَرْتُ زَيْدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَمَامَ الْاَمِيْرِ (আমি সাহায্য করেছি যায়েদকে জুমার দিন নেতার সামনে)। এই বাক্যে يَوْمَ الْجُمُعَةِ হচ্ছে مفعول فيه যরফে যমান এবং اَمَامَ الْاَمِيْرِ হচ্ছে مفعول فيه যরফে মাকান।

مفعول فيه কে ظرف (যরফ/পাত্র)ও বলা হয়। অতঃপর যরফ দুই প্রকার ঃ ظرف زمان ও ظرف مكان -

ظرف زمان ঐ ظرف কে বলে, যাতে সময়ের অর্থ পাওয়া যায়। যেমন ঃ يَوْمٌ شَهْرٌ -

ظرف مكان ঐ ظرف কে বলে, যাতে স্থানের অর্থ পাওয়া যায়। যেমন ঃ اَمَامَ خَلْفَ -

---

টিকা

১. جاء ফে'ল القاسم ফায়েল واو অর্থ مع এবং الكتاب টি مفعول معه -

২. كفا ফেল درهم ফায়েল ك মাফউলে বিহি واو টি مع এর অর্থে زيدا টি مفعول معه -

৩. অর্থাৎ শব্দ থেকে فعل বের করা যাবে।

৪. مالك থেকে ما تصنع انت বের হবে।

অতঃপর প্রতিটি দুই দুই প্রকার। যথা ঃ مبهم محدود

ظرف مبهم ঐ ظرف কে বলে, যার কোন সীমা নির্ধারিত নেই। যেমন ঃ دَهْرٌ (যুগ)।

ظرف محدود ঐ ظرف কে বলে, যার সীমা নির্ধারিত থাকে। যেমন ঃ شَهْرٌ (মাস)।

সুতরাং ظرف মোট চার প্রকার হল-

(১) ظرف زمان مبهم যেমন ঃ دَهْرٌ (যুগ) حِيْنٌ (সময়)।

(২) ظرف زمان محدود যেমন ঃ يَوْمٌ (দিন) لَيْلٌ (রাত) شَهْرٌ (মাস) سَنَةٌ (বছর)।

(৩) ظرف مكان مبهم যেমন ঃ اَمَامٌ (সামনে) خَلْفَ (পিছনে) يَمِيْنٌ (ডানে) شِمَالٌ (বামে) فَوْقَ (উপরে) تَحْتَ (নীচে)।

(৪) ظرف مكان محدود যেমন ঃ بَيْتٌ (ঘর) دَارٌ (বাড়ি) مَسْجِدٌ (মসজিদ)।

ক্বায়েদা ঃ ظرف এর প্রথম তিন প্রকার فِىْ লুকায়িত থেকে منصوب হয়। যেমন ঃ صُمْتُ دَهْرًا/شَهْرًا অর্থাৎ فِى دَهْرٍ/شَهْرٍ جَلَسْتُ يَمِيْنَكَ অর্থাৎ فِىْ يَمِيْنِكَ

ক্বায়েদা ঃ ظرف এর চতুর্থ প্রকারে فِىْ শব্দগতভাবে প্রকাশ থাকা জরুরী। যেমন ঃ صَلَّيْتُ فِى الْمَسْجِدِ কিন্তু دَخَلَ ফেলের পরে فِىْ আসে না। যেমন ঃ دَخَلْتُ الدَّارَ

প্রশ্নমালা

(১) مفعول مطلق এর সংজ্ঞা মেছাল সহ বর্ণনা কর।

(২) مفعول مطلق কয়টি উদ্দেশ্যের জন্য আসে?

(৩) কোন مفعول مطلق এর جمع ও تثنيه আসে?

(৪) مفعول مطلق কে কি বিলুপ্ত করা যায়?

(৫) مفعول مطلق এর فعل কে বিলুপ্ত করা কোথায় ওয়াজিব?

(৬) مفعول به এর সংজ্ঞা মেছাল সহ বর্ণনা কর।

(৭) مفعول به এর ইরাব কি?

(৮) مفعول به ফায়েলের পূর্বে আসে নাকি পরে?

(৯) مفعول به এর فعل কে কখন বিলুপ্ত করা জায়েয?

(১০) مفعول به আর فعل কে বিলুপ্ত করা কয় স্থানে ওয়াজিব?

(১১) سماعی স্থানের মতলব কী?

(১২) قیاسی স্থানগুলো কী কী?

(১৩) تحذير এর অর্থ কি? মেছাল সহ বর্ণনা কর।

(১৪) محذر منه কাকে বলে?

(১৫) اضمار على شريطة التفسير এর মতলব কী?

(১৬) اضمار এর মেছাল গুলো বর্ণনা কর।

(১৭) منادى এর সংজ্ঞা মেছাল সহ বর্ণনা কর।

(১৮) حروف ندا কী?

(১৯) حروف ندا কোন ফেলের স্থলাভিষিক্ত?

(২০) منادى এর اعراب কী?

(২১) استغاثه এর মতলব কী?

(২২) مستغاث কাকে বলে?

(২৩) مستغاث له কাকে বলে?

(২৪) مستغاث له ও مستغاث এর উপর কীরূপে 'লাম' আসে?

(২৫) ندبه এর আভিধানিক অর্থ কী?

(২৬) ندبه এর পারিভাষিক অর্থ কী?

(২৭) حروف ندبه কি?

(২৮) نادب ও مندوب কাকে বলে?

(২৯) منادى مندوب এর ইরাব কী?

(৩০) ترخيم এর আভিধানিক অর্থ কী?

(৩১) ترخيم এর পারিভাষিক অর্থ কী?

(৩২) مرخم কাকে বলে?

(৩৩) منادى مرخم এর ইরাব কী?

(৩৪) مفعول له এর সংজ্ঞা মেছাল সহ বর্ণনা কর।

(৩৫) مفعول له কত প্রকারের হয়?

(৩৬) مفعول معه এর সংজ্ঞা মেছাল সহ বর্ণনা কর।

(৩৭) مفعول معه এর চার ছুরত মেছাল সহ বর্ণনা কর।

(৩৮) مفعول فيه এর সংজ্ঞা মেছাল সহ বর্ণনা কর।

(৩৯) مفعول فيه এর অপর নাম কী?

(৪০) ظرف কত প্রকার? সংজ্ঞাসহ বর্ণনা কর।

(৪১) ظرف مبهم এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।

(৪২) ظرف محدود এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।

(৪৩) ظرف এর চার প্রকার মেছাল সহ বর্ণনা কর।

(৪৪) ظرف এর চারো প্রকারের ইরাব বর্ণনা কর।

সায়ত্রিশতম পাঠ

حال এর বর্ণনা

حال ঃ ঐ اسم কে বলে, যা فاعل অথবা مفعول به এর অথবা উভয়ের অবস্থা বর্ণনা করে। যেমন ঃ جَاءَ سَلِيْمٌ رَاكِبًا - سَلَّمْتُ زَيْدًا قَائِمًا - لَقِيْتُ زَيْدًا رَاكِبَيْنِ ذوالحال ঐ فاعل অথবা مفعول به কে বলে, যার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ذوالحال অধিকাংশ معرفه এবং حال অধিকাংশ مفرد ও نكره হয়।

ক্বায়েদা ঃ যদি ذوالحال নাকেরা হয়, তবে حال কে مقدم করা ওয়াজিব, যাতে حالت نصبى তে صفت এর সাথে সন্দেহযুক্ত হয়ে না যায়। যেমন ঃ لَقِيْتُ فَاضِلًا رَجُلًا (আমি এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেছি, তার পন্ডিত হওয়া অবস্থায়)। এই বাক্যে فَاضِلًا যদি ذوالحال এর পরে আসে, তবে সম্ভাবনা আছে কেউ একে صفت বানাবে এবং এই অর্থ করবে যে, আমি একজন পন্ডিত লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেছি।

ক্বায়েদা ঃ حال মানছুব হয় এবং তার عامل হয় فعل অথবা شبه فعل অথবা معنى فعل[১] যেমন ঃ جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا - زَيْدٌ فِى الدَّارِ قَائِمًا - هٰذَا زَيْدٌ نَائِمًا[২]

ক্বায়েদা ঃ যখন حال মারেফা হয়, তখন তাকে তাবিল করে নাকেরা বানানো হয়। যেমন ঃ نَصَرْتُهُ وَحْدِىْ (আমি তাকে একা সাহায্য করেছি)। এতে وَحْدِىْ মুরাক্কাবে ইযাফী حال হয়েছে, যা مُنْفَرِدًا অর্থে।

ক্বায়েদা ঃ حال কখনও جمله اسميه এবং কখনও جمله فعليه হয়। যেমনঃ لَقِيْتُ حَمِيْدًا وَهُوَ جَالِسٌ (আমি হামীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি এমতাবস্থায় যে, সে উপবিষ্ট)। جَاءَ رَجُلٌ يَسْعٰى (এক ব্যক্তি আসল এমতাবস্থায় যে, সে দৌড়াচ্ছে।)[৩]। এসব ছূরতে ذوالحال এর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার জন্য কখনো واو حاليه কখনো ذوالحال এর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী ضمير এবং কখনো উভয়টিকে লওয়া হয়।

ক্বায়েদাঃ قرينه পাওয়া গেলে حال এর عامل কে বিলুপ্ত করা জায়েয। যেমনঃ ভ্রমনেচ্ছুক ব্যক্তিকে سَالِمًا غَانِمًا অথবা رَاشِدًا مَهْدِيًّا বলা। (অর্থ ঃ ভ্রমণ করুন এমতাবস্থায় যে আপনি সোজা পথে চলমান হোন এবং সোজা পথ প্রাপ্ত হোন অথবা ভ্রমণ

টিকা

১. معنى فعل দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ اسم যার মধ্যে فعل এর অর্থ পাওয়া যায়। যেমনঃ ইসমে ইশারা هذا ইত্যাদির মধ্যে اشير এর অর্থ পাওয়া যায়।

২. প্রথম বাক্যে راكبا হাল এবং তার عامل হচ্ছে جاء ফে'ল। দ্বিতীয় বাক্যে قائما হাল এবং عامل হচ্ছে موجود বা ثابت যা شبه فعل এবং উহ্য। তৃতীয় বাক্যে نائما হাল এবং عامل হচ্ছে هذا যার মধ্যে اشير এত অর্থ পাওয়া যায়।

৩. এই বাক্যে يسعى ফেলটি জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ حال এবং তার মধ্যে উহ্য যমীর رجل যুলহালের দিকে ফিরেছে।

করুন এমতাবস্থায় যে, আপনি সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন এবং ভ্রমণ থেকে উপকারী সামগ্রী নিয়ে প্রত্যাবর্তন করুন।) এই বাক্যদ্বয়ে
سِرْ ফেল উহ্য রয়েছে এবং ذوالحال হচ্ছে اَنْتَ উহ্য যমীর ।

আটত্রিশ তম পাঠ

تميز এর বর্ণনা

تميز ঃ ঐ اسم কে বলে, যা কোন مبهم (অস্পষ্ট) বিষয়ের অস্পষ্টতাকে দূর করে। যেমন ঃ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا (এগারটি নক্ষত্র) বাক্যে كَوْكَبًا হচ্ছে তমীয, যা اَحَدَ عَشَرَ এর ইবহামকে দূর করেছে।

مميز[১] ঐ اسم কে বলে, তামীয যার ইবহামকে দূর করে এবং مميز তামিযেরই অপর নাম। اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا বাক্যে اَحَدَ عَشَرَ হচ্ছে مميز এবং كَوْكَبًا হচ্ছে তামীয ও মুমাইয়্যিয। তামীয সর্বদা নাকেরা হয় এবং মানছুব হয়। তামীয দুই প্রকার ঃ

(১) ঐ تميز যা اسم مفرد এর ইবহামকে দূর করে। যেমনঃ عِنْدِىْ رِطْلٌ سَمْنًا (আমার নিকট এক রিতল ঘি আছে। এটা পুরাতন ওযন, যার পরিমাণ ৪০৭ গ্রাম)। এই বাক্যে سَمْنًا তামীয, যা رِطْلٌ-এর ইবহামকে দূর করেছে।

(২) ঐ تميز যা نسبت (সম্পর্ক)-এর ইবহামকে দূর করে। যেমন ঃ طَابَ زَيْدٌ نَفْسًا (যায়েদ সন্তুষ্ট হয়েছে আত্মার দিক থেকে)। এই বাক্যে نفسا শব্দটি فاعل ও فعل এর মধ্যকার সম্পর্ক[২] থেকে ইবহামকে দূর করেছে।

ক্বায়েদা ঃ প্রথম প্রকারের تميز সংখ্যা, ওযন, পাত্র ও দূরত্বের ইবহামকে দূর করে এবং তার عامل হয় اسم تام[৩] এবং তাতে من লুকায়িত থাকে এবং مميز ও تميز মিলে বাক্যের অংশ হয়। যেমন ঃ عِنْدِىْ اَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا (আমার নিকট আছে এগারটি দিরহাম) অথবা رِطْلٌ زَيْتًا (এক রিতল তৈল আছে) অথবা قَفِيْزٌ بُرًّا (এক ক্বফিয [একটি পুরাতন পরিমাপ] গম আছে) অথবা شِبْرٌ اَرْضًا (এক বিঘত জমি আছে)।

ক্বায়েদা ঃ দ্বিতীয় প্রকার تميز প্রকৃতপক্ষে فاعل অথবা مفعول به অথবা مبتدا হয়ে থাকে। তাকে পরিবর্তন করে تميز বানানো হয়, তার عامل ঐ فعل হয়ে থাকে, যা পূর্বে

টিকা

১. مميز বাবে تفعيل থেকে اسم مفعول। যার অর্থ হচ্ছে স্পষ্টকৃত এবং مميز ইসমে ফায়েল অর্থাৎ স্পষ্টকারী।
২. অর্থাৎ যায়েদের সন্তুষ্ট হওয়ার বিভিন্ন দিক হতে পারে, نفسا তামিযটি উক্ত বিভিন্ন দিক থেকে একটি দিক কে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। অন্যান্য মেছাল فجرنا الارض عيونا (ফেঁড়েছি আমরা ভূমিকে ঝর্ণা হিসেবে।) جل زيد نسبا (যায়েদ উন্নত হয়েছে বংশ হিসেবে)।
৩. اسم تام ঐ اسم কে বলে, যার শেষ এমন হয় যে, তা مضاف হতে পারে না। এর চার ছূরতঃ (١) اسم এর শেষে তানবীন হওয়া, (٢) تثنيه এর نون হওয়া, (٣) جمع এর نون হওয়া, (٤) একবার اضافت হওয়া।

উল্লেখ হয়। যেমনঃ اِشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا (শুভ্রতায় মাথা চমকিত হয়েছে)। فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوْنًا (আমি জমীনকে ফেঁড়েছি ঝর্ণারূপে) زَيْدٌ اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا (যায়েদ তোমার চেয়ে ধনে বেশী)।

ক্বায়েদা ঃ কারণ পাওয়া গেলে تميز কে বিলুপ্ত করা জায়েয। যেমন ঃ كَمْ صُمْتَ؟ অর্থাৎ كَمْ يَوْمًا صُمْتَ؟ (তুমি কয়দিন রোযা রেখেছ?)।

উনচল্লিশতম পাঠ

সংখ্যার تميز[২] এর বর্ণনা

(১) وَاحِدٌ এবং اِثْنَانِ এবং এদের مؤنث এর تميز লওয়া হয় না। হয়ত عدد (সংখ্যা) উল্লেখ করা হয় অথবা معدود (সংখ্যাকৃত বস্তু)। যেমন ঃ هٰذَا وَاحِدٌ/كِتَابٌ - هٰذَا اِثْنَانِ/كِتَابَانِ - هٰذِهِ وَاحِدَةٌ/بَقَرَةٌ - هٰذِهِ اِثْنَتَانِ بَقَرَتَانِ

(২) যদি معدود এর পরে وَاحِد এবং اِثْنَان আসে, তবে ক্বায়েদা মত আসবে অর্থাৎ مذكر এর জন্য مذكر, مؤنث এর জন্য مؤنث এবং واحد এর জন্য واحد - تثنيه এর জন্য تثنيه। যেমন ঃ اِلٰهٌ وَاحِدٌ - نَفْسٌ وَاحِدَةٌ - رَجُلَيْنِ اِثْنَيْنِ - بَقَرَتَانِ اِثْنَتَانِ

(৩) ثَلَاثَةٌ থেকে عَشَرَ পর্যন্ত সংখ্যার তামিয جمع ও مجرور আসে। যেমন ঃ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ - ثَلَاثُ نِسْوَةٍ - عَشَرَةُ رِجَالٍ - عَشْرُ نِسْوَةٍ

(৪) اَحَدَ عَشَرَ থেকে تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ (নিরানব্বই) পর্যন্ত সংখ্যার তামীয مفرد ও منصوب হয়। যেমন ঃ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا - عِشْرُوْنَ رَجُلًا

(৫) مِائَةٌ, اَلْفٌ এবং এদের تثنيه ও جمع এর তামীয مفرد ও مجرور আসে। যেমন ঃ مِائَةُ/مِائَتَا/مِئَاتُ/اَلْفُ/اَلْفَا/اُلُوْفُ كِتَابٍ

(৬) ثَلَاثَةٌ থেকে تِسْعَةٌ পর্যন্ত সংখ্যার তামীয যদি مِائَةٌ শব্দ আসে, তবে তা مفرد ও مجرور হয়। যেমন ঃ ثَلَاثُ مِائَةٍ (তিনশত)।

সংখ্যার تذكير ও تانيث এর নীতিমালা :

(১) ثَلَاثَةٌ (তিন) থেকে عَشَرَةٌ পর্যন্ত সংখ্যার ব্যবহার خلاف قياس অর্থাৎ মুযাক্কার معدود এর জন্য ة সহকারে এবং মুয়ান্নাছ معدود এর জন্য ة ব্যতীত। যেমন ঃ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ - ثَلَاثُ نِسْوَةٍ - عَشَرَةُ رِجَالٍ - عَشْرُ نِسْوَةٍ

টিকা

১. প্রথম বাক্যে شيبا তামীয এবং فاعل থেকে পরিবর্তিত হয়েছে। আসল বাক্য ছিল اشتعل شيب الرأس দ্বিতীয় বাক্যে عيونا হচ্ছে তমীয এবং مفعول থেকে পরিবর্তিত হয়েছে। মূলে ছিল فجرنا عيونا الارض. তৃতীয় বাক্যে مالا হচ্ছে তমীয এবং مبتدا থেকে পরিবর্তীত হয়েছে। মূলে ছিল مال زيد اكثر منك

২. তমীযের সবকটি লম্বাও এবং বাচ্চাদের জন্য কঠিনও। আসাতিযায়ে কেরাম চাইলে তা দুদিনে পড়াবেন এবং ক্বায়েদাগুলো খুব ভালভাবে আত্মস্থ করাবেন এবং মশক ও তামরীন করাবেন। বাচ্চারা এই ক্বায়েদাগুলোর ব্যাপারে ঘাবড়ালে ইয়াদ করার ব্যাপারে তাদেরকে সাহায্য করবেন।

(২) اَحَدَ عَشَرَ এবং اِثْنَا عَشَرَ এর ব্যবহর قِيَاس (নিয়ম) অনুযায়ী অর্থাৎ مُذَكَّر এর জন্য উভয় অংশ مُذَكَّر এবং مُؤَنَّث এর জন্য উভয় অংশ مُؤَنَّث হবে। যেমন ঃ
اِحْدٰى عَشَرَةَ/اِثْنَتَا (ثِنْتَا) عَشَرَةَ اِمْرَاَةً - اَحَدَ عَشَرَ/اِثْنَا عَشَرَ رَجُلاً

(৩) বিশের পর প্রত্যেক দশকের প্রথম দুই সংখ্যার প্রথম অংশ কিয়াস অনুযায়ী হবে এবং দ্বিতীয় অংশ একই রকম থাকবে। যেমন ঃ
اِحْدٰى وَّ عِشْرُوْنَ/اِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ اِمْرَاَةً - اَحَدٌ وَّ عِشْرُوْنَ/اِثْنَانِ وَ عِشْرُوْنَ رَجُلاً

(৪) ثَلَاثَةَ عَشَرَ থেকে تِسْعَةَ عَشَرَ পর্যন্ত সংখ্যার প্রথম অংশ خلاف قِيَاس এবং দ্বিতীয় অংশ قِيَاس অনুযায়ী হয়। যেমন ঃ ثَلَاثَ عَشَرَةَ اِمْرَاَةً - ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً

(৫) বিশের পর প্রত্যেক দশকের প্রথম দুই সংখ্যার পর পরবর্তী সংখ্যা গুলোর প্রথম অংশ خلاف قِيَاس হয় এবং দ্বিতীয় অংশ একই রকম থাকে। যেমন ঃ
ثَلَاثٌ وَّ عِشْرُوْنَ اِمْرَاَةً - ثَلَاثَةٌ وَّ عِشْرُوْنَ رَجُلاً

(৬) عِشْرُوْنَ থেকে تِسْعُوْنَ পর্যন্ত সবগুলো দশম সংখ্যার মাঝে مُذَكَّر ও مُؤَنَّث একই রকম হয়। যেমন ঃ عِشْرُوْنَ رَجُلاً/اِمْرَاَةً

(৭) مِأَةٌ - اَلْفٌ এবং এদের تَثْنِيَه ও جمع এর মধ্যেও مُذَكَّر ও مُؤَنَّث একই রকম হয়। যেমনঃ
مِأَةٌ/مِأَتَا/مِئَاتٌ/اَلْفٌ/اَلْفَا/اَلَافُ رَجُلٍ/اِمْرَاَةٍ

চল্লিশতম পাঠ

مستثنى এর বর্ণনা

مستثنى ঃ ঐ اسم কে বলে, যাকে حرف استثناء এর মাধ্যমে পূর্বের হুকুম থেকে বের করা হয়েছে। যেমন ঃ جَاءَ الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا (সম্প্রদায়টি এসেছে যায়েদ ব্যতীত)।

حرف استثناء নয়টি ঃ اِلَّا غَيْرُ سِوٰى سَوَاءٌ حَاشَا خَلَا عَدَا مَاخَلَا مَاعَدَا

مستثنى منه ঃ ঐ اسم কে বলে, যা حرف استثناء এর পূর্বে আসে এবং তার মধ্য হতে مستثنى কে বের করা হয়। উপরে উল্লেখিত উদাহরণে القوم হচ্ছে مستثنى منه।

مستثنى তার পূর্ববর্তী مستثنى منه এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া না হওয়ার দিক থেকে দুই প্রকার যথাঃ مستثنى متصل এবং مستثنى منفصل।

(১) مستثنى متصل ঃ যা استثناء (বের করা) এর পূর্বে مستثنى منه এর অন্তর্ভুক্ত হয় অথবা এরূপ বলবে যে, مستثنى টি مستثنى منه এর جنس (জাতি) থেকে হয়। উপরের উদাহারণে استثناء (বের করা) এর পূর্বে যায়েদ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর اِلَّا এর মাধ্যমে তাকে আসার হুকুম থেকে বের করা হয়েছে।

(২) مستثنى منفصل ঃ যা استثناء এর পূর্বেও مستثنى منه এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না অথবা এরূপ বলবে যে, مستثنى টি مستثنى منه এর جنس (জাতি) থেকে হবে না। যেমন ঃ جَاءَ الْقَوْمُ اِلَّا حِمَارًا এই বাক্যে حِمَارٌ (গাধা) সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। مستثنى منفصل কে مستثنى منقطع ও

বলা হয়। আর مستثنى منه উল্লেখ হওয়া না হওয়ার দিক থেকেও مستثنى দুই প্রকারঃ مستثنى غير مفرغ ও مستثنى مفرغ

(১) مستثنى مفرغ ঃ যে মুস্তাছনার مستثنى منه উল্লেখ থাকে না। যেমন ঃ مَا جَاءَنِي اِلَّا زَيْدٌ (আমার নিকট আসেনি যায়েদ ব্যতীত)।

(২) مستثنى غير مفرغ ঃ যে মুস্তাছনার مستثنى منه উল্লেখ থাকে। যেমন ঃ جَاءَنِي الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا

مستثنى এর ইরাব ঃ

الا দ্বারা মুস্তাছনা منصوب (নছবযুক্ত) হয়, তবে দুই ছূরতের হুকুম নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১) مستثنى যখন اِلَّا এর পরে كلام غير موجب[১] এ আসে এবং مستثنى منه উল্লেখ থাকে, তখন মুস্তাছনার উপর নছবও জায়েয এবং পূর্বের শব্দ থেকে বদল বানানোও জায়েয অর্থাৎ যে ইরাব مستثنى منه কে দেয়া হবে তাই مستثنى কেও দেয়া হবে। যেমন ঃ مَا جَاءَنِي اَحَدٌ اِلَّا زَيْدًا/زَيْدٌ

(২) মুসতাছনা যখন اِلَّا এর পরে كلام غير موجب আসে এবং مستثنى منه উল্লেখ না থাকে, তখন মুস্তাছনার ইরাব হয় عامل অনুসারে। যেমন ঃ مَا جَاءَنِي اِلَّا زَيْدٌ-مَا رَاَيْتُ اِلَّا زَيْدًا مَا مَرَرْتُ اِلَّا بِزَيْدٍ

ক্বায়েদা ঃ مَا عَدَا এবং مَا خَلَا এর পর সর্ব ঐক্যমতে এবং عَدَا ও خَلَا এরপর অধিকাংশ নাহুবিদদের নিকট مستثنى টি মানছুব হয়। যেমন ঃ جَاءَ الْقَوْمُ مَا عَدَا/مَا خَلَا/خَلَا/عَدَا زَيْدًا

ক্বায়েদা ঃ غَيْرَ سَوَاءَ سِوٰى এবং حاشا এর পর مستثنى টি مجرور হয়। যেমন ঃ جَاءَ الْقَوْمُ غَيْرَ/سِوٰى/سَوَاءَ/حَاشَا زَيْدٍ

ক্বায়েদা ঃ غَيْرَ এর উপর ঐ সব ইরাব হয়, যা اِلَّا কর্তৃক مستثنى এর উপর আসে। আর سَوَاءَ এর উপর ظرف হওয়ার কারণে نصب হয়।

একচল্লিশতম পাঠ

مضاف ও مضاف اليه এর বর্ণনা

مضاف ঃ ঐ اسم কে বলে যা অন্যের দিকে সম্পর্কিত হয়েছে।

مضاف اليه ঃ ঐ اسم কে বলে, যার দিকে অপর কোন اسم কে সম্পর্কিত করা হয়েছে। যেমন ঃ كِتَابُ مُحَمَّدٍ এই বাক্যে كتاب হচ্ছে مضاف কেননা একে মুহাম্মদের দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে এবং محمد হচ্ছে مضاف اليه কেননা তার দিকে কিতাবটি সম্পর্কিত হয়েছে।

টিকা

১. كلام موجب ঐ কালামকে বলে, যাতে نفى ও نهى استفهام انكارى না থাকে। যেমনঃ جاء القوم الا زيدا আর كلام غير موجب ঐ কালামকে বলে, যাতে نفى ও نهى استفهام انكارى থাকে। যেমনঃ ما جاء نى القوم الا زيدا. لا تجلس الا ساعة. هل قام احد الا زيدا

مضاف اليه টি مجرور (যের বিশিষ্ট) হয় এবং مضاف এর ইরাব আমেল অনুসারে হয়। আর مضاف টি ال (আলিফ লাম) نون تثنيه نون جمع ও تنوين থেকে খালী হয়।

اضافت (সম্পর্কিত হওয়া) দুই প্রকার ঃ اضافت لفظى (প্রকাশ্য) اضافت معنوى (অপ্রকাশ্য)

(১) اضافت لفظى ঐ اضافت কে বলে, যাতে صيغہ صفت[১] তার معمول এর দিকে مضاف হয়। যেমন ঃ نَاصِرُ زَيْدٍ (যায়েদের সাহায্য কারী) مَنْصُوْرُ عَمْرٍو (আমরের সাহায্যকৃত)। حَسَنُ الْوَجْهِ (চেহারার সুদর্শন)।

(২) اضافت معنوى ঐ اضافت কে বলে, যাতে غير صفت (ছিগায়ে ছিফাত ছাড়া অন্য কিছু) কোন কিছুর দিকে مضاف হয়। যেমন ঃ كِتَابُ قَاسِمٍ (কাসেমের কিতাব)।

اضافت معنوى কে اضافت حقيقى ও বলে। কেননা এটাই আসল ও প্রকৃত ইযাফত।

ক্বায়েদা ঃ اضافت لفظى শুধু تخفيف (হালকা করা) এর ফায়েদা দেয় অর্থাৎ اضافت এর পর مضاف থেকে تنوين نون تثنيه ও نون جمع বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন ঃ نَاصِرٌ/نَاصِرَا/نَاصِرُوْ زَيْدٍ

ক্বায়েদা ঃ اضافت معنوى দ্বারা تعريف (নির্দিষ্ট করা) অথবা تخصيص (খাছ করা) এর ফায়েদা দেয় অর্থাৎ যদি مضاف اليه মারেফা হয়, তবে مضاف ও মারেফা হয়ে যাবে। যেমন ঃ كِتَابُ إِبْرَاهِيْمَ (ইব্রাহীমের কিতাব)। আর যদি مضاف اليه নাকেরা (অনির্দিষ্ট) হয়, তবে مضاف এর মাঝে تخصيص সৃষ্টি হবে অর্থাৎ তখন তা পূর্ণ নাকেরা থাকবে না। যেমন ঃ غُلَامُ رَجُلٍ (পুরুষের চাকর)।

ক্বায়েদা ঃ اضافت معنوى এর মাঝে مضاف اليه টি উহ্য حرف جر কর্তৃক مجرور হয়। যেমন ঃ غُلَامُ زَيْدٍ তথা لِزَيْدٍ - نَصْرُ الْيَوْمِ তথা فِي الْيَوْمِ - خَاتَمُ فِضَّةٍ তথা مِنْ فِضَّةٍ ছিল।

টিকা

১. صيغہ صفت দ্বারা উদ্দেশ্য হল اسم فاعل اسم مفعول ও صفت مشبہ এবং معمول দ্বারা উদ্দেশ্য হল فاعل ও مفعول ।

অনুশীলনী প্রশ্নমালা

(১) حال এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(২) ذوالحال কাকে বলে?
(৩) ذوالحال কিরূপ হয় এবং حال কিরূপ?
(৪) ذوالحال নাকেরা হলে حال কে আগে আনা واجب কেন?
(৫) حال এর اعراب কী?
(৬) حال এর عامل কে?
(৭) حال কি نكرة হতে পারে?
(৮) حال কি جملة হতে পারে?
(৯) حال জুমলা হলে ذوالحال এর সাথে সম্পর্ক কিভাবে হবে?
(১০) حال এর عامل কে বিলুপ্ত করা কি জায়েয?
(১১) حال মারেফাহ হলে কি করা হবে?
(১২) تمييز এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর?
(১৩) مميز ও تمييز কাকে বলে?
(১৪) تمييز এর ইরাব কী?
(১৫) تمييز কি মাফেরাহ হয় নাকি নাকেরাহ?
(১৬) تمييز এর দুই প্রকার কী কী?
(১৭) ঐ تمييز এর বিধান বর্ণনা কর যে مفرد এর ابهام দুর করে।
(১৮) ঐ تمييز এর বিধান বর্ণনা কর যে نسبت এর ابهام দুর করে।
(১৯) تمييز কে বিলুপ্ত করা জায়েয আছে কি?
(২০) واحد ও اثنان এর تمييز কী আসে?
(২১) معدود এর পর واحد ও اثنان আসলে তার হুকুম কী?
(২২) ثلاثة থেকে عشرة পর্যন্ত সংখ্যার تمييز কীরূপ হয়?
(২৩) احد عشر থেকে تسعة وتسعون পর্যন্ত সংখ্যার تمييز কিরূপ হয়?
(২৪) مائة ও الف ও তাদের جمع تثنية এর تمييز কীরূপ হয়?
(২৫) ثلاثة থেকে تسعة পর্যন্ত সংখ্যার تمييز টি مائة হলে তার হুকুম কী?
(২৬) ثلاثة থেকে عشرة পর্যন্ত تذكير ও تانيث এর কায়েদা কী?
(২৭) اثنا عشر ও احد عشر এর ক্বায়েদা কী?
(২৮) বিশের পর প্রত্যেক দশকের প্রথম দুই সংখ্যার হুকুম কী?
(২৯) ثلاثة عشر থেকে تسعة عشر পর্যন্ত সংখ্যার হুকুম কী?
(৩০) দশম সংখ্যাগুলোর হুকুম কী?
(৩১) مائة ও الف এর হুকুম কী?
(৩২) প্রত্যেক দশকের প্রথম দুই সংখ্যার পরবর্তী সংখ্যাগুলোর হুকুম কী?
(৩৩) مستثنى এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(৩৪) حروف استثناء কী কী?
(৩৫) مستثنى منه কাকে বলে?
(৩৬) متصل ও منفصل কি হিসেবে مستثنى এর প্রকার হয়েছে?
(৩৭) مستثنى متصل এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(৩৮) مستثنى منفصل এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(৩৯) مستثنى منفصل এর অপর নাম কী?
(৪০) مفرغ ও غير مفرغ কি হিসেবে مستثنى এর প্রকার হয়েছে?
(৪১) مستثنى مفرغ এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(৪২) مستثنى غير مفرغ এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(৪৩) الا কর্তৃক مستثنى এর ইরাব উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(৪৪) الا দ্বারা مستثنى উ পর نصب ও بدل হিসেবে ইরাব দেয়া কখন বৈধ?
(৪৫) الا দ্বারা مستثنى কখন عامل এর অনুসারী হয়?
(৪৬) ما عدا ما خلا এবং خلا ও عدا এর হুকুম কী?
(৪৭) غير سواء سوى এবং حاشا এর হুকুম কী?
(৪৮) غير এর উপর কি ইরাব আসে?
(৪৯) سواء এর হরকত কি হয়?
(৫০) مضاف ও مضاف اليه এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বল।
(৫১) مضاف ও مضاف اليه এর ইরাব কী?
(৫২) مضاف কিসের থেকে খালী থাকে?
(৫৩) اضافت কত প্রকার?
(৫৪) اضافت لفظى এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(৫৫) اضافت معنوى এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(৫৬) আসল اضافت কোনটি?
(৫৭) اضافت لفظى কী কাজ করে?
(৫৮) اضافت معنوى কী কাজ করে?
(৫৯) কোন اضافت উহ্য হরফে জরের দ্বারা مجرور হয়?

বিয়াল্লিশতম পাঠ

توابع এর বর্ণনা

تابع ঐ দ্বিতীয় اسم কে বলে, যার উপর ঐ ইরাবই আসে, যা প্রথম اسم এর উপর এসেছে এবং ইরাবের কারণও এক হয়। প্রথম اسم কে متبوع বলে।

توابع পাঁচটি। যথা ঃ صفت ـ تاكيد ـ بدل ـ عطف بحرف ـ عطف بيان

صفت এর বর্ণনা

(১) صفت ঐ تابع কে বলে, যা موصوف এর অথবা তার সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কোন কিছুর ভাল কিংবা মন্দ অবস্থা বর্ণনা করে। প্রথমটিকে صفت بحال موصوف এবং দ্বিতীয়টিকে صفت بحال متعلق موصوف বলে। যেমন ঃ جَاءَنِيْ رَجُلٌ عَالِمٌ বাক্যে عَالِمٌ টি صفت হয়ে رَجُلٌ মাউছুফের অবস্থা বর্ণনা করেছে। আর جَاءَنِيْ رَجُلٌ عَالِمٌ اَبُوْهُ বাক্যে عَالِمٌ اَبُوْهُ ছিফত, যা رَجُلٌ মাউছুফের পিতার অবস্থা বর্ণনা করেছে।

ক্বায়েদা ঃ صفت بحال موصوف দশটি বিষয়ে موصوف এর مطابق (মত) হয়; কিন্তু তন্মধ্য হতে এক সাথে শুধু চারটি[১] বিষয় পাওয়া যায়। উক্ত দশটি বিষয় হচ্ছে এই ঃ مرفوع হওয়া جمع হওয়া تثنيه হওয়া مفرد হওয়া مؤنث হওয়া مذكر হওয়া نكره হওয়া معرفه হওয়া منصوب হওয়া مجرور হওয়া। যেমন ঃ

جَاءَ الرَّجُلُ الْعَالِمُ/اَلرَّجُلَانِ الْعَالِمَانِ/اَلرِّجَالُ الْعَالِمُوْنَ/رَجُلٌ عَالِمٌ/رَجُلَانِ عَالِمَانِ/رِجَالٌ عَالِمُوْنَ

جَاءَتِ الْمَرْاَةُ الْعَالِمَةُ/اَلْمَرْاَتَانِ الْعَالِمَتَانِ/اَلنِّسَاءُ الْعَالِمَاتُ/اِمْرَاَةٌ عَالِمَةٌ/اِمْرَاَتَانِ عَالِمَتَانِ/نِسَاءٌ عَالِمَاتٌ

(এগুলো সব مرفوع এর উদাহরণ, منصوب ও مجرور এর উদাহরণ সমূহ رَاَيْتُ এবং مَرَرْتُ লাগিয়ে বানিয়ে নিবে)।

ক্বায়েদা ঃ صفت بحال متعلق موصوف পাঁচটি বিষয়ে موصوف এর مطابق হয় এবং তন্মধ্য হতে এক সাথে দু'টি বিষয় পাওয়া যেতে হবে। পাঁচটি বিষয় হচ্ছে যথা ঃ رفع ـ نصب ـ جر এবং تنكير ও تعريف অবশিষ্ট পাঁচটি বিষয়ে صفت টি فعل এর সাদৃশ্য হয় অর্থাৎ فعل-এর যে অবস্থাবলী فاعل-এর দৃষ্টিকোণ থেকে হয়, ঐ সব অবস্থাবলী صفت এরও তার فاعل এর দৃষ্টিকোণ থেকে হয়। যেমন ঃ جَاءَ رَجُلٌ قَائِمٌ اَبُوْهُ[২] جَاءَتْ اِمْرَاَةٌ قَائِمٌ اَبُوْهَا[৩]

টিকা ঃ

১. অর্থাৎ معرفه ও نكره থেকে একটি, مذكر ও مؤنث থেকে একটি, واحد تثنيه جمع থেকে একটি এবং رفع نصب جر থেকে একটি পাওয়া যেতে হবে।

২. মাউছুফ رجل হচ্ছে نكره তাই ছিফত قائم ও نكره হয়েছে এবং উভয়টি مرفوع হয়েছে। আর قائم এর فاعل হচ্ছে ابوه যা مذكر হয়েছে, তাই قائم ও مذكر হয়েছে।

৩. মাউছুফ امرأة এবং তার ছিফত উভয়টি نكره ও مرفوع হয়েছে। আর قائم এর فاعل যেহেতু ابوها মুযাক্কার, তাই قائم ও مذكر হয়েছে।

তেতাল্লিশতম পাঠ

تاكيد এর বর্ণনা

(২) تاكيد ঐ تابع কে বলে, যা نسبت এর সম্পর্ককে অথবা حكم এর শামীল হওয়াকে এমন সুদৃঢ় করে যে, শ্রোতার সন্দেহ বাকী থাকে না। যেমন ঃ جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ (যায়েদ স্বয়ং এসেছে) এই বাক্যে আসার যে সম্পর্ক যায়েদের দিকে করা হয়েছে, তাতে এই সন্দেহ ছিল যে, হয়ত যায়েদ স্বয়ং আসেনি, বরং তার দূত এসেছে অথবা তার সংবাদ এসেছে نَفْسُهُ উক্ত সন্দেহকে শেষ করে দিয়েছে। جَاءَ الرَّكْبُ كُلُّهُمْ (কাফেলা বা দলের সবাই এসেছে) এই বাক্যে আসার যে হুকুম কাফেলার উপর লাগানো হয়েছে, তাতে এই সন্দেহ ছিল যে, হয়ত পূর্ণ কাফেলা আসেনি এবং হুকুমটি অধিকাংশ ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে লাগানো হয়েছে। كلهم এই সন্দেহকে দূরীভূত করেছে।

مؤكِّد ঃ تاكيد এরই অপর নাম। আর مؤكَّد ঐ প্রথম শব্দ, যার تاكيد লওয়া হয়েছে।

تاكيد দুই প্রকার ঃ

(১) تاكيد لفظى প্রথম শব্দকে مكرر (পুনরায়) লওয়া। যেমন ঃ جَاءَ زَيْدٌ زَيْدٌ (যায়েদই এসেছে)।

(২) تاكيد معنوى নতুন শব্দ দ্বারা تاكيد লওয়া। যেমনঃ جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ (যায়েদই এসেছে)।

ক্বায়েদা ঃ নিসবতের تاكيد معنوى এর জন্য দুটি শব্দ ব্যবহার হয়। যথা عَيْنٌ ও نَفْسٌ এবং উভয়টির এমন ضمير এর দিকে ইযাফত লওয়া জরুরী, যা مؤكد এর مطابق হয়। যেমন ঃ جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ/عَيْنُهُ - جَاءَتْ فَاطِمَةُ نَفْسُهَا عَيْنُهَا

ক্বায়েদা ঃ যদি مؤكد টি تثنيه - جمع হয়, তবে نَفْسٌ - عَيْنٌ এর বহুবচন أَنْفُسٌ ও أَعْيُنٌ লওয়া হবে। যেমন ঃ جَاءَ الزَّيْدَانِ أَنْفُسُهُمَا - جَاءَ الزَّيْدُوْنَ أَنْفُسُهُمْ

ক্বায়েদা ঃ شمول (হুকুমের অন্তর্ভুক্ত) এর تاكيد معنوى এর জন্য চারটি শব্দ রয়েছে। যথাঃ كُلٌّ كِلَا كِلْتَا جَمِيْعٌ যেমনঃ جَاءَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ/جَمِيْعُهُمْ - جَاءَ الزَّيْدَانِ كِلَاهُمَا - جَاءَتِ الْمَرْأَتَانِ كِلْتَاهُمَا

চুয়াল্লিশতম পাঠ

بدل এর বর্ণনা

(৩) بدل ঐ দ্বিতীয় اسم, যা প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য হয়, প্রথম اسم উদ্দেশ্য হয় না। প্রথম اسم কে مبدل منه বলা হয়। যেমন ঃ شَابَ شَيْخٌ شَعْرُهُ (বৃদ্ধের চুল সাদা হয়েছে)। এই বাক্যে شَعْرُ হল بدل এবং এটাই উদ্দেশ্য, কেননা চুলই সাদা হয়েছে। বদল চার প্রকার ঃ بدل الكل - بدل البعض - بدل الاشتمال - بدل الغلط

بدل الكل -ঐ বদলকে বলে, যার مصداق (উদ্দেশ্য) এবং مبدل منه এর مصداق এক হয়। যেমনঃ جَاءَنِي زَيْدٌ اَخُوْكَ (আমার নিকট এসেছে তোমার ভাই যায়েদ) এই বাক্যে زيد ও اَخُوْكَ এর مصداق একই, তাই اَخُوْكَ যায়েদ থেকে بدل الكل হয়েছে।

بدل البعض -ঐ بدل কে বলে, যা مبدل منه এর অংশ হয়। যেমনঃ اُكِلَ السَّمَكُ رَأْسُهٗ (মাছের মাথাটি খাওয়া হয়েছে) এই বাক্যে মাথাটি মাছের অংশ, তাই بدل البعض হয়েছে।

بدل الاشتمال - ঐ بدل কে বলে, যা مبدل منه এর সাথে সম্পৃক্ত কোন বস্তু হয়। যেমনঃ زَادَ زَيْدٌ عِلْمُهٗ (যায়েদের ইল্‌ম বৃদ্ধি পেয়েছে)। এই বাক্যে ইল্‌মের সম্পর্ক যায়েদের সাথে হয়েছে, তাই তা بدل الاشتمال হয়েছে।

بدل الغلط - ঐ بدل কে বলে, যা ভুলের পর তার সংশোধনের জন্য লওয়া হয়। যেমন ঃ اِشْتَرَيْتُ فَرَسًا حِمَارًا (আমি ক্রয় করেছি একটি ঘোড়া, না বরং গাধা)। এই বাক্যে فَرَسًا এর পর حِمَارًا উল্লেখ করে একথা বলেছে যে, ঘোড়ার উল্লেখ ভুলবশতঃ হয়েছে। মূলতঃ গাধা ক্রয় করেছে। তাই حِمَارًا টি فَرَسًا থেকে بدل الغلط হয়েছে।

পয়তাল্লিশতম পাঠ

معطوف بالحرف এর বর্ণনা

(৪) معطوف بالحرف ঐ দ্বিতীয় اسم কে বলে, যা حرف عطف এর পরে আসে এবং প্রথম اسم এর সাথে হুকুমের মাঝে শরিক হয়। প্রথম اسم কে معطوف عليه বলে। যেমন ঃ جَاءَ زَيْدٌ وَ عَمْرٌو (যায়েদ ও আমর এসেছে)। এই বাক্যে আসার যে হুকুম যায়েদের উপর লেগেছে, তা আমরের উপর ও লেগেছে।

ক্বায়েদা ঃ ضمير مرفوع متصل এর উপর عطف করার জন্য فصل (বিচ্ছেদ) জরুরী। চাই ضمير منفصل দ্বারা হোক অথবা অন্য কিছু দ্বারা হোক। যেমন ঃ نَصَرْتُ اَنَا وَزَيْدٌ عَمْرًا (আমি ও যায়েদ সাহায্য করেছি আমরকে) نَصَرْتُ اَلْيَوْمَ وَزَيْدٌ عَمْرًا (আমি ও যায়েদ আজ আমরকে সাহায্য করেছি)। প্রথম বাক্যে اَنَا দ্বারা ও দ্বিতীয় বাক্যে اَلْيَوْمَ দ্বারা فصل লওয়া হয়েছে।

ক্বায়েদা ঃ ضمير مجرور এর উপর عطف করার জন্য حرف جر কে পুনরায় লওয়া জরুরী। যেমন ঃ مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدٍ (আমি গমন করেছি তোমার ও যায়েদের নিকট দিয়ে)।

ক্বায়েদা ঃ ضمير যদি مضاف এর কারণে مجرور হয়, তবে عطف করার সময় مضاف কে পুনরায় উল্লেখ করা জরুরী। যেমন ঃ نَزَلَ خَالِدٌ فِيْ بَيْتِيْ وَبَيْتِ زَيْدٍ (খালিদ অবতরণ করেছে আমার ঘরেও যায়েদের ঘরে)।

عطف بیان এর বর্ণনা

(৫) عطف بیان ঐ দ্বিতীয় اسم কে বলে, যা صفت হবে না এবং প্রথম اسم কে সুস্পষ্ট করবে। যেমন ঃ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এই বাক্যে পবিত্র নাম مُحَمَّدٌ عطف بیان হয়েছে এবং তা اَبُو الْقَاسِمِ এর স্পষ্টতা করেছে।

ক্বায়েদা ঃ عطف بیان ও তার متبوع ঐ দশটি বিষয়ে এক হতে হয়, যে দশটি বিষয়ে صفت ও موصوف এক হতে হয়।

ছেচল্লিশতম পাঠ

اسمائے عاملہ এর বর্ণনা

পাঁচটি اسم ও اسم فعل এর মত আমল করে, এদেরকে اسمائے عاملہ বলে। তা হল এই
مصدر اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ اسم تفضیل

مصدر এর বর্ণনা

(১) مصدر ঐ اسم কে বলে, যা فعل এর মূল এবং فعل তার থেকে নির্গত হয়েছে। যেমন ঃ نصر کرم ইত্যাদি। مصدر স্বীয় فعل এর ন্যায় আমল করে অর্থাৎ যদি فعل لازم এর مصدر হয়, তবে فاعل কে رفع দিবে এবং فعل متعدی এর مصدر হলে فاعل কে رفع এবং مفعول কে نصب দিবে। مصدر এর عمل করার জন্য শর্ত হল তা مفعول مطلق না হওয়া।

ক্বায়েদা ঃ مصدر অধিকাংশ সময় স্বীয় প্রথম معمول এর দিকে مضاف হয়, এজন্য তা বাহ্যত ঃ مجرور হয়। যেমন ঃ اَعْجَبَنِىْ قِيَامُ زَيْدٍ[১] اَعْجَبَنِىْ نَصْرُ زَيْدٍ عَمْرًا[২] عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ اللِّصِّ الْجَلَّادُ[৩]

ক্বায়েদা ঃ مصدر তিন অবস্থায় عمل করে।

(১) مضاف হওয়ার অবস্থায়। যেমন ঃ عَجِبْتُ مِنْ نَصْرِكَ زَيْدًا

(২) তার মধ্যে تنوین হওয়ার অবস্থায়। যেমন ঃ عَجِبْتُ مِنْ نَصْرٍ زَيْدًا

(৩) তার মধ্যে ال (আলিফ লাম) হওয়ার অবস্থায়। যেমন ঃ عَجِبْتُ مِنَ النَّصْرِ زَيْدًا

টিকা

১. যায়েদের দাড়াঁনো আমাকে অবাক করেছে। এই বাক্যে قیام টি مصدر لازم এবং স্বীয় فاعل এর দিকে مضاف হয়েছে। অতঃপর مضاف ও مضاف الیہ মিলে اعجب এর فاعل হয়েছে। সুতরাং زید যদিও বাহ্যত مجرور কিন্তু محل হিসেবে رفع যেহেতু তা فاعل -

২.আমরের উপর যায়েদের সাহায্য আমাকে অবাক করেছে। এই বাক্যে نصر মাছদারে মুতায়াদ্দী এবং فاعل এর দিকে مضاف হয়েছে এবং عمرا তার মাফউলে বিহ্ হয়েছে।

৩. চোরের উপর জল্লাদের প্রহার আমাকে অবাক করেছে। এই বাক্যে ضرب মাছদার مفعول এর দিকে مضاف হয়েছে এবং الجلاد ফায়েল হয়েছে।

اسم فاعل এর বর্ণনা

(২) اسم فاعل ঃ ঐ اسم مشتق কে বলে, যা এমন যাত (সত্তা)এর উপর ইঙ্গিত করে, যার সাথে কোন فعل নতুনভাবে স্থাপিত হয়। যেমন ঃ نَاصِرٌ ঐ ব্যক্তি যার সাথে 'সাহায্য করা' নতুনভাবে স্থাপিত হয়েছে। সর্বদা তার মধ্যে এই গুণ বিদ্যমান নয়। اسم فاعل টি فعل معروف এর মত আমল করে। যদি তার فعل টি لازم হয়, তবে শুধু فاعل কে رفع দিবে এবং متعدی হলে فاعل কে رفع এবং مفعول কে نصب দিবে। যেমন ঃ جَاءَنِي الْقَائِمُ اَبُوْهُ এবং اَنَا ضَارِبٌ زَيْدٌ عَمْرًا। এছাড়া اسم فاعل ও অধিকাংশ স্বীয় معمول এর প্রতি مضاف হয়। যেমন ঃ زَيْدٌ نَاصِرُ الْغُلَامِ

اسم فاعل এর আমলের জন্য দুটি শর্ত ঃ

(১) اسم فاعل টি حال অথবা استقبال এর অর্থে হবে। যদি ماضی এর অর্থে হয়, তবে عمل করবে[১]না এবং এই শর্ত তখন হবে, যখন اسم فاعل এর সাথে اَلَّذِیْ এর অর্থবোধক ال (الف لام) না হবে।

(২) اسم فاعل এর পূর্বে সাতটি বিষয়ের কোন একটি বিষয় হতে হবে। সাতটি বিষয় হল এই ঃ مبتدا موصوف ذوالحال حرف ندا حرف استفہام حرف نفی اسم موصول

যেমন ঃ هُوَ نَاصِرُ التَّلَامِيْذِ - مَرَرْتُ بِرَجُلٍ نَاصِرٍ زَيْدًا[২] - جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا فَرَسًا - يَا طَالِعًا جَبَلًا - أَنَاصِرٌ زَيْدٌ عَمْرًا ؟ - مَا قَائِمٌ زَيْدٌ - جَاءَنِي الْقَائِمُ اَبُوْهُ

সাতচল্লিশতম পাঠ

اسم مفعول এর বর্ণনা

(৩) اسم مفعول ঃ ঐ اسم مشتق (নির্গত বিশেষ্য) কে বলে, যা ঐ যাত (সত্তা) এর উপর ইঙ্গিত করে, যার উপর فعل (ক্রিয়া) পতিত হয়। যেমন ঃ مَنْصُوْرٌ ঐ ব্যক্তি, যার উপর সাহায্য করা হয়েছে। اسم مفعول টি فعل مجہول এর মত আমল করে অর্থাৎ نائب فاعل কে رفع দেয় এবং অধিকাংশ সময় স্বীয় معمول এর প্রতি مضاف হয়। আর তার আমলের জন্যও ঐসব শর্ত, যা اسم فاعل এর আমলের জন্য রয়েছে। যেমন ঃ

টিকা

১. সুতরাং هذا ناصرٌ زيدًا امس বলা ঠিক নয়; বরং ইযাফতের সাথে هذا ناصرُ زيدٍ امس বলা হবে।

২. সবগুলো উদাহরণ ধারাবাহিক ভাবে লেখা হয়েছে। অর্থ ঃ (১) সে ছাত্রদেরকে সাহায্যকারী। (২) আমি গমণ করেছি এমন ব্যক্তির নিকট দিয়ে, যে যায়েদের সাহায্যকারী। (৩) আমার নিকট যায়েদ এসেছে ঘোড়ার উপর আরোহণ অবস্থায়। (৪) হে পর্বতারোহী! (৫) যায়েদ কি আমরের সাহায্যকারী? (৬) যায়েদ দাঁড়ানো নয়। (৭) আমার নিকট ঐ ব্যক্তি এসেছে, যার পিতা দাড়াঁনো।

يَا مَحْسُوْدَ الْأَقْرَانِ - جَاءَ زَيْدٌ مَنْصُوْرًا غُلَامُهُ - هٰذَا رَجُلٌ مَنْصُوْرٌ اَبُوْهُ - هُوَ مَحْمُوْدُ الْخِصَالِ
جَاءَ الْمَنْصُوْرُ اَبُوْهُ - مَا مَنْصُوْرٌ زَيْدٍ قَائِمٌ - ءَاَنْتَ مَنْصُوْرٌ زَيْدٍ؟

صفت مشبه এর বর্ণনা

(৪) صفت مشبه ঃ ঐ اسم مشتق কে বলে, যা এমন যাত (সত্তা) এর উপর ইঙ্গিত করে, যার সাথে কোন فعل স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হয়। যেমন ঃ حَسَنٌ (সুন্দর) ঐ ব্যক্তি, যার মধ্যে সৌন্দর্য সর্বদা বিদ্যমান। صفت مشبه টি فعل لازم থেকে গঠিত হয়। তাই فعل لازم এর মত শুধু فاعل কে رفع দেয়। যেমন جَاءَ رَجُلٌ حَسَنٌ ثِيَابُهُ (এক ব্যক্তি এসেছে তার কাপড় সুন্দর)। আর صفت مشبه ও অধিকাংশ সময় فاعل -এর দিকে مضاف হয়। যেমন ঃ رَجُلٌ حَسَنُ الثِّيَابِ

صفت مشبه এর আমলের জন্য শর্ত হল, তার পূর্বে পাঁচটি বিষয় থেকে যে কোন একটি বিষয় হতে হবে। যথা ঃ مبتدا ذوالحال موصوف همزه استفهام ও حرف نفي যেমন ঃ
مَا اَنْتَ كَرِيْمٌ اَبُوْهُ - اَهُوَ طَاهِرٌ قَلْبُهُ؟ هٰذَا رَجُلٌ جَمِيْلٌ ظَاهِرُهُ - لَقِيْتُ رَجُلًا مُنْطَلِقًا لِسَانُهُ - زَيْدٌ حَسَنٌ ثِيَابُهُ

আটচল্লিশতম পাঠ

اسم تفضيل এর বর্ণনা

(৫) اسم تفضيل ঃ ঐ اسم مشتق কে বলে, যা অন্যের তুলনায় معنى فاعل (কর্তাবাচক অর্থ) এর আধিক্য বুঝায়। যেমন ঃ زَيْدٌ اَكْبَرُ مِنْ اَخِيْهِ (যায়েদ তার ভাই থেকে বড়)। اسم تفضيل একবচন (واحد مذكر) টি وزن فعل ও صفت এর কারণে غير منصرف হয়, তাই তাতে تنوين ও كسره হয় না। আর ইস্‌মে তাফযীলের واحد مؤنث এর শেষে الف مقصوره হয়। যে কারণে তার ইরাব হয় تقديرى (অপ্রকাশ্য)।
যেমন ঃ مَرَرْتُ بِفُضْلٰى - رَاَيْتُ فُضْلٰى - هٰذِهِ فُضْلٰى

اسم تفضيل এর فاعل সর্বদা ضمير غائب হয়, যা তার মধ্যে লুকায়িত থাকে। যেমনঃ পূর্বে বর্ণিত উদাহরণের উহ্য রূপ হল ঃ زَيْدٌ اَكْبَرُ هُوَ مِنْ اَخِيْهِ

اسم تفضيل এর ব্যবহার তিন রকমে হয় ঃ

টিকা

১. এই উদাহরণগুলোও ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়েছে। অর্থ ঃ (১) সে সচ্চরিত্রবান। (২) এই ব্যক্তির পিতা সাহায্যপ্রাপ্ত। (৩) যায়েদ এসেছে এমতাবস্থায় যে, তার চাকর সাহায্যপ্রাপ্ত। (৪) হে ঐ ব্যক্তি! যার উপর সমবয়সীদের হিংসা হয়। (৫) আপনি যায়েদ কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত? (৬) যায়েদের সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি দাঁড়ানো নয়। (৭) সাহয্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির পিতা এসেছে।

২. এই উদাহরণগুলোও ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়েছে। অর্থ ঃ (১) যায়েদ এর কাপড় সুন্দর। (২) আমি এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছি, যার জিহ্বা চলমান ছিল। (৩) এই ব্যক্তি এমন, যে তার বাহ্যিক সুন্দর। (৪) সে কি এমন যে, তার অন্তর পবিত্র? (৫) তুমি ঐ ব্যক্তি নও, যার পিতা সম্মানিত।

(১) مِنْ এর সাথে। এই ছূরতে اسم تفضيل এর উপর ال (الف لام) আসে না, তা مضاف ও হয় না এবং সর্বদা مفرد مذكر রূপে ব্যবহার হয়। যেমন ঃ

زَيْدٌ/اَلزَّيْدَانِ/اَلزَّيْدُوْنَ /حَفْصَةُ/اَلْحَفْصَتَانِ/اَلْحَفْصَاتُ اَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو/مِنْ زَيْنَبَ

(২) الف لام এর সাথে। এই ছূরতে اسم تفضيل টি তার পূর্বোক্ত اسم অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। যেমন ঃ زَيْدُ ﹰالْاَفْضَلُ-اَلزَّيْدَانِ الْاَفْضَلَانِ-اَلزَّيْدُوْنَ الْاَفْضَلُوْنَ

اَلْحَفْصَاتُ ﹰالْفُضَلُ/اَلْفُضْلَيَاتُ-اَلْحَفْصَتَانِ الْفُضْلَيَانِ-حَفْصَةُ ﹰالْفُضْلٰى

(৩) اضافت এর সাথে। এই ছূরতে اسم تفضيل কে مفرد مذكر লওয়া এবং পূর্বোক্ত اسم অনুযায়ী লওয়া উভয়ই ঠিক আছে। যেমন ঃ

اَلزَّيْدُوْنَ اَفْضَلُ /اَفْضَلُوْ النَّاسِ - اَلزَّيْدَانِ اَفْضَلُ / اَفْضَلَا النَّاسِ - زَيْدٌ اَفْضَلُ النَّاسِ

اَلْحَفْصَاتُ اَفْضَلُ/فُضْلَيَاتُ النِّسَاءِ-اَلْحَفْصَتَانِ اَفْضَلُ/فُضْلَيَا النِّسَاءِ- حَفْصَةُ اَفْضَلُ/ فُضْلٰى النِّسَاءِ

অনুশীলনী প্রশ্নমালা

(১) تابع এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।
(২) متبوع কাকে বলে?
(৩) توابع কয়টি?
(৪) صفت এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(৫) صفت কত রকম হতে পারে?
(৬) صفت بحال موصوف কয়টি বিষয়ে موصوف এর مطابق হয়?
(৭) صفت بحال متعلق موصوف কয়টি বিষয়ে موصوف এর مطابق হয়?
(৮) এবং কয়টি বিষয়ে فعل এর সাদৃশ্য হয়?
(৯) এবং সাদৃশ্য দ্বারা কী উদ্দেশ্য? উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট করে দাও।
(১০) تاكيد এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(১১) مؤكد ও مؤكد কাকে বলে?
(১২) تاكيد এর উভয় প্রকার উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
(১৩) نسبت এর تاكيد এর জন্য কী শব্দ?
(১৪) شمول এর تاكيد এর জন্য কী শব্দ?
(১৫) بدل এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(১৬) مبدل منه কাকে বলে?
(১৭) بدل কত প্রকার?
(১৮) بدل الكل এর সংজ্ঞা মেছালসহ বর্ণনা কর।
(১৯) بدل البعض এর সংজ্ঞা মেছালসহ বর্ণনা কর।
(২০) بدل الاشتمال এর সংজ্ঞা মেছালসহ বর্ণনা কর।
(২১) بدل الغلط এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
(২২) معطوف এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
(২৩) معطوف عليه কাকে বলে?
(২৪) ضمير مرفوع متصل এর উপর عطف এর জন্য কি জরুরী?
(২৫) ضمير مجرور এর উপর عطف এর জন্য কি জরুরী?
(২৬) ضمير مجرور باضافت এর উপর عطف এর জন্য কী জরুরী?
(২৭) عطف بيان এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
(২৮) عطف بيان ও তার متبوع এর মাঝে কী কী বিষয়ে مطابقت জরুরী?
(২৯) اسماء عامله কী?
(৩০) তাদের عامل হওয়ার উদ্দেশ্য কী?
(৩১) مصدر এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(৩২) مصدر এর عمل কী?
(৩৩) مصدر এর عمل এর জন্য কি শর্ত?
(৩৪) اسم فاعل এর সংজ্ঞা মেছাল সহ বর্ণনা কর।
(৩৫) اسم فاعل কি عمل করে?
(৩৬) اسم فاعل এর عمل এর জন্য কী কী শর্ত?
(৩৭) اسم مفعول এর সংজ্ঞা মেছাল সহ বর্ণনা কর।
(৩৮) اسم مفعول কি عمل করে?
(৩৯) اسم مفعول এর عمل এর জন্য কী কী শর্ত?
(৪০) صفت مشبه এর সংজ্ঞা মেছাল সহ বর্ণনা কর।
(৪১) صفت مشبه কি عمل করে?
(৪২) صفت مشبه এর عمل এর জন্য কী শর্ত?
(৪৩) اسم تفضيل এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
(৪৪) اسم تفضيل এর واحد مذكر টি منصرف নাকি غير منصرف
(৪৫) اسم تفضيل واحد مؤنث এর হুকুম কি?
(৪৬) اسم تفضيل এর فاعل কে হয়?
(৪৭) اسم تفضيل এর ব্যবহার কয়ভাবে হয়?
(৪৮) من এর সাথে ব্যবহারের আহকাম কী?
(৪৯) ال এর সাথে ব্যবহারের বিধান কী?
(৫০) اضافت এর সাথে ব্যবহারের বিধান কী?

উনপঞ্চাশতম পাঠ

فعل এর বর্ণনা

فعل ماضی ও امر حاضر معروف হচ্ছে مبنی-বাকী সমস্ত فعل হচ্ছে معرب-فعل এর اعراب হচ্ছে তিনটি ঃ رفع نصب جزم -فعل এর উপর جر আসে না। فعل مضارع এর উপর তিনো ইরাব আসে এবং نہی এবং امر مجہول এবং امر غائب ও امر متکلم এর معروف এর উপর শুধু جزم আসে। যখন فعل مضارع এর উপর কোন عامل না হবে, তখন عامل معنوی তাকে رفع দিবে। যেমন ঃ يَنْصُرُ-আর যদি مضارع এর শেষে الف واو অথবা ياء হয়, তবে ضمہ تقدیری (উহ্য পেশ) হয়। যেমন ঃ يَدْعُوْ يَرْضٰى يَرْمِىْ

আর চারটি حرف রয়েছে, যদ্বারা فعل مضارع কে نصب দেয়া হয়। যথা ঃ اَنْ لَنْ كَيْ اِذَنْ এবং পাঁচটি حرف যদ্বারা فعل مضارع কে جزم দেয়া হয়। যথা ঃ اِنْ لَمْ لَمَّا لام امر لاء نہی (বিস্তারিত حروف عاملہ এর বর্ণনায় আসবে)।

افعال قلوب-এর বর্ণনা

فعل قلب ঃ ঐ فعل কে বলে, যার সম্পর্ক অন্তরের সাথে হয়, যা প্রকাশ হওয়ার ক্ষেত্রে হাত পা ইত্যাদি অংঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন দখল থাকে না। যেমন ঃ عَلِمْتُ زَيْدًا عَالِمًا (আমি জেনেছি যায়েদ আলেম)।

افعال قلوب সাতটি। যথা ঃ عَلِمَ رَاٰى وَجَدَ حَسِبَ ظَنَّ خَالَ زَعَمَ

প্রথম তিনটি ইয়াকীন তথা দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য এবং তার পরবর্তী তিনটি সন্দেহের জন্য এবং সর্বশেষটি সন্দেহ ও ইয়াকীন উভয়ের মধ্যে শরীক। যেমন ঃ عَلِمْتُ زَيْدًا كَاتِبًا (আমি জেনেছি যায়েদ লেখক) - رَاَيْتُ سَعِيْدًا فَاضِلًا (মন দিয়ে দেখলাম সাঈদ জ্ঞানী)। وَجَدْتُ قَاسِمًا اَمِيْنًا (আমি কাসেমকে পেলাম বিশ্বস্ত)। حَسِبْتُ خَالِدًا نَائِمًا (আমি ধারণা করেছি খালেদ ঘুমন্ত)। ظَنَنْتُ حَسَنًا قَارِئًا (আমি ধারণা করেছি হাসান পড়ুয়া)। خِلْتُ الدَّارَ خَالِيًا (আমি মনে করেছি বাড়িটি খালি)। زَعَمْتُ الصَّدِيْقَ وَفِيًّا (আমি ধারণা করেছি বন্ধুকে প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী)। زَعَمْتُ اللّٰهَ غَفُوْرًا (আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি আল্লাহ্ ক্ষমাশীল)।

ক্বায়েদা ঃ افعال قلوب মুবতাদা ও খবরের উপর আসে এবং উভয়টিকে مفعول বানিয়ে نصب দেয়।

ক্বায়েদা ঃ افعال قلوب-এর এই দুই مفعول থেকে একটি উল্লেখ করে অপরটি উল্লেখ না করা জায়েয নেই। হয়ত উভয়টিকে উল্লেখ করা হবে, নতুবা উভয়টি বিলুপ্ত করা হবে।

পঞ্চাশতম পাঠ

افعال تحویل وتصییر[১] এর বর্ণনা

فعل تحویل ঃ ঐ فعل কে বলে, যা অবস্থার পরিবর্তনকে বর্ণনা করে। এরাও সাতটি। যথাঃ خَلَقَ رَدَّ تَرَكَ اِتَّخَذَ وَهَبَ جَعَلَ صَيَّرَ - এরা মুবতাদা ও খবরের উপর এসে উভয়টিকে مفعول বানিয়ে نصب দেয়। যেমনঃ صَيَّرْتُ الدَّقِيْقَ خُبْزًا (আমি আটাকে রুটি বানিয়েছি)। جَعَلَ اللّٰهُ الْاَرْضَ فِرَاشًا (আল্লাহ্‌পাক জমীনকে বানিয়েছেন বিছানা)। وَهَبَنِيَ اللّٰهُ فِدَاكَ (আল্লাহ্‌পাক আমাকে আপনার উপর কুরবান করুন)। اِتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا (আল্লাহ্‌পাক ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে বানিয়েছেন দোস্ত)। تَرَكْتُ الرَّجُلَ حَيْرَانَ (আমি লোকটিকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছি)- رَدَّ شَعُوْرَهُ الْبِيْضَ سُوْدًا (তার সাদা চুলগুলোকে কাল করে দিয়েছে)। خَلَقَ اللّٰهُ الْاِنْسَانَ هَلُوْعًا (আল্লাহ্ মানুষকে বানিয়েছেন ভীরু রূপে)।

فعل تعجب-এর বর্ণনা

فعل تعجب ঃ ঐ فعل কে বলে, যার মাধ্যমে কোন বিষয়ের উপর আশ্চর্যভাব প্রকাশ করা হয়। فعل تعجب এর দুটি ওযন। যথাঃ ما افعله ও افعل به - ثلاثی مجرد থেকে فعل تعجب এই দু'টি ওযনেই আসে এবং ضمير এর স্থানে ঐ বিষয়কে রাখা হয়, যার উপর বিস্ময় প্রকাশ করা হয়। যেমন ঃ مَااَحْسَنَ زَيْدًا - اَحْسِنْ بِزَيْدٍ (যায়েদ কত ভাল!)।

ক্বায়েদা ঃ ثلاثی مجرد ব্যতীত অন্যান্য فعل থেকে فعل تعجب বানানোর পদ্ধতি হল এই যে, مَا اَشَدَّ ও اَشْدِدْ بِ-এর পর ঐ فعل এর مصدر লওয়া হবে, যদ্বারা فعل تعجب বানানো উদ্দেশ্য। অতঃপর ঐ বিষয়কে লওয়া হবে যার উপর تعجب প্রকাশ করা হবে। যেমনঃ দুই ব্যক্তির পরস্পর শক্ত লড়াইয়ের উপর বিস্ময় প্রকাশ করা হবে, তখন বলা হবে مَااَشَدَّ مُقَاتَلَةَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو এবং اَشْدِدْ بِمُقَاتَلَةِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو (যায়েদ ও আমর পরস্পর কেমন শক্ত লড়াই করে!)।

افعال مدح وذم এর বর্ণনা

فعل مدح ঃ ঐ فعل কে বলে, যার মাধ্যমে কারও প্রশংসা করা হয়। এরা হচ্ছে দু'টি। যথা ঃ نِعْمَ ও حَبَّذَا - এই দু'টি স্বীয় فاعل কে رفع দেয়। যেমন ঃ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ- حَبَّذَا زَيْدٌ (যায়েদ উত্তম ব্যক্তি)।

টিকা

১. تحویل অর্থঃ পরিবর্তন করা। تصییر অর্থ ঃ বানানো, তৈরি করা।

فعل ذم ঃ ঐ فعل কে বলে, যার মাধ্যমে কারো নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। এরাও হচ্ছে দু'টি। যথা بِئْسَ ও سَاءَ -এই দুটি فعل ও তার فاعل কে رفع দেয়। যেমন ঃ بِئْسَ/سَاءَ الرَّجُلُ قَارُوْنُ (কারূন খুব মন্দ লোক)।

ক্বায়েদা ঃ افعال مدح وذم এর فاعل এর পর আরও একটি رفع বিশিষ্ট اسم হয়, যার প্রশংসা বা নিন্দা করা হয়, তাকে مخصوص بالمدح এবং مخصوص بالذم বলে।

নোট ঃ حَبَّذَا এর فاعل হচ্ছে ذَا - এখানে فعل مدح হচ্ছে শুধু حَبَّ -

ক্বায়েদা ঃ نِعْمَ، بِئْسَ ও سَاءَ এর فاعل তিন রকম আসে। যথা ঃ

(১) الف لام -এর সাথে। যেমন ঃ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ

(২) معرف باللام এর দিকে مضاف হয়ে। যেমনঃ نِعْمَ غُلَامُ الرَّجُلِ زَيْدٌ (যায়েদ লোকটির গোলাম উত্তম)।

(৩) فاعل উহ্য সর্বনাম হয় এবং তার تميز হয় نكرہ -যেমনঃ نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ (সে উত্তম, পুরুষ হিসেবে অর্থাৎ যায়েদ)।

অনুশীলনী প্রশ্নমালা

(১) কোন কোন فعل মাবনী এবং কোনগুলো মু'রাব?

(২) فعل এর ইরাব কয়টি ও কী কী?

(৩) فعل এর উপর جزم আসে কী?

(৪) فعل مضارع এর উপর কয়টি اعراب আসে?

(৫) امر غائب ও امر متكلم মারূফ এবং امر مجهول এর اعراب কী?

(৬) فعل نهي এর ইরাব কী?

(৭) مضارع এর উপর কখন رفع হয় এবং কিসে رفع দেয়?

(৮) مضارع এর উপর ضم تقديري কখন হয়?

(৯) مضارع কে কোন حرف গুলো نصب দেয়?

(১০) مضارع কে কোন حرف সমূহ جزم দেয়?

(১১) فعل قلب এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।

(১২) افعال قلوب কয়টি ও কি কি?

(১৩) افعال قلوب এর অর্থ উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।

(১৪) افعال قلوب কার উপর প্রবেশ করে এবং কী আমল করে?

(১৫) افعال قلوب এর দুই مفعول থেকে একটি বিলুপ্ত করা জায়েজ আছে কি?

(১৬) فعل تحويل কাকে বলে?

(১৭) فعل تصيير কাকে বলে?

(১৮) افعال تحويل কয়টিও কি কি?

(১৯) افعال تحويل কার উপর প্রবেশ করে এবং কি আমল করে?

(২০) فعل تعجب এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।

(২১) فعل تعجب এর ওযন কয়টি?

(২২) فعل تعجب এর ওযন ব্যবহারের নিয়ম বর্ণনা কর।

(২৩) ثلاثي مجرد ব্যতীত অন্যান্য ابواب থেকে فعل تعجب বানানোর নিয়ম কী?

(২৪) فعل مدح এর সংজ্ঞা দাও?

(২৫) افعال مدح কয়টি?

(২৬) افعال مدح কি আমল করে?

(২৭) فعل ذم এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।

(২৮) افعال ذم কয়টি?

(২৯) افعال ذم এর আমল কী?

(৩০) مخصوص بالمدح ও مخصوص بالذم কাকে বলে?

(৩১) حبذا এর فاعل কে?

(৩২) نعم بئس ও ساء কয়ভাবে ব্যবহার হয়?

একান্নতম পাঠ

حروف عاملہ এর বর্ণনা

حروف عاملہ : যা کلمہ বা جملہ এর উপর প্রবেশ করে তাতে عمل করে-حروف عاملہ সাত প্রকার। যথা : حروف جر -حروف مشبہ بالفعل -حروف شرط -حروف نواصب مضارع -حروف جوازم مضارع -حروف ندا-حروف نفی তথা لیس এর সমার্থক ما ও لا -এদের মধ্য থেকে কয়েকটির[১] বর্ণনা পূর্বে হয়েছে। বাকীগুলোর বর্ণনা এখানে করা হচ্ছে।

حروف جر এর বর্ণনা

حروف جر : ঐ সমস্ত حرف কে বলে, যা فعل অথবা معنی فعل[২] কে তার পরবর্তী বিষয় পর্যন্ত পৌঁছায় অথবা এরূপ বলবে যে, فعل বা معنی فعل -এর পরবর্তী বিষয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। যেমন : كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ বাক্যে کتابت তথা লেখার সম্পর্ক কলমের সাথে باء দ্বারা জোড়ানো হয়েছে।

حروف جر স্বীয় مدخول (যার উপর প্রবেশ হয়েছে)কে جر (যের) দেয় এবং তাকে বলা হয় مجرور - এই حرف جر হচ্ছে সতেরটি। পংক্তি :

بَاؤُ تَاؤُ كَافٌ و لَامٌ وَوَاوُ مُنْذُ و مُذْخَلَا ✱ رُبَّ حَاشَا مِنْ عَدَا فِيْ عَنْ عَلٰى حَتّٰى اِلٰى

[১] ب এর পসিদ্ধ অর্থ হচ্ছে নয়টি। যথা : الصاق-استعانت-مقابلہ-تعدیہ-قسم-تعلیل-مصاحبت-ظرفیت-زائدہ

(১) الصاق অর্থাৎ একটি বিষয়কে অন্য একটি বিষয়ের সাথে মিলানো, চাই বাস্তবিক মিলানো হোক বা রূপক অর্থে। যেমনঃ بِهٖ دَاءٌ (তার সাথে রোগ আছে) مَرَرْتُ بِزَيْدٍ

(২) استعانت অর্থাৎ সাহায্য লওয়া। যেমন : كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ (আমি কলম দ্বারা লিখেছি)।

(৩) مقابلہ তথা বদলা বদলী করা। যেমন : بِعْتُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ (আমি কাপড়টি বিক্রয় করেছি এক দিরহামের বদলে)।

(৪) تعدیہ তথা لازم কে متعدی বানানো। যেমন : ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ (আমি যায়েদকে নিয়ে গিয়েছি)- ذَهَبَ (গেল) لازم ছিল باء এর কারণে متعدی হয়েছে।

(৫) قسم তথা শপথ করার জন্য। যেমন : بِاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا (আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই এরূপ করব)।

টিকা

১. حروف مشبہ بالفعل এর বর্ণনা ২৯ নাম্বার সবকে حروف ندا এর বর্ণনা ৩৩ নাম্বার সবকে এবং حروف نفی এর বর্ণনা ৩১ নাম্বার সবকে অতিবাহিত হয়েছে।

২. معنی فعل দ্বারা উদ্দেশ্য প্রত্যেক ঐ বিষয়, যা থেকে فعل নির্গত করা যায়। যেমনঃ اسمائے عاملہ ظرف اسم اشارہ حروف ندا ইত্যাদি।

(৬) تعليل তথা علت (কারণ) বর্ণনা করার জন্য। যেমন : إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ (নিশ্চয় তোমরা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছ বাছুরকে তোমরা [মা'বুদরূপে] গ্রহণ করার কারণে)।

(৭) مصاحبت তথা 'সাথে হওয়া' বর্ণনা করার জন্য। যেমন : خَرَجَ زَيْدٌ بِأَسْرَتِهِ (যায়েদ স্বীয় পরিবারবর্গের সাথে বের হয়েছে)।

(৮) ظرفيت তথা স্থান বুঝানোর জন্য। যেমন : جَلَسْتُ بِالْمَسْجِدِ (আমি মসজিদে বসেছি)।

(৯) زائده তথা কোন অর্থে না হওয়া। যেমন : أَلَيْسَ زَيْدٌ بِقَائِمٍ (যায়েদ কি দাঁড়ানো নয়?)। এই বাক্যে لَيْسَ এর خبر এর উপর باء অতিরিক্ত।

২ ل এর তিনটি অর্থ। যথা : زائده - تعليل - اختصاص

(১) اختصاص অর্থাৎ একটি বিষয় অপর একটি বিষয়ের সাথে নির্দিষ্ট বুঝানোর জন্য। যেমন : اَلْجُلُّ لِلْفَرَسِ (জিনপোষটি ঘোড়ার জন্য নির্দিষ্ট)।

(২) تعليل তথা علت বর্ণনা করার জন্য। যেমন : ضَرَبْتُهُ لِلتَّادِيْبِ বাক্যে ضرب এর علت হল تاديب -

(৩) زائده অতিরিক্ত। যেমনঃ رَدِفَ لَكُمْ (তোমাদের পিছনে [ছওয়ারীতে] উপবিষ্ট ব্যক্তি।

৩ مِنْ এর চার অর্থ। যথা : ابتداء غايت تبيين تبعيض زائده

(১) ابتداء غايت তথা দূরত্বের সূচনা বুঝানোর জন্য। যেমন : سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوْفَةِ (আমি ভ্রমণ করেছি বসরা থেকে কুফা পর্যন্ত)।

(২) تبيين তথা কোন অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য। যেমন : سَأُعْطِيْكَ مَا لًا مِنَ الدَّرَاهِمِ (আমি তোমাকে অচিরেই কিছু মাল দিব অর্থাৎ দিরহাম)। এই বাক্যে مِنَ الدَّرَاهِمِ দ্বারা মালের বিষয় স্পষ্ট করেছে যে, তা দিরহাম হবে, অন্য কিছু নয়।

(৩) تبعيض তথা কিছু অংশ বুঝানোর জন্য। যেমন : أَخَذْتُ مِنَ الدَّرَاهِمِ (আমি কয়েকটি দেরহাম গ্রহণ করেছি)।

(৪) زائدة তথা অতিরিক্ত। যেমনঃ مَا جَاءَنِيْ مِنْ أَحَدٍ (আমার নিকট কেউ আসেনি)।

বায়ান্নতম পাঠ

অবশিষ্ট حروف جر এর বর্ণনা

৪ عَلٰى তিনটি অর্থের জন্য আসে। যথা : استعلاء - بمعنى باء - بمعنى في

(১) استعلاء অর্থাৎ 'উপরে' অর্থের জন্য। চাই প্রকৃত অর্থে হোক বা রূপক অর্থে। যেমনঃ زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ (যায়েদ ছাদের উপর) এবং عَلَيْهِ دَيْنٌ (তার উপর ঋণ আছে)।

(২) باء এর অর্থে। যেমন ঃ مَرَرْتُ عَلَيْهِ অর্থাৎ بِهٖ (অতিক্রম করেছি তার নিকট দিয়ে)।
(৩) فِى এর অর্থে। যেমন ঃ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ অর্থাৎ فِىْ سَفَرٍ (যদি তোমরা ভ্রমণে থাক)।
[৫] اِلٰى এটা انتهاء غايت তথা দুরত্বের শেষ সীমা বুঝানোর জন্য আসে। যেমন ঃ سِرْتُ مِنَ الْقَرْيَةِ اِلَى الْبَلَدِ (আমি গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত সফর করেছি)।
[৬] فِىْ এটা ظرفيت তথা তার পরবর্তী বিষয়টিকে পূর্ববর্তী বিষয়ের জন্য স্থান বা কাল হওয়া বুঝায়। যেমন ঃ زَيْدٌ فِى الدَّارِ (যায়েদ ঘরে) صُمْتُ فِىْ رَمَضَانَ (রোযা রেখেছি রামাযানে)।
[৭] عَنْ দূর হওয়া এবং আগে বেড়ে যাওয়া বুঝানোর জন্য। যেমন ঃ رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ (তীরটি নিক্ষেপ করেছি ধনুক থেকে)। অর্থাৎ তীরটি ধনুক থেকে দুর হয়েছে এবং আগে বেড়েছে)।
[৮] كَ এটা সাদৃশ্যতা বুঝানোর জন্য। যেমন ঃ زَيْدٌ كَالْاَسَدِ (যায়েদ সিংহের ন্যায় বাহাদুর)।
[৯] تَ এটা শপথের জন্য, তবে الله নামের সাথে নির্ধারিত। অবশিষ্ট اسماء حسنى এর উপর প্রবেশ করে না। যেমন ঃ تَاللهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ (আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাদের মুর্তিদের ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত নিব)।
[১০] وَ এটাও শপথের জন্য আসে। যেমন ঃ وَاللهِ سَيَأْتِى النَّفْخُ (আল্লাহর শপথ! অতিসত্ত্বর শিঙ্গায় ফুক আসবে)।
[১১] حَتّٰى এটা انتهاء غايت তথা সীমানার শেষ বুঝানোর জন্য। যেমনঃ نِمْتُ حَتَّى الصَّبَاحِ
[১২] رُبَّ এটা تَقْلِيْل তথা কম বুঝানোর জন্য। যেমন ঃ رُبَّ رَجُلٍ كَرِيْمٍ لَقِيْتُهٗ (দয়ালু ব্যক্তি কমই পেয়েছি)।
[১৩] مُذْ [১৪] مُنْذُ এ উভয়টি দু'টি অর্থের জন্য আসে। (১) অতীতকালে সময়ের সূচনা বুঝানের জন্য আসে। যেমন ঃ مَارَاَيْتُهٗ مُذْ/مُنْذُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (আমি তাকে জুমার দিন হতে দেখি না)। (২) কোন কাজের পূর্ণ সময় বুঝানোর জন্য আসে। যেমন ঃ مَارَاَيْتُهٗ مُذْ/مُنْذُ يَوْمَيْنِ (আমি তাকে দু'দিন ধরে দেখি না)।
[১৫.১৬.১৭] حَاشَا - خَلَا - عَدَا এই তিনটি استثناء এর জন্য। যেমন ঃ جَاءَ الْقَوْمُ حَاشَا/خَلَا/عَدَا زَيْدٌ (সম্প্রদায়টি এসেছে যায়েদ ব্যতীত)।

টিকা
১. واو عاطفه হরফে জর নয়।
২. যখন এই তিনটি হরফ فعل হয়, তখন পরবর্তী اسم কে نصب দেয়, এবং তখন ইস্তেছনার অর্থই প্রদান করে। যেমন ঃ قام القوم حاشا خلا عدا زيدا
আর যখন এদের উপর ما প্রবেশ করে তখন ও فعل ই হবে হরফে জর হবে না।

তিপ্পান্নতম পাঠ

نواصب مضارع এর বর্ণণা

চারটি حرف - যথা ঃ اِذَنْ كَيْ لَنْ اَنْ এগুলো مضارع কে نصب দেয়।

(১) اَنْ এটা مضارع কে مصدر এর অর্থে পরির্ণত্ত করে। যেমন ঃ اُحِبُّ اَنْ تُصَلِّيَ صَلٰوتَكَ (আমি তোমার নামায পড়া পছন্দ করি)।

(২) لَنْ এটা مضارع কে مستقبل এর জন্য নির্দিষ্ট করে তাকীদের সাথে نفى করে। যেমনঃ لَنْ يَّفْعَلَ (কখনো করবে না)।

(৩) كَيْ টি سببت তথা তার পুর্ববতী বিষয়টি পরবর্তী বিষয়ের জন্য কারণ হবে, যেমন ঃ اَسْلَمْتُ كَيْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ (ইসলাম গ্রহণ করেছি বেহেশতের প্রবেশের কারণ স্বরূপ)।

(৪) اِذَنْ এটা জওয়াবের জন্য এবং এমন مضارع এর সাথে আসে, যা ভবিষ্যতের অর্থে হয়। যেমন কেউ বলল اَسْلَمْتُ (ইসলাম ধরেছি) এর উত্তরে বলা হবে ঃ اِذَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ (তবে তুমি বেহেশতে প্রবেশ করবে)।

جوازم مضارع এর বর্ণনা

পাঁচটি حرف - যথা ঃ ان لم لما لام امر لاء نہی এরা مضارع কে جزم দেয়।

(১) اِنْ এটা শর্তের জন্য আসে এবং مستقبل এর অর্থ দেয়, যদিও ماضى এর উপর প্রবেশ করে। যেমন اِنْ نَصَرْتَ نَصَرْتُ ও اِنْ تَنْصُرْنِيْ اَنْصُرْكَ (তুমি সাহায্য করলে আমি সাহায্য করব)।

(২) لَمْ এটা مضارع এর অর্থকে ماضى نفى এর অর্থে পরিণত করে। যেমন ঃ لَمْ يَفْعَلْ (সে করেনি)।

(৩) لَمَّا এটাও مضارع কে ماضى এর অর্থে পরিণত করে, তবে لَمْ ও لَمَّا এর মাঝে পার্থক্য হল ঃ لَمْ নিকট ও দূরের ক্বয়েদ ব্যতীত نفى করে। আর لَمَّا এর মধ্যে কথা বলার সময় পর্যন্ত نفى দীর্ঘ হয়। যেমন ঃ لَمَّا يَفْعَلْ (এখন পর্যন্ত করেনি)।

(৪) لام امر এটা فعل مضارع কে امر বানায়। যেমন ঃ لِيَفْعَلْ (সে যেন করে)।

(৫) لاء نہی এটা فعل مضارع কে نہی বানায়। যেমন ঃ لَاتَفْعَلْ (তুমি করো না)।

ফায়েদা ঃ اِنْ ছাড়া শর্তের আরও কিছু শব্দ আছে, যা مضارع কে جزم দেয়, তা হচ্ছে এই ঃ حَيْثُمَا اِذْمَا مَهْمَا اَيْنَمَا اَنّٰى مَتٰى اَيُّ مَا مَنْ اَمَّا لَوْ

অনুশীলনী প্রশ্নমালা

(১) حروف عامل এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।
(২) حروف عامل কত প্রকার ও কী কী?
(৩) حروف جر এর সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(৪) حروف جر এর عمل কী?
(৫) مجرور কাকে বলে?
(৬) حروف جر কয়টি ও কী কী?
(৭) باءএর নয়টি অর্থ মেছালের সাথে বর্ণনা কর।
(৮) لامএর তিনটি অর্থ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
(৯) منএর চারটি অর্থ মেছালের সাথে বর্ণনা কর।
(১০) علىএর তিনটি অর্থ মেছাল সহ সর্ণনা কর।
(১১) الى এর অর্থ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
(১২) فى এর অর্থ মেছালসহ বর্ণনা কর।
(১৩) عنএর অর্থ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
(১৪) كافএর অর্থ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
(১৫) تاء এর অর্থ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
(১৬) واؤ এর অর্থ মেছালসহ বর্ণনা কর।
(১৭) حتىএর অর্থ-মেছাল বর্ণনা কর।
(১৮) ربএর অর্থ মেছালসহ বর্ণনা কর।
(১৯) مذ ও منذএর উভয় অর্থ মেছালসহ বর্ণনা কর।
(২০) حاشا خلا ও عداএর অর্থ মেছালসহ বর্ণনা কর।
(২১) نواصب مضارع কি কি?
(২২) انএর অর্থগত আমল কী?
(২৩) لنএর অর্থগত আমল কী?
(২৪) كىএর অর্থ মেছালসহ বর্ণনা কর।
(২৫) اذن কিসের জন্য? তা কোথায় ব্যবহার হয়?
(২৬) جوازم مضارع কী কী?
(২৭) ان কিসের জন্য? তা কী অর্থ প্রদান করে?
(২৮) لم এর অর্থগত আমল কী?
(২৯) لما এর অর্থ গত আমল কী?
(৩০) لم ও لما এর মধ্যে পার্থক্য কী?
(৩১) لام امر কী কাজ করে?
(৩২) لا نهى কী কাজ করে?
(৩৩) كلمات شرط কী কী?
(৩৪) كلمات شرط এর عمل কী?

চুয়ান্নতম পাঠ

حروف غیر عاملہ এর বর্ণনা

حروف غیر عاملہ ঃ এরা ঐ সমস্ত حرف -যা کلمہ অথবা جملہ এর উপর প্রবেশ করে, কিন্তু শব্দের মধ্যে কোন আমল করে না। এরূপ حرف তের প্রকার। যথা ঃ

حروف عاطفہ - حروف ایجاب - حروف تفسیر - حروف زیادت - حروف مصدریہ - حروف استفہام - حروف تاکید - حروف تحضیض - حرف ردع - حروف تنبیہ - حرف توقع - تاء تانیث ساکنہ - تنوین

حروف عاطفہ এর বর্ণনা

حروف عاطفہ ঃ ঐ সমস্ত حرف -যা একটি کلمہ অথবা جملہ কে অপর একটি کلمہ বা جملہ এর সাথে জুড়িয়ে দেয়। এরূপ حرف দশটি। যথা ঃ واو فاء ثُمَّ حَتّٰى اَوْ اِمَّا اَمْ لَا بَلْ لٰكِنْ যেমন ঃ جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو - جَلَسَ اَبٌ فَوَلَدٌ - جَاءَ الْاُسْتَاذُ ثُمَّ التِّلْمِيْذُ - اَكَلَ خَالِدٌ اَوْ قَاسِمٌ - ذَهَبَ حَافِظٌ اَمْ ظَهِيْرٌ - قَرَأَ كَبِيْرٌ لَا طِفْلٌ - كَتَبَ كَبِيْرٌ بَلْ طِفْلٌ - شَرِبَ مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْاَغْنِيَاءُ (মানুষ মরেছে এমনকি ধনীরাও)। اَلْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ وَاِمَّا فَرْدٌ (সংখ্যাটি হয়ত জোড় অথবা বেজোড়)। قَامَ بَكْرٌ لٰكِنْ خَالِدٌ لَمْ يَقُمْ مَا جَاءَنِيْ زَيْدٌ لٰكِنْ عَمْرٌو جَاءَ

حروف ایجاب এর বর্ণনা

حروف ایجاب ঃ ঐ সমস্ত حرف -যাদের মাধ্যমে জবাব দেয়া হয়। এরা ছয়টি حرف - যথা ঃ نَعَمْ بَلٰى اِىْ اَجَلْ جَيْرِ اِنَّ

(১) نَعَمْ ঃ এটা পূর্বের কথাকে সাব্যস্ত করার জন্য আসে। যেমন বলা হল- اَجَاءَ زَيْدٌ؟ অথবা اَمَا جَاءَ زَيْدٌ؟ (যায়েদ কি এসেছে? যায়েদ কি আসেনি?) তার উত্তরে বলা হবে نَعَمْ উদ্দেশ্য হবে- হ্যাঁ এসেছে অথবা আসেনি।

(২) بَلٰى ঃ এটা کلام نفی তথা না বোধক বাক্যের উত্তরে এসে তাকে সাব্যস্ত করে। যেমনঃ আল্লাহপাক জিজ্ঞাসা করেছেন- اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (আমি কি তোমাদের প্রভু নই?) উত্তরে রূহ জগত বলল بَلٰى (কেন হবেন না?) অর্থাৎ অবশ্যই আপনি আমাদের প্রভু।

(৩) اِىْ ঃ এটা استفہام তথা প্রশ্নের পরে সাব্যস্ত করার জন্য আসে এবং তার সাথে কসম জরুরী। যেমন ঃ اَحَقٌّ هُوَ؟ (বিষয়টি কি সত্য?) উত্তর اِىْ وَرَبِّيْ اِنَّهٗ لَحَقٌّ (হ্যাঁ, আমার প্রভুর কসম! তা অবশ্যই সত্য)।

(৪.৫.৬.) اَجَلْ جَيْرِ اِنَّ -এই তিনটি সংবাদদাতার সত্যায়নের জন্য আসে। যেমনঃ কেউ বলল- جَاءَكَ زَيْدٌ (আপনার নিকট যায়েদ এসেছে।) এর উত্তরে বলা হবে, اَجَلْ বা جَيْرِ অথবা اِنَّ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে-তুমি ঠিক বলছ, যায়েদ আমার নিকট এসেছে।

পঞ্চান্নতম পাঠ

حروف تفسير এর বর্ণনা

حروف تفسير ঃ ঐ সমস্ত حرف - যা সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট বিষয়কে সুস্পষ্ট করার জন্য আসে। এরূপ حرف হচ্ছে দু'টি। যথা ঃ أَنْ ও أَيْ

(১) أَيْ এটা مفرد ও جملہ (বাক্য ও শব্দ) উভয়ের তাফসীরের শুরুতে আসে। যেমনঃ قَتَلَ الْحَاجِبُ السَّارِقَ أَيْ ضَرَبَهُ ضَرْبًا شَدِيْدًا (দারোয়ানটি চোরটিকে হত্যা করেছে অর্থাৎ তাকে কঠোর প্রহার করেছে) اَلْغَضَنْفَرُ أَيْ اَلْاَسَدُ (সিংহ)।

(২) أَنْ এমন فعل-এর তাফসীর করে, যা قول-এর অর্থবোধক হয়। যেমন ঃ نَادَيْنَاهُ أَنْ يَّاإِبْرَاهِيْمُ বাক্যে نَادَيْنَا অর্থ قُلْنَا এবং أَنْ يَّا إِبْرَاهِيْمُ তার তাফসীর।

حروف زيادت এর বর্ণনা

حروف زيادت ঃ ঐ সমস্ত حرف যেগুলো কোন অর্থের জন্য না এসে বাক্যের সৌন্দর্যের জন্য অতিরিক্ত হিসেবে আসে। এরূপ হরফ আটটি। যথা ঃ إِنْ أَنْ مَا لَا مِنْ ك ب ل

(১) إِنْ এটা তিন স্থানে অতিরিক্ত হিসেবে আসে। যথা ঃ ما نافيه - ما مصدريه ও لَمَّا এর পরে। যেমনঃ مَا إِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ (যায়েদ দাড়াঁনো নয়)। اِنْتَظِرْ مَا إِنْ يَّجْلِسُ الْأَمِيْرُ (অপেক্ষা কর যতক্ষণ আমির বসা থাকে)। لَمَّا إِنْ جَلَسْتَ جَلَسْتُ (যতক্ষণ তুমি বসবে আমি বসব)।

(২) أَنْ এটা দুই স্থানে অতিরিক্ত হয়। لَمَّا এর পর এবং لَوْ এর পূর্বে। যেমন ঃ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ (সুতরাং যখন সুসংবাদদাতা আসল।) وَاللّٰهِ أَنْ لَوْ قُمْتَ قُمْتُ (আল্লাহর শপথ! যদি তুমি দাঁড়াতে আমি দাঁড়াতাম)।

(৩) مَا এটা দুই স্থানে অতিরিক্ত আসে। যথা ঃ শর্তের শব্দাবলী أَيْنَ إِذَا مَتٰى أَيُّ ও إِنْ এর পরে এবং হরফে জ্বর ب عن من ও ك এর পরে। যেমন ঃ إِذَا مَا / مَتٰى مَا صُمْتَ صُمْتُ (তুমি যখন রোযা রাখবে, আমি রোযা রাখব)। أَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى (যে নাম ধরেই ডাক, তবে তাঁর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে) أَيْنَمَا تَجْلِسْ أَجْلِسْ (তুমি যেখানে বস আমি বসব) إِمَّا تَقُمْ أَقُمْ (যদি তুমি দাঁড়াও আমি দাঁড়াব) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ (সুতরাং আল্লাহর পক্ষ হতে রহমতের দ্বারা আপনি তাদের প্রতি বিনয়ী হয়েছেন) عَمَّا قَلِيْلٍ (অল্প হতে) مِمَّا خَطِيْئٰتِهِمْ أُغْرِقُوْا (তাদের অপরাধসমূহের কারণে তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে) زَيْدٌ صَدِيْقِيْ كَمَا أَنَّ عَمْرًا أَخِيْ (যায়েদ আমার বন্ধু যেমন আমর আমার ভাই)।

(৪) لَا এটা তিন স্থানে অতিরিক্ত আসে। যথা ঃ واؤعاطفه-এর পরে, যখন واؤ টি كلام نفى-এর পরে হয় এবং ان مصدريه এর পরে ও قسم এর পূর্বে لَا অতিরিক্ত হয়। যেমন ঃ مَا جَاءَنِيْ زَيْدٌ وَلَا عَمْرٌو ؟ مَا مَنَعَكَ اَنْ لَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ (তোমাকে সিজদা করা থেকে কিসে বিরত রাখল, যখন আমি নির্দেশ দিয়েছি?) لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ (আমি এই শহরের কসম করছি)। অবশিষ্ট চারটি حروف زيادت এর বর্ণনা حرف جر এর আলোচনায় গত হয়েছে।

ছাপ্পান্নতম পাঠ

حروف مصدريه এর বর্ণনা

حروف مصدريه ঃ ঐ সমস্ত حرف কে বলে, যা فعل কে مصدر এর অর্থে অথবা جمله কে مصدر এর ব্যাখ্যায় পরিণত করে। এরূপ হরফ তিনটি। যথা ঃ اَنَّ اَنْ مَا প্রথম দু'টি جمله فعليه-এর উপর প্রবেশ করে একে مصدر-এর অর্থে পরিণত করে। আর اَنَّ টি جمله اسميه-এর উপর প্রবেশ করে জুমলাকে তাবীল করে مصدر বানিয়ে দেয়। যেমন ঃ ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ (তাঁদের উপর পৃথিবী সংকীর্ণ হয়েছে তা প্রসস্ত হওয়া সত্ত্বেও।) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا... (সুতরাং তাঁর সম্প্রদায়ের কোন জবাব ছিল না শুধু এ কথা বলা ব্যতীত) عَلِمْتُ اَنَّكَ قَائِمٌ (আমি আপনার দাঁড়ানো সম্পর্কে অবগত হয়েছি)।

حروف تاكيد এর বর্ণনা

حروف تاكيد ঃ ঐ সকল حرف কে বলে, যদ্বারা বাক্যের মধ্যে তাকীদ (দৃঢ়তা) সৃষ্টি করা হয়। এরূপ হরফ হচ্ছে দু'টি। যথা ঃ نون تاكيد ثقيله وخفيفه - لام تاكيد مفتوح -

(১) نون تاكيد ثقيله وخفيفه (তাশদীদযুক্ত নুন ও সাকীনযুক্ত নুন) এরা فعل مضارع ও امر-নহী এর সাথে নির্দিষ্ট। যেমন ঃ لَيَنْصُرَنَّ-لَيَنْصُرَنْ-اِفْعَلَنَّ-اِفْعَلَنْ-لَا يَفْعَلَنَّ-لَا يَفْعَلَنْ نهى এর সাথে নির্দিষ্ট।

(২) لام تاكيد مفتوح (যবরযুক্ত লাম) فعل ও اسم উভয়ের উপর আসে। যেমন ঃ لَيَنْصُرَنَّ - لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا (যদি আকাশ ও পৃথিবীতে এক আল্লাহ্ ব্যতীত আরও উপাস্য থাকত, তবে অবশ্যই আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত।) اِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ (নিশ্চয়ই যায়েদ দাঁড়ানো।)

সাতান্নতম পাঠ

حروف استفهام এর বর্ণনা

حروف استفهام ঃ ঐ সমস্ত حرف যেগুলোর দ্বারা কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। এরূপ হরফ হচ্ছে দশটি। যথা ঃ (اَ) همزه مفتوحه -هَلْ - مَا - مَنْ - مَاذَا - اَيُّ - مَتٰى - اَيَّانَ - اَنّٰى - اَيْنَ

(১.২) همزه مفتوحه ও هَلْ উভয়টি বাক্যের শুরুতে আসে। যেমন ঃ اَ/هَلْ زَيْدٌ قَائِمٌ؟ اَ/هَلْ قَامَ زَيْدٌ؟

ক্বায়েদা ঃ همزه এর ব্যবহার هَلْ থেকে বেশী।

ক্বায়েদা ঃ استفهام انكارى[১] (অস্বীকৃতিমূলক প্রশ্ন) এর জন্য শুধু (أ) همزه ব্যবহার হয়। যেমন ঃ ؟ أَتَضْرِبُ زَيْدًا وَهُوَ أَخُوْكَ (তুমি কি যায়েদকে মারবে, অথচ সে তোমার ভাই?)।

ক্বায়েদা ঃ أَمْ এর সাথে ও শুধু همزه আসে। যেমন ঃ أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌو ؟

ক্বায়েদা ঃ حروف عاطفه এর পরও শুধু همزه প্রবেশ করে। যেমন ঃ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ الخ ـ أَفَمَنْ كَانَ الخ ـ أَوَمَنْ كَانَ الخ ـ

(৩) مَا এটা غير ذوى العقول তথা জ্ঞানহীন প্রাণী বা বস্তুর ক্ষেত্রে কোন কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসে। যেমন ঃ ؟ مَا فِيْ يَدِكَ (তোমার হাতে কি?)

(৪) مَنْ এটা ذوى العقول তথা জ্ঞানবানদের ক্ষেত্রে কোন কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসে। যেমন ঃ ؟ مَنْ فِي الدَّارِ (বাড়ীতে কে আছে?)।

(৫) مَاذَا এটাও কোন বস্তুর ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করার জন্য আসে। যেমন ঃ مَاذَا تُرِيْدُوْنَ؟ (তোমরা কী চাও?)

(৬) أَيٌّ এবং তার মؤنث শব্দ أَيَّةٌ–জ্ঞান সম্পন্ন ও জ্ঞানহীন উভয়ের জন্য আসে। যেমনঃ أَيُّكُمْ أَقْرَأُ؟ (তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল কেরাত পড়ুয়া?) أَيُّ الْبِلَادِ أَحْسَنُ؟ (কোন শহরটি বেশী সুন্দর?) أَيَّتُهَا أَفْضَلُ مِنْكُنَّ ؟ (তোমাদের মেয়েদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতমা?) بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ؟ (সে কোন জমীনে মরবে?)

(৭,৮) مَتٰى ও أَيَّانَ এ দু'টি সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য আসে। যেমন ঃ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ؟ (হিসাব নিকাশের দিন কবে?) مَتٰى تَذْهَبُ ؟

(৯,১০) أَنّٰى ও أَيْنَ এ দু'টি স্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য আসে। যেমন ঃ أَنّٰى لَكِ هٰذَا؟ (এটা কোথা হতে তোমার জন্য এসেছে?) أَيْنَ بَيْتُكَ؟ (তোমার ঘর কোথায়?)।

টিকা ঃ

১. استفهام انكارى ঐ استفهام কে বলে, যা বাহ্যত প্রশ্ন হয় এবং উদ্দেশ্য হয় পরবর্তী বিষয়কে বাতিল করা। যদি همزه এর পরবর্তী বিষয় مثبت তথা হ্যাঁ সূচক হয়, তবে نفى তথা না সূচক অর্থ হাছিল হবে। যেমন ঃ ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا (তোমাদের কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে?) অর্থাৎ لايحب পছন্দ করবে না। আর যদি همزه এর পরবর্তী অংশ نفى তথা না সূচক হয়, তবে مثبت এর অর্থ হাছিল হবে। যেমন ঃ الم نشرح لك صدرك (আমরা কি আপনার বক্ষ উম্মোচিত করিনি?) অর্থাৎ شرحنا صدرك (আমরা আপনার বক্ষ উন্মোচিত করেছি)।

আটান্নতম পাঠ

حروف تحضيض এর বর্ণনা

حروف تحضيض ঃ ঐ সমস্ত حرف -যাদের মাধ্যমে مخاطب তথা সম্বোধিত ব্যক্তিকে কোন কাজের উপর উৎসাহিত করা হয়। এরূপ হরফ চারটি। যথা ঃ لَوْمَا - لَوْلَا - اَلَّا - هَلَّا (এরা চারটিই فعل এর উপর প্রবেশ করে। চাই مضارع হোক বা ماضى - যেমন ঃ هَلَّا/اَلَّا/لَوْلَا/لَوْمَا تَنْصُرُ/نَصَرْتَ زَيْدًا؟ (তুমি যায়েদকে কেন সাহায্য করছ না/ করনি?) কিন্তু যখন فعل مضارع এর উপর প্রবেশ করে,তখন বাস্তবে উৎসাহিত করা উদ্দেশ্য হয় এবং যখন ماضى এর শুরুতে প্রবেশ করে,তখন তিরস্কার করা ও লজ্জা দেয়া উদ্দেশ্য হয়। যেমনঃ هَلَّا تَنْصُرُ زَيْدًا؟ (যায়েদকে তুমি কেন সাহায্য করছ না? অর্থাৎ সাহায্য করা উচিৎ।) هَلَّا اَكْرَمْتَ زَيْدًا؟ (তুমি যায়েদকে কেন সম্মান করনি? অর্থাৎ তোমার এ কাজ আফসোসযোগ্য)।

حرف توقع -এর বর্ণনা

حرف توقع ঃ ঐ হরফ, যার মাধ্যমে এমন বিষয়ের খবর দেয়া হয়, যার আশা পোষণ করা হয়, তা শুধুমাত্র একটি শব্দ। যথাঃ قَدْ - যেমন ঃ قَدْ يَقْدَمُ الْمُسَافِرُ الْيَوْمَ (আশা যে আজ মুসাফির আগমন করবে)।

ক্বায়েদা ঃ قد কখনো مضارع এর উপর تقليل (কম বুঝানো) এর জন্যও আসে। যেমন ঃ قَدْ يَصْدُقُ الْكَذُوْبُ (বড় মিথ্যুকও কখনো সত্য বলে)।

ক্বায়েদা ঃ قد যখন ماضى এর উপর আসে, তখন কখনো تقريب (নিকটবর্তী করা)-এর জন্য আসে এবং কখনো تحقيق (সুদৃঢ় করা)-এর জন্য আসে। যেমন ঃ قَدْ رَكِبَ (এক্ষুণি আরোহণ করেছে।) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى (নিশ্চয়ই সফলকাম হয়েছে, যে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়েছে)।

উনষাটতম পাঠ

حرف ردع - এর বর্ণনা

حرف ردع ঃ ঐ হরফ, যার মাধ্যমে কাউকে শাসানো হয়। তা শুধু একটি হরফ। যথা ঃ كَلَّا ঃ যেমন ঃ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (কখনো নয়! অতি সত্বর তোমরা জানতে পারবে)। كَلَّا তিন ভাবে ব্যবহার হয়। যথা ঃ (১) خبر এর পর। যেমন ঃ يَقُوْلُ رَبِّيْ اَهَانَنْ (সে বলে; আমার প্রভু আমাকে হেয় করেছেন)। كَلَّا (কখনো নয়!) (২) امر-এর পর। যেমনঃ اِجْلِسْ مَعَنَا (আমাদের সাথে বস)। এর উত্তরে كَلَّا এর উদ্দেশ্য হল আমি তোমাদের সাথে কখনো বসব না।

(৩) বাক্যের বিষয়-বস্তুকে সুদৃঢ় করার জন্য। যেমন ঃ كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى (নিঃসন্দেহে অবশ্যই মানুষ সীমা অতিক্রম করে চলে যায়)।

حروف تنبيه - এর বর্ণনা

حروف تنبيه ঃ ঐ সমস্ত হরফ, যা مخاطب (সম্বোধিত ব্যক্তি) এর অসতর্কতা দূর করে, যেন সে ভালভাবে কথা শুনে নেয়। এরূপ হরফ তিনটি। যথা ঃ اَلَا - اَمَا - هَا প্রথম দু'টি جملہ اسميہ এবং فعليہ উভয়ের উপর আসে। যেমনঃ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (শুন! আল্লাহর স্মরণে আত্মা প্রশান্তি লাভ করে) اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ (শুন! তারাই বিবাদ সৃষ্টিকারী) اَمَا لَا تَفْعَلِ الشَّرَّ (শুন! মন্দকাজ করো না) اَمَا اِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ (শুন! নিশ্চয়ই যায়েদ দাড়াঁনো)।

আর هَا টি جملہ اسميہ এর উপরও আসে এবং مفرد এর উপরও আসে। যেমন ঃ هَا هٰذَا الْكِتَابُ سَهْلٌ جِدًّا (শুন! এই কিতাবটি খুবই সহজ) এই বাক্যে هَا টি حرف تنبيه যা جملہ اسميہ এর উপর এসেছে এবং اسم اشارہ (ইঙ্গিত সূচক শব্দ) ذا এর উপর যে هَا আসে, তাও حرف تنبيہ - যা مفرد এর উপর এসেছে।

ষাটতম পাঠ

تائے تانيث ساكنہ -এর বর্ণনা

تائے تانيث ساكنہ ঃ ঐ সাকিনযুক্ত - تاء যা فعل ماضی এর ছিগাহ واحد مؤنث غائب এর শেষে আসে এবং একথা বুঝায় যে, তার فاعل বা نائب فاعل টি مؤنث আনতে হবে। যেমন ঃ نَصَرَتْ / نُصِرَتْ حَفْصَةُ

تنوين -এর বর্ণনা

تنوين ঃ ঐ সাকিনযুক্ত نون -যা কালিমার শেষ হরকতের تابع হয় এবং فعل এর তাকীদের জন্য হয় না। এই তানবীন কে নুনের আকারে না লিখে বরং কালিমার শেষ হরকতকে দু'বার লিখতে হয়। যেমন ঃ زَيْدُنْ - زَيْدَنْ - زَيْدِنْ কে زَيْدٌ - زَيْدًا - زَيْدٍ লিখা হয়।

তানবীন পাঁচ প্রকার। যথা ঃ

(১) تنوين تمكن ঃ ঐ তানবীন কে বলে, যা اسم متمكن তথা اسم منصرف এর শেষে আসে, যা لفظ-এর منصرف হওয়ার উপর ইঙ্গিত করে। যেমন ঃ زَيْدٌ - رَجُلٌ - كِتَابٌ ইত্যাদি।

(২) تنوين تنكير ঃ ঐ তানবীনকে বলে, যা কোন ইস্‌মের নাকেরাহ (অনির্দিষ্ট) হওয়ার উপর ইঙ্গিত করে। যেমন ঃ صَهٍ (কোন এক সময় চুপ হও)। আর صَهْ (এখন চুপ হও!) এটা معرفہ ও لازم এর উপর مبنی -

(৩) تنوين عوض ঃ ঐ তানবীন কে বলে, যা مضاف-এর উপর আসে مضاف اليه-এর পরিবর্তে। যেমনঃ يَوْمَئِذٍ-حِيْنَئِذٍ এদের مضاف اليه উহ্য আছে كَانَ كَذَا যার পরিবর্তে ذَال এর উপর تنوين এসেছে।

(৪) تنوين مقابله ঃ ঐ তানবীনকে বলে, যা جمع مؤنث سالم-এর শেষে আসে। যেমন ঃ مُسْلِمَاتٌ-এই তানবীন جمع مذكر سالم-এর نون-এর বিপরীতে এসেছে।

(৫) تنوين ترنم ঃ ঐ তানবীনকে বলে, যা شعر (কবিতা) এর শেষে অথবা مصرع (ছন্দের পংক্তি)-এর শেষে ধ্বনির মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করার জন্য লওয়া হয়। যেমন ঃ কবিতা–

اَقِلِّى اللَّوْمَ عَاذِلَ وَالْعِتَابَنْ ٭ وَقُوْلِى اِنْ اَصَبْتُ لَقَدْ اَصَابَنْ[১]

(অর্থ ঃ হে আযেলাহ! তিরস্কার ও অপমান কম কর এবং বল-যদি আমি সঠিক কাজ করে থাকি, তবে অবশ্যই সে সঠিক কাজ করেছে)।

টিকা

১. عاذل এটি منادى مرخم মূলে ছিল عاذلة এর পূর্বে حرف ندا উহ্য আছে। العتابن এর عطف হয়েছে اللوم এর উপর। حرف ও اسم ও فعل টি تنوين ترنم হয়েছে। فعل টি اصاب এবং اسم টি العتاب এবং উভয়ের শেষে تنوين ترنم হয়েছে। তিনোটির উপর আসতে পারে।

তারকীব ঃ اقلى এটা فعل امر এর واحد مؤنث حاضر এর ছিগাহ باب افعال মাছদার اقلال এতে ى হচ্ছে فاعل আর اللوم হচ্ছে مفعول به এবং عادل হচ্ছে منادى مرخم যার حرف ندا টি উহ্য রয়েছে। মুলে ছিল ياعاذلة এর পর و হচ্ছে حرف عطف এবং العتابن এর عطف হয়েছে اللوم এর উপর এবং ن টি হচ্ছে تنوين ترنم এরপর و টি حرف عطف এবং قولى হচ্ছে فعل امر যাতে ى হচ্ছে فاعل ছিগাহ واحد مؤنث حاضر আর ان হচ্ছে حرف شرط এবং اصبت - فعل ও তার فاعل মিলে হচ্ছে شرط এবং جواب شرط টি উহ্য অর্থাৎ فقولى আর لقد এর মধ্যে ل টি তাকীদের জন্য এবং قد হচ্ছে تحقيق এর জন্য এবং اصابن টি فعل ماضى ছিগাহ واحد مذكر غائب-এর فاعل হচ্ছে উহ্য যমীর هو এবং ن হচ্ছে تنوين ترنم এখন لقد اصابن বাক্যটি قولى এর مفعول به হয়েছে نصب এর স্থানে مقوله হওয়ার কারণে এবং মাঝখানে جملة شرطيه তার جواب شرط সহ جملة معترضه হয়েছে।

অনুশীলনী প্রশ্নমালা

(১) حروف غیر عاملہ এর সংজ্ঞা দাও।
(২) حروف غیر عاملہ কত প্রকার ও কী কী?
(৩) حروف عاطفہ এর উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।
(৪) حروف عاطفہ কী কী?
(৫) حتی اما ও لکن এর উদাহরণসমূহ বর্ণনা কর।
(৬) حروف ایجاب এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।
(৭) حروف ایجاب কী কী?
(৮) نعم কিসের জন্য? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
(৯) بلی কিসের জন্য? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
(১০) ای কিসের জন্য? এবং তার জন্য কোন বিষয় জরুরী?
(১১) اجل، جیر ও ان কিসের জন্য?
(১২) حروف تفسیر এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।
(১৩) حروف تفسیر কী কী?
(১৪) ای কোথায় আসে? উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।
(১৫) ان কোথায় আসে মেছাল সহ বর্ণনা কর।
(১৬) حروف زیادت এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।
(১৭) حروف زیادت কী কী?
(১৮) ان কয় স্থানে অতিরিক্ত আসে? মেছালসহ বর্ণনা কর।
(১৯) ان কয় স্থানে অতিরিক্ত আসে? মেছালসহ বর্ণনা কর।
(২০) ما কয়স্থানে অতিরিক্ত আসে? মেছালসহ বর্ণনা কর।
(২১) لا কোথায় অতিরিক্ত আসে? মেছালসহ বর্ণনা কর।
(২২) من، باء، کاف ও لام অতিরিক্ত হওয়ার মেছাল দাও।
(২৩) حروف مصدریہ এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।
(২৪) حروف مصدریہ কী কী?
(২৫) ما এবং ان কিসের উপর প্রবেশ করে? উদাহরণ দাও।
(২৬) ان কিসের উপর আসে? মেছালসহ বর্ণনা কর।
(২৭) حروف تاکید এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।
(২৮) حروف تاکید কী কী?
(২৯) نون خفیفہ ও نون ثقیلہ কোথায় আসে?
(৩০) لام تاکید مفتوح কোথায় আসে? মেছালসহ বর্ণনা কর।
(৩১) حروف استفہام এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।
(৩২) حروف استفہام কী কী?
(৩৩) ہمزہ ও ہل কোথায় আসে?
(৩৪) ہمزہ ও ہل এর মধ্যে কোনটি অধিক ব্যবহার হয়?

(৩৫) استفہام انکاری এর জন্য কোন حرف আসে?

(৩৬) ام এর সাথে কোন হরফ ব্যবহার হয়?

(৩৭) حروف عاطفہ এর উপর কোন হরফ প্রবেশ করে?

(৩৮) ما কিসের জন্য?

(৩৯) من কিসের জন্য?

(৪০) اذا কিসের জন্য?

(৪১) ای ও ایا কিসের জন্য?

(৪২) متی ও ایان কিসের জন্য ?

(৪৩) این ও انی কিসের জন্য?

(৪৪) حروف تحضیض এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।

(৪৫) حروف تحضیض কী কী?

(৪৬) حروف تحضیض কিসের উপর প্রবেশ করে?

(৪৭) حروف تحضیض মুযারের উপর আসলে কী উদ্দেশ্য হয়?

(৪৮) حروف تحضیض মাযীর উপর আসলে কী উদ্দেশ্য হয়?

(৪৯) حرف توقع এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।

(৫০) حرف توقع কী কী?

(৫১) قد কখন تقلیل এর জন্য আসে?

(৫২) ماضی এর উপর قد কয় অর্থে আসে?

(৫৩) حرف ردع এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।

(৫৪) حرف ردع কী ?

(৫৫) کلا এর তিনটি ব্যবহার উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

(৫৬) حروف تنبیہ এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।

(৫৭) حروف تنبیہ কী কী? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

(৫৮) ھا কোথায় কোথায় আসে?

(৫৯) تاء تانیث ساکنہ কোন تاء?

(৬০) تاء تانیث ساکنہ এর উদ্দেশ্য কী?

(৬১) تنوین এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।

(৬২) تنوین কে লেখার পদ্ধতি কী?

(৬৩) تنوین কত প্রকার ?

(৬৪) تنوین تمکن এর সংজ্ঞা মেছালসহ বর্ণনা কর।

(৬৫) تنوین تنکیر এর উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।

(৬৬) تنوین عوض এর উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।

(৬৭) تنوین مقابلہ এর উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।

(৬৮) تنوین ترنم এর উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।

জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়

তেছরা দাগ (/) "অথবা" এর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সাধারণতঃ উদাহরণ সমূহে ব্যবহার করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল ইবারতের মধ্য হতে অনেক গুলো উদাহরণ বানানো হবে। যেমন ১৪ নং সবকে এই ইবারত রয়েছে- هذا ابوك/اخوك/حموك/فوك/ذو مالٍ এখানে আটটি উদাহরণকে সংক্ষেপ করা হয়েছে। এদেরকে এভাবে পড়াতে হবে ঃ

هذا ابوكَ. هذا ابوكِ. هذا اخوكَ.هذا اخوكِ. هذا حموكِ. هذا فوكَ. هذا فوكِ. هذا ذو مالٍ

এমনিভাবে পুরো কিতাবে বুঝে নিতে হবে।



নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

নাদিয়া ভবন, ৫৯ চকবাজার। ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা।